প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৫৯

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

'—এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে !'
[বর্ম : শঙ্খ ঘোষ : মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়]

সূচীপত্র

ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ

প্রত্নজীব

আলেয়া হ্রদ

উন্মাদের পাঠক্রম

ভূতুমভগবান

ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা ?

অসঙ্কলিত কবিতা

এক

ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ

জতুগৃহ

সম্পূর্ণ ক্ষুধার নীচে বালি আর সোরা আর গন্ধকের গৃহ···
অক্ষরে করুণ ঘন্টা আরো ক্ষিপ্র করে তুলে কিরণক্ষমতা
ভরে নিতে প্রক্ষেপণে, তুমি কি সমস্ত শেষে আমাকে সমীহ
করাই মনস্থ করলে শ্যামল ধনুক-তীর ? এমন কি শমীও

ভেবে দ্যাখো, এ-পর্যন্ত এ-কথা জানে না ! রাত্রে বালুতীর ধরে
হেঁটে গেছে আর তাঁবু নেমে এল চারিদিকে অবনত, মোটা··· ···
বালির উপরে উঠে অজ্ঞান ঘুমের শ্বাস থেমে থেমে দোরে
ধাক্কা দিল, তারপর স্বপ্নে এসে দেখা দিতে তুমি চমকে ওঠা

হা-খোলা সংক্ষুব্ধ দেহ ঢেকে নিয়ে মুঠোভর্তি শাড়ির প্রান্তকে
আবিষ্কার করে ফের আমাকেও ডেকে দিলে··· ···'অন্ধকারে তোকে
সৈকতের পাশে ফেলে এসেছি, এখন বালি সরিয়ে বসুধা
অর্ধখান করতেই জলরাশি, ঝকঝকে চোয়াল, ব্যারাকুডা··· ···'

তীরভূমি জ্বলে ওঠে ; প্রৌঢ়তা, ধাতুর টুকরো সম্পূর্ণ চুম্বকে
তুলে দেখি শমী আর শ্যামল ধনুক ভস্ম, অবশেষে ক্ষুধা !

প্রুতস্বর

সবটুকু আগুন গিয়ে আবার হলুদ পাত্রে আশ্রয় নিয়েছে······
আঙুল হলুদ পাত্র তুলে ধরতে প্রুতস্বর কুণ্ঠিত গ্রীবার
কেঁপে কেঁপে ভেঙে গেলো শানের মেঝেয় পড়ে, শঙ্কিত শিবার
রূঢ়কণ্ঠ উঠে এসে নেবালো টেবিল বাতি······আর কেউ বেঁচে
নেই, ঢালু জলাভূমি নেমে গেছে আরো নীচে, গেল শনিবার
ওরাও তো নেমেছিল স্নানে আর হীনযানে বিশ্বস্ত ছিল না
জল, তাই নিচু পাকে টেনে এনে ফেলে দিল গুহামুখে, লোনা
সংকুল খাড়িতে আর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘুরে এসে কয়েকবার

রাত্রিবাস করে গেছে তোমার শয়ন ঘরে, বই মুখে করে
পায়চারি করেছি আমি রাতভর, অসম্পৃক্ত মৃত্যুতেও শুতে
চেয়েছি বিধানপার্শ্বে, হঠাৎ শয্যার থেকে সংক্ষিপ্ত, পাঁশুটে
পোকা উঠে এল বুকে, পুরনো শিশুর কণ্ঠ ভুলে যাওয়া ক্রোড়ে
ফিরে এল, তৎক্ষণাৎ আগুন হলুদ পাত্রে ভরে উঠে হিম
শানের মেঝেয় ছুঁড়ে ভেঙেছে ও মৃতস্বর কম্পিত, অন্তিম !

শীতঘুম

অদ্ভুত, শীতল কুণ্ড ঘিরে শোও প্রবীণ কেউটে ।
ছটফটে কিন্নরটিকে মধ্যে রেখে অন্ধকার বেড়
আরেকটু সংকীর্ণ, ছোট করে আনো । মৃত গন্ধর্বের
নাভিতে খরোষ্ঠ রেখে তুমি যে ঘুমিয়েছিলে, উঠে
নিদ্রা থেকে এখন কি পুনর্বার ধূসর অস্ফুটে
জেগে থাকতে চাও ? চাও, তোমার নিঃশব্দ প্রেমিকার
ক্ষীণ রক্তহীন দেহে চলে গিয়ে সাদা ও শীৎকার
বিহীন শরীরে থাকতে ? যে তোমার বিষ দাঁত ফুটে

প্রথমে আক্রান্ত, পরে, নীল, শেষে স্তব্ধ, সৌত্রান্তিক ।
তার মানে তুমিও বস্তু, কিংবা প্রাণী, প্রত্ন, অনুমান······
তেরো লক্ষ বছরের শীত-ঘুম থেকে দীর্ঘ ফণা
তুলেছ কি মুছে যাবে ! ধুলো, ছাই যা কিছু অর্চনা
কুণ্ডের ভিতরে করো, ঘিরে এসো দৃঢ় পৌরাণিক
স্তম্ভের পাথরে, যার ভিতরে নিস্তব্ধ বিষ, জ্ঞান !

ক্রৌঞ্চপক্ষী

উড়ন্ত মুহূর্ত থেকে নেমে এসে দেবতা যে-হ্রদে
বিশ্রামে বসেছিলেন, সেই জলে হঠাৎ ছোঁ মেরে
দেবতার চক্ষু দু-টি তুলে নিয়ে লালার পারদে
গভীর আদর করে রেখে দিল ক্রৌঞ্চপক্ষী, রোদে

যাতে না সে গলে যায় ; যাতে না নিবিষ্ট চক্ষু ছেড়ে
চলে যায় চক্ষুর নিহিত মজ্জা, ধ্যান ; যা ওদের
এখনও শ্রবণে রাখছে অকম্পিত, খরখরে-নরম
জিহ্বার তলায়……

যেই অক্ষিরস সন্তর্পণে ওর
পিচ্ছিল গলার মধ্যে নেমে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ওম
প্রবেশ করাল কোষে তখনই চিমনির দণ্ড, চাকা
সরে গেল পরপর, হর্ম্যসারি, শূন্যে জেগে ওঠা
স্বর্গের জানালাগুলি দেখা গেল, টানা করিডোর……
পরক্ষণে ক্রোরপক্ষী, তোমার কঠোর চঞ্চু, পাখা
ভেঙে পড়ছে খুরাকৃতি সেই জলে, যে-হ্রদে দেবতা· ····

শ্মশ্রুময়

কম্বল, সমানুপাত টেনে দিলে সন্ধ্যাবেলা দীর্ঘতম ছাদে··· ···

তরুণ বৃদ্ধের মুখ রাত্রে উঠে মনে এল শ্যাম শ্মশ্রুময় :
'কি ছাইভস্মের স্বপ্ন ! আর ঘুমোবো না' বলে মশারি গোছাতে
গিয়ে তুমি ভুল করে আরো বেশি কালো রোঁয়া, ভস্মের বলয়
মুক্ত করে দিলে আর মনে এল অক্টোপাস, এপ্রিলের দীঘা ;
রাত্রে মিনিবাসে এলে ! অথচ অরণ্যপথে সোনার শিবিকা
থেমে গেছে একদিন, লতা জাল ভেদ করে মশাল……কবর
আগে থেকে খোঁড়া আর বাহকেরা কেউ নেই, ফুলের টোপর
পড়ে রইল, তার পাশে আগুন এয়োতি-চিহ্ন, রক্তজবা, লাল……

'দূর ছাই, কি বিশ্রী স্বপ্ন !' কেন বিশ্রী ? জানতে না উদ্ভট অবশ
পাথরের জন্তুগুলি পিছনের জলা ছেড়ে উঠে এসে কাল
ধ্বস্ত প্রাচীরের পাশে দাঁড়াবেই ? তুমি সব জেনেও রোমশ
বিস্মৃতি, সমানুপাত টাঙিয়ে আড়াল করলে চতুর হত্যাকে !

তরুণ পুরনো মুখ দেখ আজ ছেয়ে গেছে প্রাচীন ছত্রাকে……

অপস্বপ্ন

নিঃশ্বাস, ফুঁপিয়ে ওঠা, শেষপ্রহরে শুনেছিলে সুপ্ত ক্ষপণক ।
তাও একবার মাত্র, মুখচাপা ; অস্বচ্ছ ঘুমের চোখে গিয়ে
সঙ্ঘের প্রধান দরজা খুলে দেখলে হুহু রাত্রি, আরেকটু এগিয়ে
যাও ; সিঁড়ি শেষ করে আরো ঘাসে ভরা মাঠ, গুল্মদল……নখ
বিঁধেছে ঘাড়ের নীচে, একপাশে বাঁকানো মুখ, অস্পষ্ট পিশাচ ;
সারা মুখে লাল দাগ, চোখে ডাল ফুটে আছে, কাছে যাও—নেই……
পাহাড়ের নীচে গ্রাম, কালো মতো কুমারীটি, ও যেন গুণ্ঠনে
এখনই ঢাকে না মুখ, ত্বরা করো সখীগণ, বর এল……'কাঁচ
সেদিন কী করে যেন ফুটে গেছে পায়ে আর সে এসে তক্ষুনি
ওপাশের ক্ষেত থেকে দাঁড়াল আমার সামনে, কী যে লম্বা, বড় !
কেমন ভরাট গলা, শীত পড়েছিল বেশ, আমি জড়োসড়ো
মুখ তুলে ধরতেই তোরা যেন উলু দিলি'……তবু কেন খুনী
ঘাড়ে নখ বিঁধিয়েছে ? আর তুমি জেগে উঠে শুধু গুল্ম ঘাস
দেখছ ঘুমের চোখে…তবু সঙ্ঘে ফি'রে আসে শঙ্কিত নিঃশ্বাস !

জন্মপত্র

আবার অর্ধেক মুখ, ছিন্নভিন্ন, পড়েছে বাঁ পাশে
দর্পণে, স্খলিত আরো, অংশত ঝলসানো দগ্ধ হাড়
গাল থেকে বেরিয়েছে, একটু রক্তাভ-সাদা…হায়
দাঁতে চেপেছিল বুঝি ? চিবুকে ওষ্ঠের আশেপাশে
সোনার গলিত রং, বিন্দু বিন্দু, পিপাসিত, খল……

অথচ সেদিন রাত্রে যখন আরক্ত ঘন মদে
ভরে দিলে ওর মুখ একা একা সবার অমতে,
আর ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে নিল সিঁদুর, শৃঙ্খল
তখনই করুণ টিপ কেঁপে গেছে আশঙ্কায় আরো :
'কী ভালো তিনতলা ফ্ল্যাট, তাও খুব একা লাগে, আর ও
এত দেরী করে রোজ !' সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মপত্র কই'
বলেই স্ফুলিঙ্গ এসে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই

দর্পণে, অর্ধেক মুখ মুছে দিয়ে……

আজ তুমি জানো
মুকুরে বাকিটা মুখ পড়ে আছে দগ্ধ, ঝলসানো !

ক্রীসমাস

আসলে সে মৌমাছিবর্গের । যাকে অবুঝ কিরাত
হঠাৎ আহত করে নিয়ে এল অজ্ঞান রাত্রির
তলায়, খড়ের শয্যা পেতে তার দেহ থেকে তীর
ধীরে তুলে নিল যেই ভেসে উঠল কম্পিত, বিরাট
আফ্রিকা, শীতের রাত্রি, ঘুমন্ত মাস্তুল, দীর্ঘ ডেক……
তারো আগে উড়ে যায় বাতাসে নির্ভার ব্যালকনি
আরো ভারহীন দেহ ; কী যে হাল্কা ! সমস্ত অর্পণই
তখন উল্কায় ছিল…মনে আছে সেবার প্রত্যেক
বন্ধুরা একসঙ্গে ছুটি কাটালে অক্সফোর্ড থেকে কাছে
এক সহপাঠিনীর নিবিড় বাড়িতে ; আর কেক
কাটা হল ঘিরে বসে, মোমবাতি,…'ইয়র্কশায়ারে
খামার বানাব ছোট্ট ; লাল বাড়ি ; ক্রীসমাস গাছে
খেলনা জাহাজের ভোঁ ; সাদা বুড়ো, সাদা শিশুরাও……'

লাজুক ছাত্রীর চোখ নিচু হয়ে এল চুপিসারে
শিশুর প্রসঙ্গে এসে…সঙ্গে সঙ্গে সত্যি জাহাজের
তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে উঠল : উঠে পড়ো, নোঙর ওঠাও !
মুহূর্তে আফ্রিকা, রাত্রি, জাফরিকাটা জানলায় কাদের
অদ্ভুত ভুতুড়ে শব্দ, নেমেছে মাস্তুলে চাঁদ…ঠিক
তখনই কিরাত তাকে তিনদিক থেকে বিঁধে এনে
নিঃসাড় শরীরখানি শুইয়েছে খড়ে ; ত্রিমাত্রিক
আঘাত দেহের থেকে তুলে নিল যেই, হাওয়া ভেঙে
মৌমাছি আকাশে উঠল ; আর সে-কুয়াশা, ওকে টেনে
নিয়েছে নিজের মধ্যে ;……ভেবে দ্যাখো কিরাত, কি জেনে
তীর নিয়েছিলে হাতে ?…হাওয়া আসছে কয়েক শ বছর থেমে থেমে
কুয়াশারা সরে এলো, কে যেন নামছে, চুপ, খড়ে, বেথেলহেমে…

প্রত্নজীব

হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের

হস্‌ ধাতুর হায়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল গমগম
আর তুলোর মতন খণ্ড খণ্ড উড়তে থাকল আকাশে
যেন সাদা সাদা শরৎকাল উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর
তারপর কখন যে তার একটুখানি টুক করে নেমে পড়ল
অংশুদের বাড়িতে, সেই বীরভূমে, কেউ জানতেই পারল না

একদিন টানটান করে আমি মেলে ধরলুম আমার চোখের পাতা
তখন তো ভোর, তাই পুবদিকে, মানে তোমার মুখে তখন
কী যে জটিলতাহীন অরুণাভা
কী যে অরুণা কী অরুণ !...আমি তো তোমার নাম জানতুম না
তাই 'অরুণ' বলে ডেকে উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাদা, অসম্ভব সাদা
শাড়ি খুলে গিয়ে আমার চোখের পাতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর
ঝাঁক ঝাঁক উড়ে গেল চোখের ভেতর—আকাশে।...ইঁদুরের
পেটের মধ্যেকার অন্ধকার আর উল্টোনো ডেকচির অন্ধকার থেকে শুরু করে
সাইকেলের বাতাস ভর্তি টিউবের অন্ধকার পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল
তোমার অসম্ভব সাদা শাড়ি, যেমন একদিন 'হস্‌' ধাতুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে
একটা কাঠবেরালী একটুখানি কামড়ে দিয়েছিল তোমার ঠোঁটে আর তুমি
'আঃ লাগছে' বলতে গিয়ে হেসে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে মোরগের লাল ঝুঁটির উপর
নেমে এল খুব ভারি কুয়াশা, তোমার বাড়ি ঘিরে ফেলল
কুয়াশারা, এসে দাঁড়াল
তোমার জানলার সামনে, তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে টেনে আনল
তোমার মুখের কুচি কুচি তুষার, আর তুমি ঝাঁক ঝাঁক উড়তে থাকলে আকাশে
কোথা থেকে ভেসে এল তোমার খুলে যাওয়া শাড়ি যেন টুকরো টুকরো
শরৎকাল উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে সাদা সাদা, তারপর
কখন যে তার একটুখানি টুক করে নেমে পড়ল
অংশুদের বাড়ি, সেই কোন বীরভূমে, কেউ জানতেই পারল না

আসলে, তোমাকে আমি মনে মনে মোমবাতি বলে ডাকতুম।
সাদা মোমবাতি, তুমি জানতে না।
আসলে একদিন আমি তোমার পিঠের
একটু উঁচু হয়ে থাকা খুব শান্ত হাড়ের উপরে
দেখেছিলুম আরও শান্ত, সাদা একটি স্ট্র্যাপ।

সেইদিনই 'হস্' ধাতুর মধ্য থেকে জেগে উঠেছিলে
আর
তোমার পিঠের ওই সাদা হাড় থেকে
উড়ে এসেছিল আরো সাদা সাপ, প্রিয়তম সাপ
খিল খিল, খল খল, খণ্ড খণ্ড, অসম্ভব শাড়ি ।

বলো হাসি, কী রকম চাপ চাপ হেসে উঠেছিল ঐ হাসিগুলি, হাহাকারগুলি
আমাদের সারসার হাসিদের দেখে !

না গো, আর কোনোদিন ভালবাসব না

বকুল বাগান

'রাত্তিরে ভয় অনেক', আমায়
বলল জনে জনে
তবু কথায় কান দিইনি ওদের ;
রাত্রি জাগার রীতি কেবল
জানত সে বাড়িটি
সাতাশ নং বকুল বাগান রোডের ।

হঠাৎ চিলেকোঠার, খুলে
জানলাখানি ও তার
পিছন থেকে ডাকল, বলল 'শোনো-
সেই দুপুরবেলায়, যেদিন
প্রথম আমরা এলাম
হাওয়া ছিল না একটুও, বর্ষণও ।

একটি গাছ—স্থানীয়, ওগো
মানুষ ওদের জানিও
দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে রোদে,

রাত্তিরে তিনস্রোতা সেই
আগুন ছিল কোথায়
লাগল এসে এই আর্ত দেহে ?

জ্বলে উঠল বাড়ি, আমি কি
আর ঘুমোতে পারি,
ও যে বলল 'কী আছে তোর দে !'
আমি ও ছোড়দি তখন
দুজনে দোর দিই
ভিতরে নেমে গহন প্রতিশোধের ।
তারপর 'ভয় অনেক' এমন
বললেন সজ্জনে
কেউ ফেরাল ঘৃণায় মুখ, কেউ ফেরাল ক্রোধে—
'বয়সটা খুব খারাপ' তোমায়
বলেছিলেন যাঁরা
তাঁরা কি যান বকুল বাগান রোড়ে !

সাদা বিষ কালো বিষ

বাতাসে আবার সেই শব্দ
পেয়েই বুঝেছি তার সব দোষ
এখনো ক্ষমার মতো হয় নি ।

দিনে দিনে শরীরে ও কণ্ঠে
গান বা গানের মতো কোনটে
ক্ষয়ে গেছে, কোনটা বা ক্ষয় নি

বুঝেও তবুও আমি নিশ্চুপ
রয়ে গেছি, মুখ ফুটে কিচ্ছু
বলি নি, তবুও এসে কালকে

রাত্রে আবার সেই মন্ত্র
হাতছানি দিয়েছিল 'শোন্ তো !'
চারিদিকে পেতেছিল জাল কে !

জালের মধ্য থেকে সে জাহাজ
দেখা দেয়, তুষার পড়ে যা আজ
ঢেকে আছে আর নীল পাটাতন

ঘিরে ঘিরে শুয়ে আছে ওরা সব
তাদের ভেতর থেকে জোড়া শব
উঠে এসে যে খবর পাঠাত

তার বুকে মৃত্যুর জোনাকী
না রেখেই বলেছিল ও নাকি
আগে থেকে মৃতা, ওরা দেখেছে ।

কী জানি, আমারই ভুল হয়ত—
গত সেপ্টেম্বরে জয় তো
এখানে ছিল না, তবে কে গেছে

নদীটি পেরিয়ে সেই বিকেলে ?
তারপর সে-বছর শীত এলে
শরীরে জমেছে কার অঙ্গার ?

মানে ধুঁকে ধুঁকে জ্বলা কাঠ তো ?
তবুও সে প্রতিদিন হাঁটতো
উত্তর দিকে আছে ওংকার

এই কথা মনে করে ওর যে
আর কিছু আসতো না সহ্যে—
এখনো আসে না—অগ্নিচূড়ার

ভিতরেই ওর মেরুবিন্দু !
এ-কথা তুমিও জানো, কিন্তু
নিজে থেকে কতখানি নিচু আর

হতে পার ? যার ভয়, যে দ্বিধা
লুকিয়ে রেখেছ তুমি যদি তা
তোমাকে মিলিয়ে দেয় বাষ্পে

তাহলে কি উজ্জ্বল, ক্ষুধিত
যে তোমার কানে কানে ফু দিত
ছোটবেলা সে কি ফের আসবে ?

তার যে কী হবে আমি জানি না।
সে তো কবি, খুব কিছু জ্ঞানী না—
অথচ যেদিন নীল কেবিনের

বাইরে তুষার ঝড় আসত,
আব সেই ভঙ্গুর স্বাস্থ্য
ছেলেটির 'কেন চিঠি দেবে না'

এই মৃদু ঘন অনুযোগকে
ঢেলে দিত স্বপ্নের যজ্ঞে
তোমার মতন দুঃস্বপ্নাও !

কিংবা যখন বৃষ্টির নখ
ছুটে যেতো মাঠে বিস্তীর্ণ
তুমি কি বলো নি তাকে 'সব নাও !'

আচমকা খুলে যাওয়া বেণীতে
একবার চুম্বন কে নিতে
চায় না ? যে কেউ নিতে পারত

এমন সুযোগগুলি ? অথচ
তোমারই সামনে দিয়ে কত চোর
চলে গেছে, তবু মৃৎপাত্র

পোষা পাখিটির কালো চঞ্চুর
আঘাত লাগিয়ে তুমি চুরচুর
করেছ—তখনই গ্রেসিয়ার কি

কেঁপে উঠেছিল এ-সমুদ্রে ?
তোমার আগামী স্বামী-পুত্রের
ভালো চাইবার বেশি আর কী

চাইতে পারব আমি ? তবু কে
নখর হৌয়াল এসে ও বুকে ?
রেখে গেল নীল দাগ দীর্ঘ ?

আজকে আবার যদি ফিরতে
চাও তবে শকুনের তীর্থে
সিঁথিতে কে ছাইবে আবীর গো ?

এখন ভেলার নিচে উলটে
যে পড়েছে তার দেহ তুলতে
সারাদিন কেটে যায় নাবিকের !

একটি জাহাজ যদি সে পেতো
তাহলে বলতো বুঝি সে-প্রেতও
'কাল মাদ্রিদ যাব, যাবি কে ?'

দাড়ি আর জ্বলজ্বলে চক্ষুর
সে লোকটি জানত না ওর ক্রুর
শত্রুরা শুয়েছিল সার সার—

অবশেষে একদিন তুমিও
সেই সবশেষ দুষ্টুমিও
খুলে দিয়েছিলে রাতে বর্ষার !

তারপর ঝড় মেরু সাগরে
অচেনা মেয়েটি, সেও যা করে
সেদিন বাঁচিয়ে ছিল তা ওকে

কখনো বলি নি ; ওই শান্ত
মেয়েটির দিদিরা পাষাণ তো,
তাই বুঝি একটুও না বকে

খুলে দিল বরফের ঘরটি—
'আমার যা হয় হবে ওর কী'
ভেবেছি, হঠাৎ শুনি 'ওলো না

আমরা যে চাই না ও শ্বাস নিক
এই পৃথিবীর নির্যাস নিক—'
তারপরটুকু শোনা হল না।

বিকেলে যখন গিয়ে মুখ ধোও
তখনই কি তাকে দেখে মুগ্ধ
হয়েছ ? আড়ালে ছিল দরজার ?

তারপর মিশে গেছ কে হাসির
মুখের ভিতরে ? দেব ? দেবাশিস ?
তুমি কি ? জানি না—তাও লজ্জার

ভিতরে সে পেরিয়েছে নদীতীর—
রাতে শুয়ে বলেছিল 'ও দিদি
তুমি কি জানো না ; বলো, জানো না !'

এদিকে আমার দেহে জমেছে
অঙ্গার, আর রক্ত নেচে
ওঠে নি, ডানার থেকে প্রাণনা

কে শুষে নিয়েছে—আর শবেরা
উঠে এসে বলে 'সেই কবে রাত
জেগেছি, সেদিন যারা উড়ত

এখন তাদের চাই, দেবে না ?'
কেউ বলে, 'এসো করে নেবে স্নান !'
ঝলসায় পুরনো মুহূর্ত !

পুরনো বাতাস ফের আর্দ্র—
রয়ে গেছে এখনো কি তার দোষ ?
ধীরে যাও, অত বেশি দ্রুত না !

আবার তুষারে ঢাকা জাহাজে
নতুন তুষার পড়ছে, কাজে
যাবে না কি ? সামান্য খুঁতও না

যেন থাকে এই প্রেমে, হত্যায় ।
এখনো ঘুমনো মুখ ওর, তাই
দেখে যেন ফের হাত কাঁপে না !

দেখো, মনে হবে অপরূপা সে,
আর দুটি সাপ তার দুপাশে
শুয়ে আছে—থামো, কাছে যাবে না ।

মনে করো কতদিন সন্ধ্যের
মুখে তুমি বন্ধুর বোনদের
মরে যেতে দেখেছ বিষন্ন ।

দুজন নাবিক তারা পুরনো ।
বরফের তলা থেকে কুড়নো ।
পৃথিবীর তলা থেকে কুড়নো ।

আসলে ওদের বিষ, অন্ন ।
ওদের যা কিছু বিষ —অন্ন ।
সাদা বিষ, কালো বিষ—অন্ন ।

জিভ

এক

পাহাড় উঠেছে, সুঠাম পাহাড়
উঠে গেছে, নগ্নতা
তার দুদিকের শূন্যে—
একটু পরেই কুমারী দেবীরা
আসবেন। কেশভার
ছড়িয়ে দেবেন পিঠে।
আর চুল থেকে ঝরে যাবে নীচে অজস্র দাক্ষিণ্য,
নীচে অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষুধা শ্যামলিম ভারতে।

জেগে ওঠো আরো লোহা, আরো খনি, আরো তেল!
জেগে ওঠো ওগো পেট্রোলিয়ম, কাহার
দুহিতা গো তুমি? খিন্ন
এ-শরীরে দাও যথা-
-বিহিত জ্বালানি, জাগাও মিথেন
আলেয়ার এ-কারুণ্যে
ছিঁড়ে দাও শেষ হবার
সমুখে দাঁড়ানো শ্রমিকের শিরা।

আসলে ঠাট্টা সবটাই। চিরা-
-চরিত স্বপ্নে, আড়তে
সোনার পক্ষী যে সবার
চোখ এড়িয়ে আসে এ তো জানা। আহা
বিহঙ্গ তুই খুন নে
খরজিহ্বায় ঘৃণ্য
এই সব ছোটলোকদের......থান ইঁটে
মাথা রেখে ওই ঘুমিয়ে রয়েছে মেয়েটি...মাথায় জটা

একজন সাধু আরো কিছু গিয়ে, ধুনি জ্বলে, তার ছটা
হাত দিয়ে নেয় দুটি লোক . 'বউ-ঝি'রা
বেশ ছিল গ্রামে'... ...শীতে
ছেলেটি কাঁপছে, গারদে

সেও ছিল তিন বছরে, চিহ্ন
এখনো শরীরে : 'এসব আর
কদিন চালাবো'······শূন্যে
তাকাল ছেলেটি আর দূরে সাহা-

-বাবুদের ভাঙা গ্যারাজে আহার
করা শেষ হল না-ফোটা
একটি কুঁড়িকে । ক্ষুর নে
ওলো কুঁড়ি তুই ! লুব্ধ পাখিরা
তোকে ছিঁড়ে খেলো যে-সভার
ভিতরে, যে-খলে, গ্রানিটে
তোকে পিষে নিল সেই কলকাতা পেলে কি জেয়ারজিনহো
নিয়ে মেতে আছে । ওলো কুঁড়ি তুই আরো দে

ওদের শরীরে ক্ষুর জ্বেলে, ক্ষুর কি বসন্তে কি শারদে
ওদের পালক চক্ষু শরীর ওরা যেন ছুটে আগুনকে দেয়, স্বাহা··
আর, রাত হোক দিন হোক
তুই যেন সরু সাঁকোটার
উপরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিস মিঠে
ইশারা, পারদপূর্ণ
নদীতে ওদের শেষবার
ডেকে আন্, আর ডুবিয়ে দে । হীরা

তোর চোখে জ্বাল্ ! সব জলক্রীড়া
তখন দেখাবো । চ' রোদে
পিঠ দিয়ে বসি । বেশ ভার
হয়ে আছে মাথা । সেই পিউ কাঁহা
করে ডাক দেবে ? পুণ্যের
ভিতরে কবে যে ভিন্ন
গ্রামের মেয়েটি হেঁটে যাবে ? পুরনো ভিটেয়
কলমিশাকের ঝুড়ি নিয়ে সেই বউটি আসবে···ওঠার

সময় হয়েছে দেবীদের, যাও তাদের নিকটে, শ্রোতা
বিরাট পাহাড় আর শূন্যতা, ধু ধু শূন্যতা । ইড়া
পিঙ্গলা আর সুষুম্না উদ্‌গীথে

ছিঁড়ে ফেলে সব বড়দের
জানাও, জানানো উচিত। দীর্ণ
এ-দেশে তাঁদের কেশভার
যদি খোলে বিষচূর্ণে
ভরে যাবে তবে নদী ও পাহাড় ;

আর মেয়েরাও। ছেয়ে যাবে হাড়
পাথরে সেবাব্রতা
শরীর তাদের ; গুণ নেই
এখন আর ওই হাতেব। ধাইরা
বাচ্চাকে মারো, এসো বার-
-বনিতারা এসো, নিতে
দাও শৃঙ্গার এ-শরীরে আর নখ নিয়ে বিচ্ছিন্ন
করে দাও দেহ, মিথ্যে সাধনা ভেঙে যাক জড়ভরতের।

সব চুপ। শুধু পাহাড়েরা জেগে। যেন আমজাদ সরোদে
ভোর করছেন ডিসেম্বরের দীর্ঘ রাত্রি। এখন আর
রাত্তির নয়, দিন নয়।
রোজ এই সময়ে প্রতাপ
তাঁর চৈতকে ছুটে যান জিতে
আনতে গভীর শূন্যের
স্বাধীনতা আর 'হে সওয়ার
এদিকে তাকাও, এদিকে' দেবীরা

চেঁচিয়ে ওঠেন, পায় না বিরাম
অশ্ব, পরতে পরতে
কে যেন তখন এ-শোভার
উপরে বিছায় রক্ত। অসাড়
এ-মাটি ভাঙায়, ক্ষুধে
ভরে যায় শুধু। জীর্ণ
এই দেশে জাগে, এদেশেরই কোলে পিঠে
জেগে ওঠে এক জিহ্বা—লোলুপ, দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, ভোঁতা।

দুই

'বিরাট জিভ লুকিয়ে থাকে
কাঁটালতায়, ঝোপে ;
তীব্র নীল, ঘন
তরল লালা ছিটিয়ে দেয়
আকাশে আর জলে
এবং প্রতি রাতে
এগিয়ে আসে ঠাণ্ডা, ভারী শরীর, সড় সড়
শব্দ ওঠে ·····বাতাস নাড়ে দরজা দেশগ্রামে······

লম্বা চুল, জুলপি । জ্বলে সিগার আর চোখ । আউট্রামে
সন্ধ্যা শেষ হয়েছে । ওড়ে আঁচল । দূরে কাকে
এখন, এরপর
চিঠি লিখব ?······পোপের
শুভ্র মুখ, শ্মশ্রু ; ছাতের
চিলেকোঠায় কনক ;
একা দুপুরে দোলে
টবের গাছ আর অন্যায় ।

এদিকে মা ও কন্যায়
পাথর ভাঙে, ঘামে
ভরেছে দেহ, কোলে
তিন মাসের একটা···শাখে
ডেকো না আর কোনো
গানের পাখি, ঝড়
আসছে ওই শান্ত গ্রাম পেরিয়ে, দেখ মাতে
কী তাণ্ডবে আকাশ আর মহুয়া গাছ উপড়ে ফেলে কোপে !

গভীর খাদ, উড়ে চলেছে গা ছমছম রোপওয়ে···
কোথায় দূরে ট্যুরিস্ট বাস থামল ; 'আজ মন নেই
অনেকখানি বেড়াতে,
তাছাড়া টুর্নামেন্ট
কালকে শেষ হয়েছে, বড়
ক্লান্ত তার ফলে
শরীর আর মনও···'
পাহাড়ী পথ, একটি ট্রাকে

চলেছে সেও, 'কখন মাকে
চিঠি লিখব ?' ক্ষোভে
জ্বলছে পথ…শোনো
পলকটুকু জিরণ নেই
আমার, পিস্তলের
পুণ্য দেহ হাতে
আমরা যারা ছুঁয়েছি তারা এবার পরপর
মিশিয়ে যাব চিলিতে আর বাভারিয়ায় আর শ্রীকাকুলামে।

আগুন ঘিরে বসেছে সব। ভালুক এসে থামে
ওদের নিচু দাওয়ায় আর মহুয়া গাছটাকে
কাঁপায় হাওয়া, ভর……
এখন কে লুকোবে
ও-মেয়েটাকে ? ওই যে হাঁটে
মাতাল ? কার বোন ও ?
নিজের বিষ তোলে
নিজের দেহ মথিযে, নেয়

দুহাতে বিষ, উড়িয়ে দেয়
আকাশে আর নামে
বৃষ্টি—ব্রিস্টলে ;
এদেশে নয়। দেখেছ যাকে
বাঙালী পার্বণে
স্নিগ্ধ, উর্বর
সেই তো নারী, মহিলা, মেয়ে, সেই তো মাঠে মাঠে
বৃষ্টি আর শস্য, তুমি জান কী সংক্ষোভে

সে-মাটি আজ নষ্ট ? জানো, কী কষ্টে শুকোবে
সে মেয়েটির কুমারী স্তন ? দিবসে, সন্ধ্যায়
আলোয়, তমসাতে
কে যেন দেশগ্রামে
ছড়িয়ে দেয় কালো খবর
'বন্যা—ব্রীজ টলে…'
কৃষক, বীজ বোনো।
বীজ এবং সাহস। যাকে

নামিয়ে দিতে চাইছ তাকে
নামাও এক কোণে !
চুল্লী তো নিবলো,
তবুও তুমি আগুন দাও
আকাশে, যাতে জ্বলে
শূন্য, তার সাথে
দেহের হাড়, স্নায়ু এবং নখর
এবং জ্বলে আকাশে প্রেম সে-মেয়েটির নামে ।

বাতাসে ওড়ে শুভ্র দাড়ি - 'আমেন' ।
গম্বুজ থেকে জানলাটির ফাঁকে
নেমে এলেন প্রখর
জ্যোৎস্না ধরে পোপ এই
মাটির ঘরে···আমার শার্টে
তিনটে ছেঁড়া, ব্রণ
মুখে, গ্রামাঞ্চলে ।
সরুন । রজনীগন্ধায়

বিষ মেশাবো । এই বন্ধ্যা
মাটিকে পুন্নামে
পাঠাব আর জলে
ছড়িয়ে দেব এই লালাকে
তীব্র আর ঘন······
দেহ অতঃপর
শুধু জিহ্বা ; ঠাণ্ডা, কালো, চ্যাপ্টা ; প্রতি রাতে
এগিয়ে আসে শহরে গ্রামে - ···বাতাস কাঁপে কাঁটালতায়, ঝোপে ।

তিন

মুখ নেই পেট নেই । শুধু এক আস্বাদ
জেগে আছে : আবকের মধ্যে
শুয়ে আছি সারাদিন, সারাদিন ।
পাহাড়, সুপুরী গাছ, শ্যাওলা ও কুয়াশারা
মাঝখানে থকথকে পেট্রল ।
ওখানে আমার বউ তোমারও

বউ কি মেয়েরা যেত স্নানে রোজ দুপুরে
এখন সকলে তারা বিরাট ঠাণ্ডা কালো জিহ্বা ।

সব দেশ মুছে গেছে ভারত কি গ্রীনল্যাণ্ড, কিউবা—
কিছু নেই কিছু নেই পেট্রল ঘিরে আছে, আর ছাদ
ভরে গেছে ধোঁয়াজালে । সুপুরি
গাছের মাথায় চাঁদ । মর্তো
কেউ জেগে আছে ? ব্যাস, বাল্মীকি বা হোমারও ?
কে জেগে আছেন ভাই সাড়া দিন !
কেউ নেই । 'তবে আয় জের তোল
পুরনো পাপের' আর বহুদূরে কোয়াসার

কেঁপে ওঠে, 'এই কালো গ্যাস আর ধোঁযাশার
ভিতরে এখন আর কী-ই বা
পাবি ?'—'কেন ? পৃথিবী তো টলটল
এখন তরলে, চল্, খানিকটা বাদ-টাদ
দিয়ে পাব বহু ধাতু, ভাঙা টিন ;
হয়তো বা ফেলে যাওয়া নূপুর-ই
পাবো কারো ! আর কিছু পুরনো রিঅ্যাক্টর, বোমারু,
এমন কি ভাঙা বীণা পেয়ে যেতে পারি তুই মত দে—'

এরকম কথা হল ভিন গ্রহবাসীদের মধ্যে ।
দু-কোটি বছর ধরে এই গ্রহ শুধুই তো হাওয়া সার ।
হাওয়া নয়, হাওয়া বলে ভ্রম আরো
বাড়াব না । এই কালো জিহ্বাব
তেজস্ক্রিয়ায়, বিষে এতদিন পুড়ে পুড়ে
হাওয়াও এখন বিষ ; যা তরল
আছে তা পানীয় নয় । আলাদীন
তোমাব প্রদীপে যদি ঘষা দাও কার সাধ

এখন পুরবে আর ? ওই যে গভীর খাদ
ওইখানে বাংলার অর্ধেক
পড়ে আছে……'আজ খুব ভালো দিন'
মেয়েটি ভাবত আর জানলায় কী আশায়

দাঁড়াত এবং দূরে উত্তরোল
সাদা মেঘ থেকে রাজকুমারও
তার চোখ ছুঁয়ে দিত···দুটি জেট সরু ধোঁয়া···মুড়ি
চিবোত রোয়াকে বসে বুড়োরাও, 'জয় রাম, জিহোবা' ।

দু-পাশে সবজি, মাঠ উঠন, খড়ের চাল·· বিয়োবার
সময় হয়েছে কালো গাইটার আর ছোটবউমারও সাধ
আগামী পরশু দিন ; মুড়ে
গিয়েছে সোনায় মাঠ, গর্তের
বাইরে এসেছে বুড়ো সাপটাও, যদি মারো
তা হলে অমঙ্গল । 'ভালোদি
তুই আর শানু মিলে নারকোল
আমাকে দিলি না কেন ?'···'ওগো মেয়ে তিয়াষায়

শরীর কাঁপছে মোর আর তোর চোখে ছায়
বর্বরিরা, ঘর ছাড়া কি হবার
উপায় রয়েছে আর, তুই বল !'
ঝাঁ ঝাঁ করে রাত্তির, 'কে এলি রে, ঈরশাদ ?
বড়বউ বাত্তিডারে জ্বাল্ দিন ।'
কেউ নেই । মানুষ না জানোয়ার । ঘুরে
এসেছে আকাল শুধু, আর সেই মুঠো ভরা সোনারও
কিছু অবশেষ নেই, বাংলায় । 'তুই আসে গোর দে

ইবার আমারে বাপ্ ।' দূরে জঙ্গল জাগে, গড়তে
চেয়েছে মুক্ত গ্রাম ওরা আর মুছে গেছে ধীরে ধীরে
তারই পোড়া ধোঁয়া যায়
নগরীতে, ভীতু আর গোঁয়ারও
একসাথে মিলে বলে 'জিয়ো ভাই
এখন একশ যুগ । দেখো আজ কত সুরে
তোমাকে স্বাগত বলে যুবদল ।'
আর সাদা পোশাকের গিলোটিন
ওদের মাথায় স্থির । রোজ তবু বিষভাত

ওদের গলায় নামে, সারাদিন এর স্বাদ
জেগে থাকে, টেনে নেয়, নড়তে
দেয় না তা । 'ওগো দিন ভালো দিন

তুমি এসো এসো তুমি' ওরা ডাকে, কুয়াশায়
আর বিষে ভরে যায় নভতল।
জেগেছ শকুন ? চিল ? ছোঁ মারো !
লুণ্ঠন শেষ হয়। সকলেই চিৎ আর উপুড়ে
ভাসে আর ডোবে, আর অবশেষে একদিন স্থায়ী ভার

ওদের তলায় টেনে মেরে ফেলে। ঘানা আর আমেরিকা, কিউবা
মিশে যায় মুছে যায় খুব দ্রুত আর এই সংবাদ
ঢেকে দেয় কোন এক সাপুড়ের
বাঁশী ও গ্যাসের স্তর। ঝরতে
থাকে বৃষ্টির মত লাভা ও পাথর। তারও
পরে জেগে ওঠে দুটি বোধহীন
পাহাড়। মধ্যে যেন ক-বোতল
সুরা টলটল করে, আর সেই সুরা চায়

দেশলাই, জ্বলে ওঠা, কেঁপে ওঠে দুরাশায়।
আমি শুধু মূককীট, পিউপা
চিরজীবনের মত। করতল,
পেট, মুখ কিছু নেই জেগে আছে আস্বাদ
দু-কোটি বছর ধরে, সারাদিন।
কোনোদিন অঙ্কুর, নূপুরের
শব্দ শুনেছি আমি ? বাংলার ? মনে আছে। মনে নেই।
এই করে ভ্রম আরো
বাড়াতে যেও না। থামো। ভোঁতা ও ঠাণ্ডা জিভ,
ফিরে যাও আরকের মধ্যে।

কালো ত্রিভুজের আস্তরণ

এক

উজ্জ্বল বলে কিছুই নেই। কূপের উপরে বিষণ্ণ
একটি গোলক, কালো মতো, ভাসছে এবং উদ্ভিদের
শহর জাগছে কিছুদূরে, লোহা তামা রুপো কি স্বর্ণ
বাতাস বা ধুলো, এমন কি সুন্দর আর কুৎসিতের
উপাদানগুলি ছোট ছোট বুদ্বুদে ভরে খুব সিধে
উঠে গিয়ে বলে ভেসে যাব, আর থেমে যায়—না, স্রোত নেই।
কালো মহাকাশ। প্রচণ্ড ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা। খুব শীতে
পিঠ দিয়ে শুধু গ্রহগুলি পড়ে আছে। তবে কি প্রশ্নেই

মিশে গেছে ওরা দিনে দিনে? কেন মিশে গেল? কী জন্য?
ঝাপসা, ঠাণ্ডা উল্কানু কেউ যেন গাঢ় উদ্গীথে
ছড়িয়ে দিয়েছে এলোমেলো—এবং একটি বিজন নখ
তার একান্ত দর্পণের মুখটি ঘোরাল—উঃ, বিঁধে
গিয়েছে আলোর ভগ্নটি···গয়লা বৌটি দুধ দিতে
চলেছে, এখন ভোরবেলা, ছাগল দুটিকে কী যত্নেই
পাতা এনে দিল হাত ভরে বাচ্চাটি, খাকি উর্দিতে
চোখ মুছে নিল রাতজাগা টহলদারটি 'তাকত নেই

ভবিষ্যতে খুব, নিদ যাব চৌপর দিন ; ত্রিবর্ণ
ইশারাটি শেষে দুলে ওঠে জেলর আপিসে, বুদ্ধিতে
কিছুই পায় না চাষার পো। কালও চাল ছিল, খুদ দিতে
হবে আজ সব ভাগ করে। আর কালো কালো মূর্তিতে
ছেয়ে যায় মাঠ, তেপান্তর। কেন! জেল নেই? হাজত নেই?
ধরো আর মারো, কী শান্তি! ভরেছে শহর শুদ্ধিতে······
নখের আয়না সরে গেল : গ্রহগুলি ভাসে, না স্রোত নেই।
ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা থেমে আছে। চারিদিকে ফের উদ্ভিদের
শহর জাগছে। গোলকটি কেন ভেসে আছে? কী রত্নে
নির্মিত ওটি? আলো তো নেই? আর আমি এই উদ্ধৃতি
কেন বা দিচ্ছি? ওঠ্‌ বোকা—পঙ্‌ক্তিগুলিকে ফেরত নে!

দুই

কালো ঈগলেরা জেগে আছে। বিরাট রাত্রি। অন্যথা
হলেই ঝাঁপাবে। চারদিকে শুধু নখ প্রতিবিম্বিত।
যে-গোলক ছিল আকাশে কাল, সৌরঝড়ের জন্য তা
আজ ভেঙে ভেঙে পড়ে গেছে। আয় তোরা আয়, কিনবি তো
সেসব টুকরো কম দামে? কালো মুখ, কালো, ভাঙা, মৃত
পড়ে আছে, পাশে তিমি-র হাড়; হালকা শ্বেতাভ আস্তরণ;
কণ্ঠাস্থি ও শিরদাঁড়া; সাদা, জীবন্ত আর ভীত
হয়ত বা কিছু, চলে-ফেরে, খুব ধীরে ধীরে খাস তোরণ

পেরিয়ে আসছে এ নগরের—না না, এটা নয়, অন্যটা,
অন্যটা বলো।......গাছতলা; ওরা দুজনেই মুখ দিত
পরস্পরের ভয়ঙ্কর অংশগুলিতে, বন্যতা
লাফিয়ে উঠত গাছে পাতায়: আরক্ত জানু, কম্পিত
কাদামাটি, দ্বীপ, গুল্মেরা; লাল, কালো, নীল আর পীতও
উন্মাদ হয়ে জঙ্গলের দুইদিক ভাঙে—'আজ তো রং!'
ফাগুয়া এসেছে অসম্ভব। ওগো মার্চ মাস, গর্বিত,
শেখাও আগুন অভেদ্য, খড়্গ, গোলাপ, সন্তরণ

শেখাও অতল ভূগর্ভে, এবং গহীনমন্যতা
মেশাও স্বপ্নে, সন্দেহে।......সাঁতার না ছাই! পড়বি তো
পড় একেবারে গন্ধকে। ও তরল, ও পীনোন্নতা
বুদ্বুদরাশি ফুটন্ত, এই পৃথিবীর চর্বি তো
পুড়িয়েছো তুমি, সেই যেদিন লোকটা বলেছে 'মোর পিতঃ
ক্ষম উহাদের'—সেই যেদিন মানুষেরা ভালবাসতো রণ,
হুংকার, হ্রেষা, নাগাসাকি—আকাশের দিকে উচ্ছ্রিত
হয়ে যেত পোড়া মাংস, হাত। প্রিয় গন্ধক, আজ বরং
পোড়াও পুরনো হাড়গুলি। প্রতিদানে নাও সংবৃত
কালো ত্রিভুজের অন্ধকার, কালো ত্রিভুজের আস্তরণ।
বুড়ো ঈগলেরা জেগে আছে, ষোল শ বছর সঞ্চিত
রাত্রির নিচে। জাগছে নখ, দাঁতের শব্দ, শ্বাস। ত্বরণ...

তিন

বেঁচে আছে কিছু সাদা ঘাস । বাকি সব হিমে কঠিনে
ঢেকে গেছে, মাঝেমধ্যে কালো বেড়ালের নিঃশ্বাস
শোনা যায় আর হলদে চোখ জ্বলে থাকে, ক-দিনে
উঠে গেছে গ্রামগঞ্জ ; গলিত শরীর, হাড় মাস
মিশে যায় ক্রমে মাটিতে । বিষাক্ত মেঘ, হাওয়া, ফাঁস
চেপে বসে আছে আকাশে । শুধু মৃত মর্যাদায়
আগুন পাহাড় একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, উচ্ছ্বাস
প্রেম, কম্পন সব শেষ । আর এখন ওর যা দায়

রয়েছে তা শুধু স্মৃতিরই : খাদ্যপ্রাণে ও প্রোটিনে
ভরে গেছে হাওয়া রৌদ্রে । আকাশে মেঘের অভ্যাস
তত বেশি নেই । 'চল্ চল্, মিত্রায় আর ব্রতীনে
আবার ঝগড়া, মিটিয়ে দি' আসি আমরা ।' সব বাস
চলে গেছে । ফাঁকা রাজপথ । দেশলাই আর উল্লাস
একটি মুখের । কালো হ্রদ । ঘন গ্রীল । টানা পর্দায়
ঢেউ দিল হাওয়া, রাত্রি । একটি নিরীহ কৃকলাস
পাঁচিল পেরিয়ে ছুটল । মেয়েটি শান্ত শ্রদ্ধায়

অধ্যাপকের সামনে । এক্ষুনি একশ তিনের
মাথায় আউট বয়কট । কেবিন এবং দ্রুত শ্বাস,
ঘন দুটি ঠোঁট কাঁপছে । 'ভয় নেই তোর সতীনের
দোরে কাঁটা দিয়ে দিয়েছি' । চারজন লোক বসে তাস
খেলে । 'মা আচার করেছে । তোরা ভাগ করে নিয়ে যাস' ।
সমস্ত বাড়ি নিঃঝুম ; শুধু দোতলার জানালায়
একটি দেহের আবছা, খোলা কালো চুল, সন্ত্রাস
নামছে তা থেকে···আর নয় । তুমি সবটুকু মিথ্যায়
ভরিয়ে দিয়েছ । আসলে কালো বেড়ালের নিঃশ্বাস
ছাড়া কিছু নেই, হলদে চোখ জ্বলে । হিমে, ঠাণ্ডায়
ছেয়ে গেছে গ্রাম, আর সব ছবি তো মিথ্যে উচ্ছ্বাস—
এত সব ভুল ছবিকে কেউ কবিতায় স্থান দেয় ?

চার

প্রতিহত, অস্পষ্ট, ফেরানো…
পিশাচের রূঢ় এক-চোখ।
এ-ছাড়া কি আর কিছু জানো ?
পাথরের কয়েকটি স্তবক।
গোলাপের শিরা ও গন্ধক।
উজ্জ্বল ঘোড়ার মৃত্যু, দ্যুতি…
কামুক ডাইনীর মৃদু ত্বক।
আঙুরের রাত্রি, মদ, রুটি।

শান্ত ঘর। সুন্দর গোছানো
বইয়ের টেবিল, কুঁজো ; লোক
নেই কেউ। কেবল রাঙানো
মেয়েটি নিঃশব্দে ঝরে। জোঁক
জেগে উঠে তার অলক্তক
রক্ত ভেবে শুষে খায়। দুটি
হাত এসে তার চূর্ণালক
সরায় না। অদ্ভুত দেউটি

দূরে কাঁপে, নিবন্ত আজানও
শোনা যায়—'সব শান্ত হোক।'
ফের সেই একচক্ষু দানো
রাত্রিটির গা থেকে পালক
খসিয়ে নিচ্ছে ; ফেনা, রোখ
আর তরঙ্গের ধাক্কা, মুঠি
ঝলসে উঠেছে। যে-আরক
তীব্র, কূট, তাকেই আহুতি
দিতে গিয়ে ফের প্রবঞ্চক
পুষ্পের উত্থান, ছুটোছুটি……
বাকি যা রয়েছে তা গন্ধক
আর সৌর-অশ্বের ভ্রূকুটি।

পাঁচ

এ-ছাড়া বাদাম আর কাঠ।
এ-ছাড়াও উদ্দাম লবণ।
ছিন্নভিন্ন, মাটিতে ক-জন
মৃত যোদ্ধা আর চতুষ্কোণ
পাথরের গৃহ। এ-ছাড়াও
তুষারের শ্বেত আক্রমণ।
তেলের সমুদ্র। বালুকা ও

শকুনের ঝড়, পাখসাট…
বিদ্যুতের আঙুল, কাঞ্চন।
দু-একটি শালিখ, সাদা মাঠ।
রবার গাছের আলোড়ন।
ছিঁড়ে এল অস্ত্র। ঝোপঝাড়া, বন।
তৃণক্ষেত্র। উজ্জ্বল ভেড়াও
কয়েকটি। শুষ্ক, কালো, স্তন।
'আরো চাই, আরো ছবি দাও।'

এরপর উজ্জ্বল, জমাট
বরফের গাছ। সারাক্ষণ
সাদা দস্তানার স্পন্দ, হাত……
ডানার প্রচ্ছায়া। কী নির্জন
চিমনির উপরে পাখি। কোন্
দিক দিয়ে উড়ে এলি তাও
বলবি না? ঝড় পাখি, শোন্!
'শুনব না। আগে ছবি দাও!'
অন্ধ খনি, ধাতুর জঘন,
হিম গর্ত কোথাও কোথাও……
কত বলব? আর কতক্ষণ?
মনে নেই সমস্ত কথাও!

ছয়

কালো বৃষ্টির ঝাপটা, সার দিয়ে চলে দাসীরা ।
মদিরা এবং শস্য সবটুকু এনে সঞ্চয়
করো এইখানে পুরনো গোলা ভরে দ্বীপবাসীরা ।
এসো বাণিজ্যে মন দাও । আঙুরের দৃঢ় মঞ্জরই
জেগে ওঠে আজ, শান্ত । আকাশের দিকে মন যায় :
কালো বৃষ্টিতে দাসীরা চলেছে, দু-পাশে প্রহরী,
অদূরে তোরণ, ঘণ্টা ; ওরা মানুষের কোন্ জয়
ধরে আছে : নাকি দু-হাতে ধরেছে এ পোড়া শহরই ?

মৃত, নিষিদ্ধ শিকড়ের রাত্রি দাঁড়িয়ে, যা শিরা
ফুঁড়ে উঠে এলো এখনই । তিন বোবা কালা খঞ্জই
এসে ঘিরে ধরে শয্যা । বীজগণিতের রাশিরা
হাতুড়ি এবং কাস্তে নিয়ে জেগে ওঠে, কনভয়
জানলা পেরিয়ে চলে যায় । বর্ষার থেকে সব ভয়
ঝরছে রাজার প্রাসাদে । পাহাড়ের পাশে যে-পরী
থাকত সে ডিনামাইটে উড়ে গেছে, শুধু অব্যয়
অমৃতা একটি ঝর্না হেসে ওঠে, তার উপরে

মানুষের চোখ পড়ে নি, তাকে জানে মৌমাছিরা……
ফের মানুষেরা আঙুরের পরিচর্যায় মন দ্যায় ।
বরফের সাদা মাংস, নির্জন শৈলশিরা,
রাত্রির ঘন পল্লব ওরা ছিঁড়ে ফেলে । খুন চায়
আরো বেশি লাল, তৃপ্ত । বাইরে দাঁড়িয়ে জনা ছয়
কাফ্রি, রাজা কি শুয়েছেন ? সোনার অথবা রুপোরই
জানলায় তিনি দেখছেন সার দিয়ে, চলে অক্ষয়-
-যৌবনা ক্রীতদাসীগণ । ওদের দিয়েই সঞ্চয়
করাও মদিরা, শস্য । আরো বর্ষার কবরী
ওই খুলে গেল, বিদ্যুৎ, ওই যে বর্শা, সঞ্জয়
এবার বলুন যুদ্ধে কী ঘটল সর্বোপরি ?

সাত

পুরনো ক্যাথিড্রাল । বিরাট কালো ঘড়ি । কঠিন তাম্রাভ
একটি বর্ণের হঠাৎ জ্বলে ওঠা । এবং পাখিদের
ছড়ানো মৃতদেহ । আমরা, শেয়ালেরা, প্রথমে কামড়াব
গলা ও তারপরে আস্তে ছিঁড়ে নেব শরীর, যা খিদে
পেয়েছে···মাস্তুল, মানুষ, কাঠ, দড়ি ভাসছে আর ঈদের
চাঁদও ভেসে আছে । একটি ছোট মাছ, ঘন, অস্বচ্ছ,
নরম জল কেটে এগোল 'কিছুদূরে হাঙর ভাইদের
দেখেছি, চোখ দুটো উপড়ে নিতে হবে ।' একটি কচ্ছপ

বালিতে ধীরে ধীরে হাঁটছে । কাঁকড়ারা । 'গর্তে ফিরে যাবো'
ভাবছে সরু মতো সাপটি, 'আজকে যা পেয়েছি তাই ঢের ।'···
আকাশ ছেয়ে আছে ছড়ানো, দীর্ঘ, একটি অরুণাভ
ইশারা । ভোর হবে । ছেলেটি এলোমেলো ভাবছে—'স্বাতীদের
বাড়িতে কারো ঘুম ভেঙেছে কি এখন ?' নিরামিষাশীদের
চোয়ালে মাংসের গন্ধ । ও-পাশের দেওয়ালে ছোপ ছোপ
রক্ত লেগে আছে । রাত্রি, চিৎকার 'খোকন'··'যা, গিঁথে
দিয়েছি ছোরাখানা'···আবার রাতভোর বিরাট মচ্ছব

যুবক সমিতিতে । কেবল জেগে আছে কঠিন তাম্রাভ
একটি বর্ণই ··'মুন্নু, মার্মাণিকে একটা হামি দে—'
ছোট্ট সাইকেলে শিশুটি হাত নাড়ে, গোপনে যে-দ্রাবক
গলাবে সবকিছু সে কাঁপে, কেঁপে যায়—বিকেলে স্বামীদের
পথের দিকে চেয়ে মেয়েরা বসে থাকে, কোন্ বোকামিতে
যুবাটি একবার-তাকানো-মেয়েটিকে ভাবছে ? স্বচ্ছ
চোখের হ্রদে নেমে হাঁসটি ডুবে গেল । মর্ষকামীদের
প্রবল ভিড়ে তাও পৃথিবী ভরে যায় । কালো, অসহ্য
চাকার একটানা শব্দ । ডুবে যাবে, অন্য কিছু টের
পাবে না । গোল ঘড়ি । বিরাট কালো কাঁটা জ্বলছে । ভোজ্য
হয়েছো তুমি তার, ক্রমশ ধাতু আর সংখ্যা । পাখিদের
ছড়ানো শব ঘেরা প্রাচীন ক্যাথিড্রালে কেবল সংখ্যাই বলছ···

আট

পাথরের গর্ভগৃহ । দীর্ঘ ঊর্ণজাল
জেগে উঠছে এককোণে, কুয়াশার । ঘরে
কেউ নেই । শুধু টানা বিরাট চাতাল ।
অন্য কোণে গাঢ় দ্যুতি । মেঝের উপরে
কিছু পাথরের টুকরো । মাঝে মাঝে নড়ে
ওঠে ওরা, আবার ঘুমোয় । শ্বাসরোধী
দগ্ধ ধাতুর ঘ্রাণ । থামের উপরে
জড়িয়ে উঠেছে সাপ । তার প্রেম, রতি

ছড়িয়েছে গৃহটিতে । মসৃণ দেওয়াল
তা সত্ত্বেও কেঁপে ওঠে । শিকড়ে শিকড়ে
ধাক্কা দেয় স্রোত, দৃশ্য—উজ্জ্বল পাতাল
মুখ তোলে···ছেলেটির ডানবুকে সজোরে
পা চালালো অফিসার : 'ষোল বছরের
যত আছে থেঁৎলে দাও বুট দিয়ে, প্রতি
ঘর থেকে টেনে আনো, তারপর মরে
গেলে বনে ফেলে দিও'···সমস্ত নির্বোধই

জানে এটা ভয়ঙ্কর একাত্তর সাল ।
'খাবার আগলে নিয়ে বসে আছি, ওরে
শমী খেয়ে গেল না তো ! দেখ্ একটু'—কাল-
-সাপ এসে ঘুরে যায় বাড়ির ভিতরে,
কয়েকটি ছেলে এসে ওকে খুব ভোরে
ডেকে নিয়ে চলে গেল, আজকে নদীর
পাশে ওর দেহ পড়ে···আমার মিনতি
শোনো, তুমি এই ছবি দেখিও না, সরে
যাক এই স্রোত, এই অসহ্য আরতি
থামাও, বরং ফের পাথরের ঘরে
যেতে চাই···দগ্ধ ধাতু, তীব্র শ্বাসরোধী···

নয়

ভেঙে পড়া বাড়ি। ছোট ছোট ঝোপ। এবং তৃণের
বিন্যাস শুধু সারা মাঠ ভরে। আরো কিছুদূরে
একটি গাছের মাথা, দ্রুত জীপ, উইণ্ডস্ক্রিনের
উপরে রৌদ্র চমকে উঠল। শেষ রোদ্দুরে
দুজন তরুণী হাঁটছে, আকাশে বেঁকে ঘুরে ঘুরে
উড়ে গেল একঝাঁক হরিয়াল। গাঢ় রক্তিম
আভা এসে লাগে কিশোরীর গালে 'কালকে দুপুরে
দাঁড়িয়ে ছিল সে, আজকেও আছে', ঘন রিমঝিম

গান বেজে ওঠে শরীরে—তখনই অশুভ দিনের
সংকেত এসে দুয়ারে দাঁড়ায়—তার দেহ পুড়ে
গিয়েছে—মানুষ দেখতে পায় না, পুরনো ঋণের
দিকে তার হাত ক্রমশ এগোয় এবং অদূরে
দাঁড়িয়ে সে টানে স্বেদ আর শ্রম, ধীরে ধীরে হিম
হয়ে আসে হাত, সস্নেহ মুখ। কেউ ভেঙে ছুঁড়ে
দেয় জঙ্গলে মানুষেব দেহ, দূরে টিমটিম

জ্বলে থাকে ম্লান লণ্ঠন, কালো মাটিতে তৃণের
বিস্তার শুধু, মাঠে ধান নেই, কেবল শহরে
বাবুরা আসেন মাঝে মাঝে আর ওরাও টিনের
তোরঙ্গ নিয়ে শহরের দিকে চলে, কুরে কুরে
শরীরের থেকে হাড় মাস খায় কীট ও অসুরে
ভাগ করে, সার সার লোক শুয়ে স্টেশনে। ছাতিম
গাছ থেকে কেউ ঝুলে পড়ে আর কেউ মাটি খুঁড়ে
পুঁতে দেয় তার ভাইকে—তখনো গ্রামে কে পিদিম
জ্বেলে বসে আছ? তার থেকে জ্বালো মশাল। অদূরে
বন কেঁপে ওঠে . মাদল বাজছে দূরে, ডিমডিম
ক্রুদ্ধ মাদল ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রি দুপুরে…

দশ

কালো পিপীলিকা আর কীট ।
বোবা ও অন্ধ ইস্পাত ।
বাগান, শান্ত অর্কিড ।
হাঙরের সারি সারি দাঁত ।
বাঁকানো রেলিং ; ফুটপাথ
ঘিরে গোলাপের গুচ্ছ
কে ফেলে গিয়েছে ? কংক্রিট
চাতালের নিচে ঘুরছ

কে গো মৌমাছি ? কদাচিৎ
তোমার শান্ত, সাদা হাত
আমরা দেখেছি, সংবিৎ
হারিয়ে তখনই এ-প্রাসাদ
ভেঙে পড়ে গেছে । সে-আঘাত
কখনো বলিনি, উহ্য
রয়ে গেছে ; জ্বালা, উৎপাত
লুকিয়ে রয়েছে । খুঁজছ

যাকে তুমি তার বুক পিঠ
পাথর খেয়েছে । গাঢ় রাত
নামছে বাইরে । কুৎসিত
শুঁয়োপোকাগুলি কালো খাদ
থেকে উঠে আসে । আর সাত
বোকা ঋষি বসে গুহ্য
কারণ ভাবছে । উৎখাত
করে দাও এই উচ্চ
মূঢ় আকাশকে—ইস্পাত
তুমি কি ঝলসে উঠছ ?
কেউ নেই । শুধু ফুটপাথ
ঘিরে গোলাপের গুচ্ছ......

উদ্ভিদ

প্রত্যেকটি শৃঙ্খলিত ঘন্টার মধ্যে, প্রত্যেকটি শ্বাসরুদ্ধ নৌকোর তলায়
তুমি লুকিয়ে ফেলেছ তোমার হাত, সেই চলমান উদ্ভিদ
যা স্পর্শ করত বালি ও পল্লব, স্বর্ণনির্মিত পাত্রের আভা,
শামুক আর এমন-কি জলপ্রপাতের কিছু অংশও
টেনে আনতো আঙুলে—এখন, বলো
কে আমাদের এনে দেবে পাতাল থেকে চুম্বক ?
কে বালির গর্ত খুঁড়ে নিয়ে আসবে কচ্ছপের ডিম, আর
বিভিন্ন শ্যাওলা দিয়ে রান্না করবে সবুজ কাঁকড়ার মাংস ?
কে আমাদের শেখাবে কম্পমান চক্ষুপল্লব, শ্যামল পত্রাবলী
এবং আকাশছোঁয়া চুল্লী ? যে-চুল্লীর ভেতর
সেই গোল বলটি রয়েছে—দাগকাটা, দীপ্যমান ও ঘূরন্ত ।
ঐ বলের ঘূর্ণন দেখতে দেখতে আমরা শরীর থেকে খুলে নিয়ে
মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের চামড়া ; ধীরে ধীরে
তার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে বাস করতে শুরু করেছিল মেঠো ইঁদুর,
কেঁচো, বল্কলকীট ও নানা জাতের সাপ । এমন-কি
কখনো কখনো দু-একটা মানুষও । না, ঠিক মানুষ নয়
কয়েকটি মানুষের টুকরো । তারা আমাদের চামড়ার উপর আগুন জ্বেলে
শীত তাড়িয়েছে, ঝলসে নিয়ে খেয়েছে সাপের ল্যাজ, মরা কাকের নাড়িভুড়ি
আর নিজেদের হাতের আঙুলও ।
বাঃ, কী সুস্বাদু বলতে বলতেই তাদের হাতের আঙুলগুলি শেষ হয়ে যায়
এবং তারা ঝুঁকে পড়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পায়ের আঙুলগুলির প্রতি ।
এরপর তারা পছন্দ করে যথাক্রমে লিঙ্গ, পায়ের ডিম ও যকৃত ।
ফলত, এর কিছুদিন পরেই আমাদের চামড়ার মাঠের উপর দিয়ে
হা হা করে গড়িয়ে যেত জিহ্বাহীন হাঁ করা কিছু মাথা,
অবশেষে একদিন তারা সমুদ্রকে খাবে বলে গড়িয়ে গড়িয়ে
সমুদ্রের ভিতর চলে গেল......
বলা বাহুল্য, এর বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল
মেঠো ইঁদুর আর প্রজাপতিদের বংশ ।
আজ আমাদের চামড়ার উপর হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে
প্রকাণ্ড সব ক্ষতমুখ—
এখন কে সেই ক্ষতের ভেতর ভরে দেবে ত্রুটিহীন ভোর
এবং অবিস্মরণীয় তুলো !
সেই তুলোর নরম লম্বা রোঁয়াগুলি এখন কোথায় ? কোথায়, সেই

পর্বতমালার মাথা থেকে খামচে তুলে আনা তুষার ঢাকা শৃঙ্গ ?
পুরনো খাড়ির মধ্যে কেন আছড়ে পড়ছে লবণ গোলা জল ?
তোমার হাত এখন কোথায় রেখেছো ? ওই সদ্য চলতে শুরু করা
হিমবাহের নীচে ? উঃ কী সাদা ওর চিৎকার !
তোমার হাতের শ্যাওলাগুলি এত শুকনো কেন ?
কেন ভিজে যাচ্ছে না তোমার শরীরের বালি ?
আর কী রকম, কত রকম করে বলব ?
একবার, একবার আমাদের চামড়ার উপর কুয়ো কাটছিল
একদল লোক আর এক বছর খোঁড়বার পর ওরা জলের বদলে পেল
ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত ! কারণ, ততদিনে
ত্বকের নীচে নতুন করে পেশী আর ধমনী তৈরি হতে শুরু হয়েছে তো !
সেই ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত মুহূর্তে শুষে নিয়েছিল আকাশ
তারপর শূন্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে
অদ্ভুত ছোট ছোট পোকার শ্রেণী ; ঠিক আকাশের বাইরেটায়
তারা গোল করে ঘিরে অপেক্ষা করছে ;
যদি তোমার হাত মৃত ঘণ্টার নীচে লুকোয় কখনো
যদি সেই সচল উদ্ভিদ আশ্রয় নেয় শ্বাসরুদ্ধ নৌকোয়
তবে তারা লাফ দেবে......ওই যে
ঝরে পড়তে শুরু করেছে অসংখ্য খুদে খুদে কীট
বাতাস শুষে নিতে নিতে তারা নেমে আসছে......

এরপর ধীরে ধীরে

ঢেউ থেমে গেল ; ধীরে ধীরে সব পড়ল সমুদ্রে
এগিয়ে এল হিমবাহগুলি,
পাহাড়ের মাথা উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল লালচে কালো রক্ত,
তারপর একদিন লালচে কালো তরলের বিরাট স্তর
জেগে রইল দশদিকে, আর তার অনেক তলায়
পড়ে রইল
একটি মৃত ঘণ্টা
একটি নৌকোর পাটাতন
একটি ঠাণ্ডা, ঘুমন্ত উদ্ভিদ

মোমবাতি

শিকড়গুলিও শক্ত করে উঠছে, এমন রাত্রি
শৃঙ্খলের আঘাতে চিৎকার করছে জল, এমন উপকূল
নিহত কিন্তু মুঠো করে ধরে রয়েছে ভল্ল, এমন বাহু
ছোট অথচ শুষে নিচ্ছে সমস্ত বাতাস, এমন পাত্র
মাত্র এক ঝলকেই ফাটিয়ে দিচ্ছে গ্রেসিয়ার, এমন স্ফুলিঙ্গ
লম্বা আঙুলে আঁচড়ে দিচ্ছে আকাশ, এমন বিদ্যুৎ
নিশ্চল কিন্তু এইমাত্র জ্যান্ত হয়ে উঠল, এমন কফিন
তীক্ষ্ণ আর ফিসফিসে অথচ শেষ হয় নি, এমন চিৎকার
শান্ত ও ঘুমপাড়ানি ধীরে ধীরে ঝরছে, এমন পালক
শুধু একটি প্রবাহ সম্বল করে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন বাতাস
একটাও পাতা নড়ছে না গাছের, তার তলায়
পড়ে রয়েছে লম্বা শেকল, সাপের ছেঁড়া ফণা ও পদ্মের পাপড়ি

দিগন্তবিস্তৃত ইস্পাতের পাত ও তার উপর নিঃশ্বাস, জন্তুদেব

এরপর আমি বিষাক্ত মধু ও তেল ছাড়া কিছুই জানি না
কিছুই জানি না ভূগর্ভের কালো হৃৎপিণ্ড ছাড়া, যা একদিন
আমি উপড়ে এনে রেখেছিলাম আমাদের পিছনের ছোট্ট জলাটায়
তা থেকে জন্মেছিল প্রচুর কচুরিপানা, শ্যাওলা, ছোট গাছ
এবং জলের বিভিন্ন কীটেরা—সেই হৃৎপিণ্ড এখন বুড়বুড়ি কাটতে কাটতে
ভেসে ওঠে তার চারিদিকের ঘনবদ্ধ, জড়িয়ে ধরা প্রাণ ভেদ করে
আমার ঘরের সামনের ছোট একটুখানি জমির ওপরের হাওয়ায়
ভাসতে থাকে সারারাত, সারারাত্রি ধবকধবক ধবকধবক করে—
আমাকে বলে ওঠে 'যে-ঝকঝকে সাদা মোমবাতি তোমার ঘরে জ্বলছে
তা আসলে পুরোটাই মানুষের জমাট চর্বি দিয়ে বানানো।'
মোমবাতিটা হঠাৎ টেবিল থেকে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে
বড় হতে শুরু করে, দুটো হাত পেয়ে যায়, দু-দিক থেকে
বেরিয়ে আসে দুটো পাও এবং কাঁধের উপর লম্বাটে মাথাটা
জ্বলতে থাকে হলদে রং শিখার মতন
তার শরীরে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে সরু, মোটা, লম্বা কিছু দাগ
ওগুলো কি চাবুকের ? সেই দাগের ভিতর কোনোটাতে
আমার চোখে পড়ে অনেক প্রাচীন আর লুপ্ত কোনো নদী
কোনোটায় বা চওড়া রাস্তা, অভিজাত পুরুষ রমণীদের চলাফেরা

আকাশচুম্বী প্রাসাদের চূড়া, দুর্গম সরু কষ্টকর গিরিপথ
যে-পথ দিয়ে কয়ে শ ক্রীতদাস তাদের প্রভুর জন্য
সোনার ঘড়ায় করে ভরে আনছে মধু তাদের পাশাপাশি
ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বর্মপরা কুকুরমুখো সেনাপতি
এরপর ভেসে ওঠে একটি খাল তার ভিতর সাঁতার কাটছে
অদ্ভুত সব ডানাওয়ালা কুমির, তাদের ডিম শুকোচ্ছে রোদ্দুরে
বালির উপর দিয়ে ঝিকমিক করে এগিয়ে এসে
গর্তে লুকিয়ে পড়ল সাপ ; ওই বালির উপরেই
চিৎ হয়ে রয়েছে একটি কংকাল, তার হাতে পায়ে শেকলের বালা
হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সেই হাড়ের কাঠামো আর আমি লক্ষ করলাম
ক্রমশ ছোট এবং সরু হতে শুরু করেছে তার শরীরে, ক্রমশ
সাদা এবং ঝকঝকে মোমে ঢেকে যাচ্ছে ফ্যাকাশে খটখটে হাড়গুলি
তারপর দ্রুত তার শেকল আটকানো পা দুটো খসে পড়ল
হাত দুটোও, আর তার অবশিষ্ট শরীর দুলতে দুলতে নেমে দাঁড়াল
আমার টেবিলের বাতিদানের উপর, শুধু লম্বাটে মুখের মতো শিখাটি
জ্বলতে থাকল প্রায় কোনো কম্পন ছাড়াই……

জলার পিছনে ভাঙা বাড়ি

তাব পাশে বড় গাছের ডাল থেকে শুরু হয়েছে জ্যোৎস্নার সরু সুতোগুলি
ওই বাড়ির ছাদে ধোঁয়ার দেবতা ও কুয়াশার দেবী
যখন দেখা করতে নামেন লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক তখনই
জলাব কচুরিপানাগুলি নড়ে ওঠে, শুরু হয় বুদ্বুদ আর
অবিশ্রাম ধ্বক ধ্বক…আমার জানলার/সামনের হাওয়ায
ভাসছে ভূগর্ভের কালো হৃদয় আর আমাকে বলছে
'নক্ষত্রগুলো আসলে পাথরের । ইতিমধ্যেই রাশি রাশি পাথর
ঝরতে শুরু করেছে তাদের শরীর থেকে, শিগগিরই একদিন
শেষ রাত্তিরের দিকে আলফা সেঞ্চুরির একটি পাথর এসে পড়বে
তোমাদের ওই কলাগাছ তলায় । তবে, তুমি, তোমার
টেবিলের মোমটা উঁচিয়ে ধরে খবর নিতে পারো যে
ঠিক কতবড় শিলা এসে পড়বার সম্ভাবনা
কেননা একমাত্র ওই মোমবাতির আলোই পারে
এক বছরেরও আগে সেখানে পৌঁছতে
এমন কি ফিরে আসতেও—'
তক্ষুনি, প্রত্যুত্তরে, আমি হাতের ঝাপটায় নিবিয়ে দিলাম
সেই মুণ্ডের মতো শিখা অথবা শিখার মতো মুণ্ড
সেই মুহূর্তে এই জলাভূমি ঘিরে ভাঙা বাড়ি ঘিরে

ধোঁয়ার দেবতা ও কুয়াশার দেবীকে ডুবিয়ে দিয়ে
পরপর জেগে উঠতে শুরু করল
এমন রাত্রি যখন শিকড়েরাও শব্দ করে ওঠে
এমন ক্রুদ্ধ উপকূল যেখানে শৃঙ্খলের আঘাতে চিৎকার করছে জল
এমন বাহু যা নিহত কিন্তু মুঠো করে রয়েছে ভস্ম
এমন পাত্র যা ছোট কিন্তু শুষে নিচ্ছে সমস্ত বাতাস
এমন স্ফুলিঙ্গ যা একটি ঝলকেই ফাটিয়ে দিচ্ছে গ্রেসিয়ার
এমন বিদ্যুৎ যা লম্বা আঙুলে আঁচড়ে দিচ্ছে আকাশ
এমন কফিন যা নিশ্চল কিন্তু এইমাত্র জ্যান্ত হয়ে উঠল
এমন চিৎকার যা ক্ষীণ আর ফিসফিসে অথচ শেষ হয় না
এমন পালক যা শান্ত আর ঘুমপাড়ানি
এমন বাতাস যা একটিমাত্র প্রবাহ সম্বল করে উঠে দাঁড়িয়েছে
একটাও পাতা নড়ছে না গাছের, তার তলায়
পড়ে রয়েছে লম্বা শেকল, সাপের বিচ্ছিন্ন ফণা ও পদ্মের পাপড়ি ।

শুভ আগুন শুভ ছাই

এক

এখন গুহায় ফিরে গেছে সব প্রেতিনী
দুটি ক্ষীণ স্রোত মিশেছে গুহার মুখে
কালো ফাটলের থেকে ধাতুমিশ্রিত
ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে পড়ছে জল
প্রেতিনীরা সব ঘুমোতে গিয়েছে, ভোর
হয়ে এল প্রায়, রাত কত ? সাড়ে তিনটে ?

এখানে কী করে ঘড়ি পেলে তুমি ? চিনতে
পারলে কী করে পল অনুপল ? সেদিনই
অনেক বারণ করেছি 'এসো না'—'চোর,
ডাকাত একটা ! সেই তুমি ধুঁকে ধুঁকে

ঠিক এসে হাজির হয়েছ অনুজ্জ্বল
স্রোত ধরে ধরে ? যদি নীচে টেনে নিতো ?'

টান জাগে শুধু একদিন নিদ্রিত
মাটির তলার অতিকায় ফুলে, বৃন্তে।
প্রেতিনী, তারাও কেঁপে ওঠে, বলে, 'চল্
ঘুমোতে যাবি না পাথুরে মেঝেয় ?' মেদিনী
ফেটে উঠে আসে রক্তের ধারা, রুখে
ওঠে লাল স্রোত, ঘন লাল, ঘনঘোর···

লক্ষ বছরে একবার করে ওর
এ-রকম হয়। হয় বুঝি ? বিশ্রী তো !
আমার দেহেও কাঁপে লাল, উঃ, কে
এরকম করে মোচড়াস ? ক্ষণ দে
চারদিন কোনো পুরুষের দেহ······বেদেনী
তারপরই আমি। ফের পেতে আছি সেই ফাঁদ, সেই কুন্তল··

কিন্তু সে-ফাঁদ ভিতরে ভিতরে দুর্বল।
কত যে কষ্ট মেয়ে হয়ে জন্মানোর !
অনেক বারণ করেছি 'এসো না'—বেঁধে নিই
যদি এ-গুহায় তোমাকে এখন, সুন্দর বিস্মিত
ওগো ছেলে, বলো, কী হবে তোমার যদি সখীবৃন্দের
একজন করে রাখে প্রেতিনীরা নিরন্ধ্র সিন্দুকে !

ভয় নেই। ওরা সব ঘুমিয়েছে। তুমি আজ কোনো ভুকে
ওদের জাগাতে চেয়ো না তরুণ ফিরে যাও উজ্জ্বল,
নিজের শান্ত গৃহকোণে। আর সাবধানে যেও। চিনতে
পারবে তো পথ ? লক্ষ বছর এখনই শেষ হবে, ভোর
হয়ে এলো প্রায়, কালো ফাটলের থেকে ধাতুমিশ্রিত
জল ঝরে পড়ে, এখন গুহায় ফিরে যাই শেষ প্রেতিনী !

দুই

'গুহায় ফিরে আর আমি ঘুমোবো না
জেগে থাকবো স্পন্দনের আগে
অনড় এই শরীরে এই ত্বকে
জমে উঠবে চূর্ণ ধাতু, লোহা
ছাদের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে
শরীরে এসে লাগবে রোদ, আলট্রাভায়োলেটও।'

'কিন্তু বলো, দেহই নেই তোমার! তাহলে তো
ছোঁয়াই যেতো তোমাকে, আলপনা
আঁকাও যেতো! তোমাকে যদি মাটিও বলি, বলি 'ধরিত্রী হে
আমাকে নাও, পারবে তুমি মাঘের
চেয়েও হিম শরীর পেতে জায়গা দিতে শোয়ার?
জড়িয়ে যদি ধরতে চাই বাঁচাবে আর্তকে?'

'না। আমি আর চাই না কোনো আশ্লেষের ঝোঁকে
কেঁপে উঠতে, তাহলে ফের আকার চাই, সে তো
অসম্ভব। এখন সব আদর আর প্রহার
শূন্যে ফেটে গেছে, কেবল জলার পাশে ফণা
ওঠায় প্রিয় সাপেরা, জানে ওদের দেবী জাগে
এখনো এই গুহায়, দেহে কালরাত্রি নিয়ে।'

'আবার দেহ কী করে আসে? দেখিয়ে
প্রমাণ করো, না হলে এই নাটকে
তোমার কোনো অংশ নেই। কী রাগে
গাইতে জানে সখীরা সব? নিজে তো
সাপগুলোকে বশ করেছ বললে, তবে শোনাও
আরেকবার তোমার গান! শরীর যদি ধোঁয়া

না হয় তবে জাগাও তাকে, ছোঁয়ার
সুযোগ দাও, দেখো কী গান গিয়ে
আকাশজ্যোতি স্পর্শ করে...ও, না
তোমার বুঝি শরীর নেই! চোখে

তোমাকে আমি দেখি নি আর শুনেছি যারা যেত
ফেরে নি কেউ তাদের থেকে। গল্প ! বেশ লাগে !'

'মূঢ় তরুণ, জেগে রয়েছি স্পন্দনের আগে।
অনড় ত্বকে ঘামে উঠেছে চূর্ণ ধাতু, লোহা,
আগুন, মাটি, জল আর সোনা। এ তো
আলাদা করা যাবে না—এর কিছুটা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে দিলাম আকাশে আর এখুনি এক পলকে
তৈরি হল তিনটি বোন···দ্যাখো তো, ভালবাসো না

তিন

তিনজন বোন জেগে ওঠে একযোগে
তিনজন বোন স্নান করে একই ঝর্নায়
তিনজন বোন উড়ে যায়, ছটি ডানা
জ্বলে ওঠে আর নিবে যায় নিশীথের
সব তারাগুলি আর তিনজন আকাশে
অবসর মত ছুঁড়ে দেয় হাতচিঠিও।

ওরা তিন বোন তিন রাত জেগে তৃতীয়
রাত্রির শেষ মুহূর্তে ক্রূর চোখে
আকাশে তাকাল, তারার গাছের শাখা সে
আঘাতে কাঁপতে, একটি যুবক—জোর নেই,
শরীরে কি মনে, খসে পড়ে গেল শূন্যের গোল শিশিতে···
'ওমা, দেখ্ দেখ্ কী বোকা কী বোকা ! চোখ নেই বুঝি, কানা ?'

ওরা তিনজন ছুটে গেল, ছটি ডানা
ঝলসালো ফের আকাশে···'এই যে প্রীতি ও
শুভেচ্ছা নিন। কি উষ্ণতায় কি শীতে
আমরা তিনটি এখানেই থাকি, এই ঘোর দুর্যোগে
বেরিয়েছিলেন কী বলে ? আসুন, এই দিকে, ঘরকরনায়
আমাদের খুব মন নেই ; তবু, নিয়ে যাই গৃহসকাশে।'

'আমারও ওসব গৃহটৃহ নেই, তবুও গৃহের শখ আসে
কখনো কখনো'—ছেলেটি ভেবেছে, আর দূর থেকে কারা নাম
ধরে ডাক দিলো—'প্রিয়, প্রিয়তম, ওর না-য়
উঠো না গো তুমি, রাঙাও কুমারী সিঁথি মোর…'
তিনদিক থেকে ওঠে এই ডাক দ্রুতচারী উদ্যোগে
'এদিকে তোমরা কোথায় হারালে মালবিকা, পৃথা, ঈশিতা !'

শূন্যতা। প্রায় শেষ হয়ে আসা নিশীথে
শূন্যতা শুধু জেগে আছে আর ছেলেটি, এমন বোকা সে,
বোকা তা হলেও সুন্দর, যেন গৌতম বুদ্ধকে
দেখছি, এখন চারদিকে কোনো সাড় নেই, কোন সাড়া না—
এরই মাঝখানে পাহাড়ীয়া লোকগীতি ও
মাথা রেখে বেশ ঘুমিয়ে রয়েছে পাহাড়ের নীচে পর্ণে !

ওরা তিনজন, ওদের এখনো ঘর নেই
ওরা তিন বোন কখনো কখনো ঝিঁঝিতে
রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর মাঝে মাঝে হাতচিঠিও
ছুঁড়ে দেয়, যদি আবার একটি লোক আসে—
একদিন ওরা ছেলেটিকে পায়, বলে, 'এই দেহ কার আনা ?
আমরা কি ? হায় আমরা মেরেছি সুন্দর মুগ্ধকে !'

চার

এখন ওর দেহ ছুঁয়ো না তোমরা
এখন ওর দেহ বাতাসে রেখে দাও
তরুণ ও শরীরে বসুক প্রজাপতি
এবং মৃত জেনে তখনই উড়ে যাক
তোমরা শেষ করো এবার অনুতাপ
এবং ওর দেহ জ্বলুক নিদাঘে।

কিন্তু এখন আর শরীরে কী থাকে ?
জ্বলবে কী করে ও ? ওকে তো যমরাজ
কখন নিয়ে গেছে ! আসলে সব পাপ

আমার, আমাদেরই ! তোমাকে দেখে তাও
বুঝি নি ও তরুণ আমরা কত ক্ষতি
করেছি, এই দেহ পোকায় কুরে খাক

চাই নি, চাই নি তা ! নিষেধ দূরে যাক
তোমাকে ছুঁয়ে দেখি—এখন বৃথা কে
বারণে কান রাখে—একটু সোমরস
ওষ্ঠে ঢেলে দিই—এ-বুক এই কটি
কোমল বাহুদের স্পর্শ তুমি নাও
শিথিল হিম দেহে জাগাও দেহতাপ ।'

অবচীন পরী, আসলে উত্তাপ
গুহার নীচে আছে । সকালে দুটি কাক
ওষ্ঠে তুলে নিয়ে গেছে যে কী প্রদাহ
এবং প্রাণটিকে,—তোমাকে, পৃথাকে
বোঝানো যাবে না তা । এখন সেই জ্যোতি
নেবেনি পুরোপুরি, এখনি দোমড়াস

তোরা এ-দেহটিকে ? রাতের মোমরা
কখন শেষ আর বিশাল, চুপচাপ
পাহাড় জেগে আছে অমানী, অক্রোধী ।
কিন্তু দেখ আমি তোমাদের দিকে তাক
করেছি মন্ত্রকে......'করেছ ? দ্বিধাকে
সরিয়ে দিয়েছি তো, যা দেবে দাও !

বাহুতে শুধু ওর দেহটি । তাও
রাখতে দেবে না কি ? ধুলো ও নোংরা
ও-দেহে লেগে আছে, মুছিয়ে দি তাকে ।
এবং তারপরে গুহার নীচে ঝাঁপ
দেবই ওকে নিয়ে, না হয় পুড়ে যাক
শরীর ; তবু যাব আমরা তিন সতী......'

পাঁচ

স্তম্ভ, জলধারা, দরজা
বিশাল পাথরের তৈরি
কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?
একটি ক্ষীণ স্রোত নামছে
দেওয়াল বেয়ে বেয়ে, স্তম্ভ
দাঁড়িয়ে মিশকালো, সুঠাম ।

আমি কি এইখানে শুতাম ?
এমন অদ্ভুত শয্যায় ?
কখনো এত ওম কম্বল
পেয়েছি ? যেন কবে নৈঋর্ত
আকাশে থাকতাম, আবছা…
কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?

দু-পাশে উজ্জ্বল তামাকের
খামার চলে গেছে, সুঠাম
দ্রাক্ষাকুঞ্জটি কাঁপছে
বাতাসে, কিছু দূরে ঘর যার
ফিরছে সে-মেয়েটি……ওই রে
এখনই একদল শম্বর

পালাল তাড়া খেয়ে, 'জব্বর
শিকার ছিল দোস্ত'……পা রাখে
কারা ও ঘাটে এসে ?' সই রে
শরীরে বড় জ্বালা, কুঠার
তুলেছে কাঠুরিয়া, লজ্জা
রাখতে পারব না আর যে !'

এবং সবশেষে আসছে
তিনটি মেয়ে, ভালো, সভ্য ।
কিন্তু কী রকম সোচ্চার
শরীর আর চোখ ! তারা কে ?

তাদের একজন, ভ্রূ তার
গহন রঙে আঁকা, সরিয়ে

দিতেই ওড়নাটি, শরীরে
কী যেন হয়ে গেল···আজ যে
কিছুই মনে নেই ! দুই ধার
আড়াল করে শুধু স্তম্ভ
উঠেছে, ঘিরে আছে আমাকে
গুল্ম, জলধারা, দরজা······

ছয়

ভীষণ ধীরে ধীরে
বিরাট দরজাটি
খুলে যাচ্ছে এবার······
ভিতরে এসো যুবক
তাকিয়ে দ্যাখো পাশে
ছিন্ন ডানা, ছাই ।

তোমার পরীরাই
ওখানে আছে, ফিরে
যায় নি । বাহুপাশে
ওদের কুল জাতি
আগুন নিল । রূপও
নিল সে । তবে কার

শরীরে উদ্ধার
চাইছ তুমি ? প্রায়
শেষ হচ্ছে দু-প্রহর
এখন রাত্রির-এ
ঘোর সময়ে রা-টি
করে না কেউ ত্রাসে ।

এবার থামো শ্বাসের
শব্দেরাও । আয়
যুবক এই কাঠি
তোর ঐ দেহে ছোঁয়াই…
'এ কে আমায় ঘিরে
আগুন না জল ? রুপো ?

লোহা না মদ ? উভ-
-চর প্রাণীও না সে !'…
আশিস করি ফিরে
যাসনে তুই আর
আয় ও-দেহে জাগাই
ধাতু, আগুন, মাটি ।

'গ্রহণ করো আমাকে শুভ মাটি
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো শুভ
ধাতুরা, শুভ আগুন, শুভ ছাই
আমাকে নাও ক্ষুধায় নাও গ্রাসে
আমাকে করো পানীয় করো ক্ষার
আমাকে নাও অন্নে ধীরে ধীরে…

১৮–২২ অক্টোবর ১৯৭৭

ভ্রূণ

কালো ওষ্ঠ রাখো এই…সাদা ওষ্ঠ রাখো এই…নীল ওষ্ঠ রাখো এসে এই
শুশ্রূষায়, কাঁচপাত্রে । ওই মৃদু রক্তিম ভঙ্গীর
উপরে দাঁড়িয়ে আছে উন্মাদের ঝলসে ওঠা নিঃশব্দ গঠন ।
বাঁশের বাগানে গিয়ে টুকরো টুকরো ভেঙে পড়ল ওরা ঘন সম্পূর্ণ জালের
কিছুটা বাইরে, ঠিক একঝলক গাঢ় জবাকুসুমে ওদের
সমস্ত রক্তের ছিটে মিশে গেল,।…ছাই রঙ পাথরের বড় গোল বাটি
তাতে টলে সুরা, আরো, নাতি-শীত-উষ্ণ-জলবায়ুর মিশ্রণ ।

আলেয়া হ্রদ

ফোয়ারা

ছবিমামা, পথে চলো, মেতে গেছে সবুজ ফোয়ারা !
কালো যে-ঋতুরা আর সাদা যারা সকলেই পাতালের থেকে
শুঁড় তুলে দেয় জলতলে । এতে যে আকাশে আজ
ঘনতর নরকের রং লেগে যায় সে কথা কি
বাগানের নরম খোয়ারা
ভুলে যাবে ? কিছু মনে রাখবে না অত সব পাথরপরীর
খোলা শরীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ?
যদি জলতল থেকে উঠে কোনো কুমারী জবায়ু
মর্মর দেহের মধ্যে গিয়ে ফের এদের কাউকে ঋতুমতী
করে তোলে, তাহলে আবার তার প্রতি
আমি যাব, আমার সমস্ত বীজ ভরে দেব রাত্রিভোর
ছবিমামা, আমার শরীর
কখনো সারবে কি আর ? যদি পথে পথে এত মেতে গেছে
সবুজ ফোয়ারা, ছবিমামা
তাহলে বর্বরা আর আমাকে ধরবে কবে ঘননরকের জাল পেতে

রোমাঞ্চকাহিনী

আমি বললাম ওকে বেরোব না, আজ বিকেলে বাড়িতে থাকবই।
যদি সময় পাও তো চলে এসো ; এই ঘড়িকে ধরেছি মুঠোতে :
সব কাঁটা ও সংখ্যা তুলে নিই। যেন আঁচল দিও না লুটোতে।
লাল টকটকে মুখ ডায়ালের, তাকে মাথায় ধরেছে যে-টিলা
তার একধারে শুধু শালবন আর অন্য দিকটা ফাঁকাই—
আমি সত্যি কখনো তাকাই নি ; ঘড়ি, তুমি আছ, আজ তাকাই :

বাঁকা দিগন্ত ফেটে বেরোচ্ছে, ও কী একঝাঁক কালো-সাদা ঘোড়া !
ঝুঁকে প্রায় নুয়ে আছে সহিসেরা, আর পিঠে ওগুলো তো বর্শাই—
মাঝে একজন হাত তুলেছে—তার পা দুটো বাঁকানো—এটিলা ?
সব চালাঘরগুলো জ্বলে যায় পিঠে সাঁৎ করে এসে লাগে ছোরা
পাশে বধূটি এখনো ছুটন্ত ভাঙা কপালের থেকে খুন ঝরে
গিয়ে আছড়ে পড়েছে আশ্রমে, ওকে তুলে নেয় লোভী সন্তরা

আমি বললাম আজ পড়াব না। নয় ঘরে আজ পড়ে থাক বই।
সেই জ্যান্ত হল তো ওরা সব ? আমি কী করে এখন ঘর ছাই ?
জানো পড়াতে পারি না ইতিহাস, তবু এই প্রচণ্ড গরমে
তুমি খুলে দিলে চোরাকুঠুরি, যাতে পিষে যাই ভারী শরমে।
সেই গানটা কি পুরো মনে আছে ? সেই 'মৌমাছি ওই গুঞ্জরে,
ওই গুঞ্জরে'—সেই জায়গাটা ? তবে ওদিকে যেও না তাকাতে—
রাতে আরো রোমাঞ্চকাহিনী নয় বলা যাবে রানা ডাকাতের।

খুলি

ফলের ওপরে পীত
রঙ, আমি তার গায়ে সিরিঞ্জ বেঁধাতে
ফুটে ওঠে রক্ত এককণা।
দেখে, ইহশরীরে কিঞ্চিৎ

মমতা আরম্ভ হয়। ফল কহে 'তুমি আজ দেখেও দেখো না—
তার ত্বক সরিয়ে দিয়ে দেখি দশ হাজার সাতশ কোটি
জীবকোষ ফলের মেধাতে⋯

ফল নয়। মাঠের মধ্যে পড়ে আছে খুলি—
আজ তার বর্ণ শ্বেত।
চারপাশে নরম কাদা ঘাস। এ-চোখের
ফুটোর ভিতর কোনো ইঁদুর আশ্রয় ভেবে ঢোকে
বেরোয় ও-চোখ দিয়ে। কিছুটা দূরেই গমক্ষেত।
খেলছে শেয়ালের দুটো ছানা।
আমারই একখানা হাড় মুখে করে পালাল ছোটটি।
কিন্তু আরো তো ছিল! কটা যেন? পুরো দুশ ছয়।
খুলি কহে বাপু, তুমি নয়
আলাভোলা, দেখলে না গাঁয়ের সে হাল!
কিছু তো হায়নারা খাবে, আর কিছু খাবে তো শেয়াল—
পিঁপড়েরা মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাতল বিছানা
তখনো বোবাটি রইলে। আজ বাপু কেন মিছা আকুলি বিকুলি!'

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ বুজে ফের চোখ খুলি:
শূন্যে চাঁদ—আজ তার বর্ণ বড় শ্বেত।
দূরে মরে-যাওয়া বাড়ি, গায়ে ঝোপ, নুয়ে পড়া বেত।
ছিন্ন কামিজখানা দেখা যায়, বাঁশের হাতলওয়ালা ছাতা
কালো কাপড়ের মধ্যে ঘর করে আরশোলা, তার ওপর উড়ে আসে পাতা
আরো দেখে ফেলি আমি—উল্টে আছে এক পাটি ক্যাম্বিসের জুতো।
মা দিয়েছিলেন যেটা—সেই মন্ত্র জাগানো মাদুলি—
সেটা কোনখানে আছে? আর চোখে পড়ে না কিছু তো।
বনের ওপর দিয়ে শুকনো হাওয়ার ঝাপটা মুঠো করে ধরে
শূন্যপথে ফিরে চলি। ওদিকের মাঠে একা পড়ে
চাঁদের আলোয় জ্বলে আমারই মাথার সাদা খুলি⋯

জন্তু

কাগজে বসাই তবে, অনুবাবু । আরো একবার ঐ আধমরা গাছের তলা থেকে
তোমাকে বসাই এসো সাদা কাগজের মধ্যে । সবটা না হোক, অন্তত হাঁটার
ভঙ্গি, কিংবা ওই হাত নেড়ে বারণ করাটা
বসাতে সম্মতি দাও । চুপচাপ দুপুর চলছে । মাসীমা কি শুয়েছেন ?
চমকে দেব, উঠে যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ খুপরিতে
পায়রা ঝটপট করল, খুব নিচু ভল্যুমে রেডিও, মাখা ময়দা স্তূপ করে
রেখেছো একপাশে, অনুবাবু, সারামুখে ঘাম !
তাহলে ঘামের ফোঁটা বসিয়ে দি এইখানে ? বসিয়ে দি মিণ্টু আর
ঝুমুকে স্টেশন থেকে টা টা ?
বাস থেকে নামার পর হোঁচট বা চটিছেঁড়া ? বসাই চায়ের ভাঁড় ?
নোনতা বিস্কুটগুলো বাজে ?
না দিগন্ত বসাব না, মেঘ নয়, ধানক্ষেত পড়ে থাক বাঁয়ে
বরং দাঁত উঁচু লোকটা—যে প্রায় আকাশে চড়ে আমাদের তিনটে নারকেল
পেড়ে দিল ঝুপঝাপ, তাকে লিখি, যে বউটি মুড়ি দিল কাঁসার বাটিতে
নি আসি তাকেও—কিন্তু 'অতগুলো খেতেই পারবো না'
এই 'খেতেই' বলবার টান আনতে পারছি না কিছুতেই । মাথা
হেলিয়ে দাঁড়ানো টিউকলে
ঝুঁকে জল খাওয়া আর চটিতে সেফটিপিন, পিন ফুটে আঙুলে রক্ত,
সাবধানে শুষে-নেওয়া চুণি··
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাত্রে যেতে যেতে একদিন
জন্তুর শরীরে গুলি ঢুকে গেছে ; সবসময় ঝরে পুঁজ : অথচ সে উঠে যাচ্ছে
সিঁড়ি দিয়ে, চমকে দেবে, বাড়িতে কেউ নেই,
ছাদ থেকে আলো এসে সমুখে পড়েছে অল্প । দরজা কি এখনো খোলা ?
অনুবাবু, অনু, বুকের ঢেউদুটি এত ছোটো !
শ্বাস দিয়ে বাজিয়েছি ঐ শাঁখ, আর চুল মুঠো করে রেখেছিল ততক্ষণ
রোগা রোগা ফরসা আঙুলেরা
তাতে অল্প নখ—না, না, এসব না । আজ এই আধমরা গাছের তলা থেকে
বসাই পরীক্ষা সামনে, চোখে কালি, হনু জেগে উঠেছে দু-গালে

বসাই পেন্সিল দিয়ে কপালের খুরো চুল সরানো—বসাই
কাগজে সবশেষে এক স্নানহারা জন্তুর ক্ষত, রক্তে লাল-হওয়া জল
আর ভোরবেলা
সকলে জাগার আগে লোকালয় ছেড়ে
নিঃশব্দ পালানো তার লিপিবদ্ধ করে রাখি,
অনুবাবু, যদি পারো পড়ো খুঁজে নিয়ে···

সারিগান

ভেসে আসত সারিগান, শুনতাম না। আজকে তারা দোলনার পিছনে
লুকোতে গিয়েও শেষে দেখাল কী চমৎকার পলক ফেলার ভুল :
পিঠের ধনুকে
গোসাপ ঝুলিয়ে আমি পা দিলাম বেড়াঘেরা উঠোনে—'কই রে
একবার ইদিকে আয়'— কে আসবে ? ভেসে আসত সারিগান শুনতাম না
দোলনার পিছনে আজকে তারা
লুকোতে পারেনি তাই চোখে বালু, কাঁকরেও ছেয়ে গেছে পথ।
কাঁকরই সাক্ষাৎকার এনে দিল সামনে ফের, বেঁকে গেছে পিচরাস্তা
বাস যাবে
দু-মাইল দূরেই নোকারি
তারপর ঘুঘুডাঙ্গা, তিনদিন আগের দাঙ্গা থেমে যাওয়া মাঠ এখন
কথাটি বলছে না, বাস যাবে
কাঁকরই টকটকে লাল দংশন মনে করাল গলার উপরে, কাঁকরই তো
ফিরে দিল
বোসের ভাগ্নীর হাতে সারাদিন ধরে ব্যথা কোথাও ডাক্তার নেই
বাস যাবে দু-মাইল দূরের নোকারি
ফিরে আসছে, একপলক চমৎকার চোখের ভুল হাতে নিয়ে ফিরে আসছে
ফের সারিগান
ডাক্তারখানার গেটে কাঁকর বিছানো আর তারও কতদিন পর
একসঙ্গে নৌকোয় উঠলাম
মাত্র তিন পয়সা করে ভাড়া নিয়েছিল কিন্তু কয়েকটা চালাঘর পেরোতেই
আবার আবার সেই কাঁকর ছড়ানো পথ, রক্তাভ কাঁকর !

যা পুনস্চ এনে দিল খড়ের ছাউনির মধ্যে চায়ের দোকান, আনল
বড় গাছটার নীচে দল বেঁধে জিরোনো ;
রাস্তার দু-পাশে শিলা জড়ো করা। ওগুলো কি চাঁদ থেকে আনা ?
চাঁদ এইরকমই উঠত পড়তে যাবার আগে মুখার্জিবাড়ির পাশ দিয়ে
ফাটা ছাদ, শ্যাওলাধরা—তারই কাছ থেকে
ভেসে আসত সারিগান, শুনতাম না, আজকে তারা দোলনার পিছনে
লুকোতে গিয়েও দেখি লুকোল না, পরিবর্তে ঝোপ থেকে পালানো শুয়র
বেঁধাল আমাকে দিয়ে, আগুন জ্বাললাম রাত্রে, ডানদিকে হাঁড়িয়ার ভাঁড়
গোল হয়ে বসে সব, শিকে গাঁথা শুয়রটা লাল—তারও কত আগে
উঠোনে ফিরলাম আমি পিঠের ধনুকে ঝুলছে সোনার গোসাপ
'কই রে ফুল্লরা !—' ফুল্লরা কে ? চিনি না তো !
কিন্তু ওই চালা থেকে সাঁওতালী পোশাকে
যে মেয়েটা বেরিয়ে এল সে তো
মুখার্জিবাড়িতে থাকত, পড়ে ফিরতাম আমরা, ফাটা দেয়ালের পাশে চাঁদ
আজ আবার
তারই আড়াল থেকে ফিরে আসছ সারিগান,
শুনতে, পাচ্ছি, দোলনার পিছনে...

শিকার

ভোরেও ফিরিনি, ওই টালির ছাদের নিচে দূর থেকে ধোঁয়া দেখা দিলে
ভেবেছি রাত্তিরে থেকে যাব
মেঝে নেই, এ বাড়িতে শেষরাত্রে মেঝে নেই। অন্ধকার, তবে কি শুলাম এসে
জঙ্গলের ধারে ?
জঙ্গলই তো ! ছোটো বড় বুনো ঝোপ সরিয়ে বাড়াল মুখ কুকুর—শ্বদাঁত।
ও বুঝি কম্বলসুদ্ধ তুলে নেবে আমাকে মুখেই আর একছুটে পৌঁছবে
জঙ্গলে
আমিও তো একদিন বনে বনে পালিয়ে চলেছি রাত্রিবেলা
জামা ছিঁড়ে আঘাতে বাঁধন
পিছন ছাড়েনি শুধু ফোঁটা ফোঁটা গরম কুমকুম
শুকনো পাতায়, ঘাসে, কাদার উপরে, ঠিক টপ্ টপ্ পা ফেলে চলেছে

এপাশ ওপাশ থেকে দুটো একটা শেয়াল বেরিয়ে
চেটে নিচ্ছে স্বাদু ফোঁটা, তাড়া দিলে ঢুকে যাচ্ছে ঝোপের ভিতর
ভোরেও ফিরিনি, এই জঙ্গলে তো সন্ধ্যে হয় শীগগীর। ওদিকে চাইলে
জ্বলজ্বলে জোড়াচোখ সরে যায় পাতার আড়ালে
পিছনে খসখস শব্দ, পাখিরা চিৎকার করছে 'পালাও'—কোথায়
কোথায় বা পালাবো আর ? ছাদে নেই, কুমকুম তরল হয়ে
কবে ঢুকে পড়েছে শরীরে—
সামান্য কাঁটায় লাগলে বেরিয়ে আসবে—দৌড়োও জঙ্গল ছেড়ে
সপাটে আছড়ে পড়া ছেড়ে
দৌড়োও বাকিটা জামা ছিঁড়ে আরো শক্ত করে আঘাতের পটি
দৌড়োও যতটা গেলে ফল্গুদের হাতে বোনা তাঁত
সড়কের পাশ থেকে নেমে গেছে ফিতে রাস্তা, পাকাবাড়ি ও গ্রামে একটাই
সেটা ফল্গুদের নয়। পাটকাটির বেড়ার ওপাশে ধোঁয়াওঠা
উনুন নামাতে এল ভারী মুখ। এক ডাঁই বাসন নিয়ে
উঠছে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে
পুকুরের পাশের কাদায়
আমার পায়ের ছাপ দেখোনি তো ? ভয় পাবে। তোমার খাবার দাগ
শুকনো পাতায় ঢাকা আছে। যে এনেছে রেকাবিতে বাতাসা ও জল
ভেবো না একবারও তাকে। কোথাও টালির ছাদে দূরবর্তী ধোঁয়া দেখা দিলে
ভেবো না রাত্তিরে থেকে যাবে
মেয়ে নেই, এ-বাড়িতে একটিও মেয়ে নেই, সুতরাং ভেবো না যে শুয়ে আছ
মাত্রই বারান্দার ধারে !
তল্লাকার কাঁটাঝোপ সরিয়ে বাড়াবে মুখ বিরাট কুকুর শেষরাতে
তবে আর ফিরতে পারোনি ভোরে, শরীরে দাঁতের দাগ, ছেঁড়া জামা, পটি—
পিছনে পা ফেলে আসছে ফোঁটা ফোঁটা গরম কুমকুম…

রেন্‌ট্রি

ভাইবন্ধুদের নিয়ে দাঁড়িয়েছ বৃষ্টিগাছ রাস্তার দুধারে। একটু পরে
পাতাকুড়ুনির মেয়ে এসে
সাইকেল হেলিয়ে রাখবে তোমার গুঁড়িতে। ব্যাগে ভর্তি করে নেবে পাতা
মন্তেসরি স্কুলের বাচ্চারা
তাদের আন্টির কাছে দলবেঁধে সেগুলো চাইবে। একদিন গিয়ে আমি
দারুণ লজ্জায় পড়ে গেছি, বৃষ্টিগাছ, টিফিনপ্রহরে—
পড়ে গেছি দারুণ খুশিতে আমি রাস্তা থেকে একদম খানায়
ভাইবন্ধুদেব নিয়ে তোমরা তো দেখেছিলে, লরীওয়ালা দুজনও হেসেছে
আমি তো জলের মধ্যে খুশিতে টিনের কৌটো, বৃষ্টিগাছ
বাচ্চারা পাথর ছুঁড়লে টং।
ভেসে ভেসে ঘুরে যাই সাঁকোর তলায়।
অথচ উপর থেকে পা ঝুলিয়ে ওদের আন্টিকে
মাসী বললে রেগে যেত। কাকীমা বললেও তাই। একদিন চরম রেগে উঠে
কী রাগ কোথায় তার বুঝিয়েছে সবটুকু, আমার পিঠের মাংসে ঢুকে গেছে
নখ
অন্ধকার বৃষ্টিগাছ, তোমার তলায়…
উঠে দাঁড়াবার পব পোশাকে অজস্র কুটো, ফুলে ওঠা ঠোঁট। তখনো সে
মাটি থেকে চুলে আটকে যাওয়া শুকনো পাতা
খুলে নিয়ে
রেখেছে নিজের ব্যাগে—কিসের স্মারক?
সেদিন যা দেখেছিলে, দয়া করো বৃষ্টিগাছ,
অন্যকে বোলো না
ভাইবন্ধুদের নিয়ে এখনো রাস্তার ধারে দাঁড়াও পরপর
মন্তেসরি স্কুলে যাক নতুন বাচ্চারা
আজ এতদিন পর আমাব পিঠের ক্ষত বিষিয়ে উঠেছে
জ্বালা আর টসটসে পুঁজ
জলের মধ্যেই থাকি বেশিক্ষণ, যদি কখনো বা মাথা তুলি
নোংরা ইতর জল দেখা দেয়; স্রোতের উপরে তেল; দেখতে পাই
সামনের চড়ায়
আটকে আছে মোটাসোটা শৃগালীর শব
পিঠের উপরে বসে ফেটে বেরিয়ে আসা অন্ত্র ঠোকরাচ্ছে কাক…

বন কি ওদিকে ? তুমি স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ,
সব কাঁচগুলো নামানো···
সারারাত এই ভারী ট্রাক
চলেছে, এখন ভোর ; বন কি ওদিকে ? কালরাতে পশুরা কি বেরিয়েছিল
খাবারের খোঁজে ?
কাল সারারাত এই ভারী ট্রাক ছুটেছে, খড়খড়ি কাঁপলো তার শব্দে, অন্ধকার
মশারির চালে
লাফিয়ে পড়ল কি কিছু ? রণক্লান্ত বরবউ ধীরে ধীরে উঠে বসল
পাশবালিশের দুইধারে
'টর্চটা জ্বালাও নাগো' নিঃশব্দ সুইচ আব ঝকঝকে হেডলাইট
একটা বাঁক এইমাত্র পেরোল
সারারাত ভারী ট্রাক ছুটেছে 'ঐ তো কুঁজো, গেলাসটা দেবে ?'
টায়ার সমস্ত রাত, পীচ, পীচ, কালো আর 'পালিয়েছে, বোধ হয় ইঁদুর !'
বন কি ওদিকে হবে ? ওদিকে তো হানাবাড়ি কিনেছেন বনানীমাসীমা ।
স্বামী তিন বছর নেই, এখনো চুলের ঢাল ছাপিয়ে নেমেছে পিঠ
এখনো কি জানোয়ার বেরিয়ে আসে পিছনের বনে ?
চারদিকে দুপুর খাঁ খাঁ ; স্বামী তিন বছর নেই, একরাশ রেকর্ড, আরো
একরাশ বই
চারদিকে দুপুর ; তুমি গান শুনতে চলে গেছ উপরে, উপরে—
দিলীপ রায় ভালবাসি, শচীনদেব ভালবাসি, এইখানটা, এখানটাও
ভালবাসি, একটু আর একটুখানি, আপনার ভালো লাগছে বনানীমাসীমা ?
আজ কতদিন পর ছুটে আসছে ভারী ট্রাক, কতদিন পর
টায়ারের নিচে পীচ সারারাত টায়ারের নিচে,
সামনে কেউ পড়ে যদি পিষে গিয়ে রক্তমাংসতাল
যেমন তিন বছর আগে গড়িয়ে গিয়েছে রক্ত রাস্তার পাশের গর্তে—
সাবধান দম্পতি !
খড়খড়ি ডাকল কেন ? কী লাফাল মশারিতে ? সাবধান, ধীরে ধীরে
উঠে বসো দুইধারে পাশবালিশের
'টর্চটা কোথায়' আর হেডলাইট এক্ষুনি তো ঘুরে গেল নতুন একটা বাঁক
ওদিকে বনের মধ্যে ডালপালা দিয়ে ঢাকা মড়িটার কাছে
এক মনে এগিয়ে চলেছে জানোয়ার
ডালপালা সরানো ! একি ! মড়ি নেই—আধখাওয়া দেহ উঠে

চলে গেছে তবে কি নিজেই ?

কোন্‌দিকে ? সব ঝোপ তছনছ, গায়ে কাঁটা বিঁধে রক্ত, মাটি কাঁপছে

সারারাত্রি আছড়ানো গর্জন

সারারাত্রি টায়ারের নিচে পীচ, কেউ পড়লে পিষে যাবে রক্তমাংসতাল…

অবশেষে ভোরের দিকটায়

ডোবার কাছের ঝোপে শুতে গেছে খ্যাপা জানোয়ার

সারা গায়ে কাটাছেঁড়া নিয়ে

বন কি ওদিকে ?

স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি, সব কাঁচ নামানো…

বাদুড়

পেয়েছি ডুমুরপুষ্প, ভূতের জিহ্বায় আমি পেয়েছি রামের নাম, রে বিরহ,

তেরোমাস বেরোসনি বাইরে

চকচকে বুটজুতো হাতে পেয়েছি পাপের স্বপ্ন, পৃষ্ঠদেশে চাবুক সপাং

রে বিরহ, তেরোমাস পরে আজ বেরিয়ে এলি দরজা খুলে,

গুহা খুলে,

মাঠাকরুন কুটুমবাড়িতে

দু-হাত ছড়ানো ভূত ছাদ থেকে ভেসে আছে হাতের বদলে পেয়ে ডানা

বিরহ রে, চকচকে বুটজুতোপরা রুপোলী চপ্পলপরা, তোর পায়ে চুমু আর

তোর পায়ে কুড়ুল !

সাতমাস নেভিতে ছিল, ঝিমমারা চাঁদের নিচে দু-হাত ছড়িয়ে

একমাত্র-বাদুড় সে-ই—হানা দিচ্ছে কাছাকাছি দেবদারু গাছে

সাতমাস নেভিতে ছিল, দাঁড়ের শব্দ কি জলে ? তখন স্টিমার হয়নি,

ছপছপ ডাকাতের ছিপ

জল কেটে এগিয়ে আসছে, এসে লাগবে সন্ন্যাসীবাগানে

'মাগো আশীর্বাদ কর্‌, সিদ্ধেশ্বরী মা আমার, আঙুলের তাজা রক্ত নে মা—

কখনো হারেনি রানা, ওদের লেঠেলরা যদি বাধা দেয় রক্তগঙ্গা,

মাছিটাও অক্ষত থাকবে না—'

ছোট্‌ রে বিরহ, পালা, আজ তেরোমাস পর বিভিন্ন ভাগাড়ে মুখ

দিয়ে দিয়ে শেষে

এ-কোন্ ঝোপের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিস ? ছোট, যদিও পকেটে তোর

ক্ষিপ্র ল্যুগার

এইখানে ফায়দা নেই, ওরা দেখলে নিমেষেই টুকরোটুকরো কুচিকুচি যাঃ—
তার চেয়ে পাইপের মধ্যে, মনে কর্, কীরকম কাটিয়েছিস চারদিন

মেয়েটার রোগা রোগা পায়ের ভেতরে

ঘায়ের গোল গোল দাগ সেই বচপনের ;

শেষে চোখ উল্টে গেল যখন—গা গুলিয়ে ওঠে, ভ্যাপসা গন্ধ,

ঠোঁট ফাঁক, চোখ আধখোলা,

তারপর ছেড়ে এলি ওকে পাইপের মধ্যে, পচে উঠবে পরশুর আগেই—
পেয়েছি ডুমুরপুষ্প তোর কাছে বিরহনাথ, ভূতের জিহ্বাগ্র থেকে

পেয়েছি রামনাম

তেরোমাস বাইরে বেরোস নি—আজ বেরিয়ে এলি দরজা খুলে,

গুহা খুলে,

হাতের বদলে নিলি ডানা

আকাশে চাঁদের নিচে একমাত্র বাদুড়ে তুই, ঝাঁপ দিলি

ঠিক যে ঘরের ছাদ থেকে

তারই কড়িকাঠ থেকে ফাঁস লাগাল ঠাকরুনের স্বামী নেয় না অসতী কন্যাটি
গায়ে বস্ত্র নেই, তুই মনে কর, খানিকটা বাদেই সব লোকজন ঘুমোলে

অদূরের দেবদারু গাছের তলায়

সে আসবে আশনাই করতে, তোর সাথে। তেমনই বেরোনো জিভ

বাঁকা ঘাড় একপাশে, ঠোঁটের কোণায় রক্ত কালো,

ঠিক তেমনি ভেসে আছে হাওয়ার ভেতর আর পায়ের আঙুল সব নিচু,

মাটিতে পৌঁছতে চেয়ে শেষমুহূর্তে খুলে গিয়েছিল হাড়…

কবর

রেখেছি নরম করে পাথরের খরস্রোতা ফুল।
এর কোনো অর্থ নেই। রেখেছি গোপন করে এই
রাজগৃহস্থের মস্ত আমবাগান ; সেই বনে গিয়ে পেতে দেই
তোমার কবর আমি একা একা। ভোররাত্রে উঠে ভিজে চুল

ছাদে যে ছড়াও, আমি জড়িয়ে নি কবরে পাতায় খরস্রোতা
যত ফুল পাথরের গোছাই নরম করে। বিকেলে উঠোনে
মা দিতে বসল আঁচ, মুরগি ধরতে ভাই নামল বনে
কে তার অলস বই খুলেছে দুপুরবেলা আমি কি বলব তা ?

বলব কি পথে পথে যত হঠবালিকার হিলতোলা খড়ম
বেজেছে, সাইকেল-যুবা কাটা গেছে তত বেশি ? কোমরে ভোজালি
গেটপথে আসে এক বাহাদুর, ঘণ্টা দিতে সারা ক্লাস খালি ;
হলঘরে একা একা শাস্তি নিতে বসেই তো খরস্রোতে জ্বাললাম নরম
যত শূল পাথরের, পাতার রাশিকে এসে যথাসাধ্য ছাইলাম কবর
লুকিয়ে, না থাক অর্থ ! তাও কি প্রত্যেক দিন ভোররাত্রে উঠে এই ভোর
ঘুম থেকে ডেকে ডেকে তুলে দেবে আমাকেও ? ওবও কি স্বভাব এরকম ?

অভিশাপ

চলো ঘরে, কুশলী বণিক, জলচর। নিয়ে সোনার কলস
যেদিন প্রধান বজরা ছেড়ে যায় সেই দিনই পিঠ থেকে বাঁক
এ-পাম্থ নামালো পথে, হাওয়া লেগে যেতে ভারি মায়াপরবশ
একটি ফুল উড়ে এসে পড়ে সেই দেহের সমুখে। তবে থাক

সে ওই দাওয়ায় বসে। চলো ঘরে কুশলী বণিক। জলে চর
জেগে উঠে শুয়ে আছে সারাদিন, সারাদিন রোদে বাখা পিঠ—
দু-বেলা প্রচুর পাখি আসে, চলো, ফেলা যাবে, ওখানে নোঙর
মনে পড়তেও পারে ভেজা সে-কাপড়, যাতে কাদার ছিট ছিট…

সে বেড়ে রেখেছে ঘরে চিড়ে-দই, পাখি আসে দু-বেলা প্রচুর ;
নামে ওরা পিছনের খানায়, চঞ্চুর ঘায়ে খুঁড়ে তোলে সাপ,
মাথায় চাপিয়ে পাতা জংলা মেয়ে ফিরে আসে দিশি মদে চুর…

'যদি ঘরে না ফেরো তো শিং তুলে মারুক পাহাড় তলা থেকে
যদি ঘরে না ফেরো তো শিং তুলে মারুক পাহাড় তলা থেকে—'
দুপুরের ফাঁকা চরে শোনা গিয়েছিল এই স্পষ্ট অভিশাপ।

চলেছে জলের নীচে সমস্ত কলস আজ তোমার সঙ্গেই, এঁকেবেঁকে…

দাঁত

আশ্রমের তারে এসে পাখি বসে, মাথা আমি ঠুকি না দাহন,
পাখির নখের কাছে, তারে ছিন্ন হয় শাড়ি ব্রহ্মচারিণীর ;
'যাই, হাতে বীণা পৌঁছে দিই'—আর নিকটে পৌঁছয় কাশবন
ঘাটের পিছন থেকে। আমি তার পাশ দিয়ে পালাতে পারিনি,

কুমীর চোয়াল খুলে শুয়েছিল জলস্থলে খিদের গরজে।
আমাকে জলের নীচে ব্রহ্মচারিণীর দাঁত ধরেছিল পা-য়,
ছাড়াতে পেরেছি কিনা বুঝি না, দাহন মিথ্যে নিশীথে ফোঁপায়
আমাকে জড়িয়ে ধরে। বলে এত শীঘ্র তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, যে

তোমার কলিজা আমি খুলে নিতে পারি না, আতঙ্কে ফিরে আসি
মাংসে জ্বলবার গন্ধ তা নাহলে গ্রামবাসীরা পেয়ে যেতে পারে—'
আশ্রমের তারে গিয়ে বসে পাখি, আমি যাই সাঁকোর ওপারে ;

গ্রামের মাথায় লাগছে কমলা আগুন, আজ আসবে না দাহন কখনো।
বরং চোয়াল পেতে শুয়ে থাকবে চড়াতেই, আমি উঠে গেলে পরে কোনো
ভালো আত্মা একা এসে বসুক সাঁকোয়, আজ সত্তেরই পউষ, ছিয়াশি—

আমি যাই, ব্রহ্মচারিণীর দাঁতে আরেকবার শরীর দি আসি।

কিরীচ

নেমেছে অশ্বের নীল জরা, আমি ফিরে যাই ছাইভস্ম রেখে…
ঘুমোতাম লতার তলায়, এসে মেয়ে-সাপ চেটে দিতে কাল
শরীরে কী ক্লোরোফিল, ভুলব না কোলাপসিবল ছায়াজাল !
ভুলবে না তোমরাও কবে মহিষীকে জড়িয়েছো ; গেটের কাছে কে

উবু হয়ে বসে তার নিজের পিঠের মধ্যে বেঁধানো কিরিচ
তুলে দিতে অনুরোধ করছিল ? শুনিনি, ঘুমোতে গেছি খাদে—
রাস্তা থেকে আহতকে তুলে এনে একরাতের জন্য রেখে ছাদে
মহিষী আঁচল ঢেকে এনেছিল রক্তভরা সুন্দর পিরিচ ।

আমিও ঘুমের থেকে মুখ তুলে পান করি, কোলে রেখে মাথা
সে তার ধারালো জিভে ধীরে ধীরে চেটে দেয়, এ-শরীর ছেয়ে
গেল কী সবুজতর ক্লোরোফিলে ! গাছেরা সবাই মিলে ছাতা
খুলে ঢেকে দিল নীচে আমাদের…লতার তলায় সব খেয়ে
সে ঘাসে মিলিয়ে গিয়ে বলে গেছে, 'অশ্ব, এই জরা আজ তোরই !'
গুঁড়ি মেরে নামি খাদে, ক্ষত হয়, নেমে আসে গরল গা বেয়ে—

লতাদের কাছে আমি পিঠের কিরিচখানি খুলে দিতে অনুরোধ করি

উদর

স্রোত ফেলে রেখে গেছে আমাকে লুকনো এই খাড়ির কাদায়
পাথরের চাঁই পেতে আমি আর থাকি না রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে
কাদায় আঠালো মাছ ছিটকে উঠে আসে আর আমাকে তা দেয়
যে-পাখি, আমিও তার উদরের তলা থেকে নিজেকে সরিয়ে

কিছুতে নিই না । সেও তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে চুল থেকে পোকা
একে একে বেছে দেয় । স্রোত ছেড়ে গেছে কবে এই শূন্য খাড়ি—

কাদায় যে-সব মাছ ছিটকে ওঠে তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি
এখনো কয়েকটা মাস। আরো ভরে নিতে পারি শরীরে করকা

জ্বলজ্বলে অঙ্গারের। সেই ভরসায় আমি ছুঁড়ি রোগা শর
চাঁদের থালার দিকে। ঝন্ করে ওঠে, যেন হাত থেকে কাঁসা
পড়ে গেল কার সেই গ্রামের বাড়িতে, ছুটে গিয়ে দেখলাম

লজ্জায় ঝলক মুখে, আর গৃহকাজ থেকে ফুটে ওঠা ঘাম
মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে থেকে মিশে যায় হাওয়াতে নির্ঝর
বাতাসে ঝাঁপিয়ে পাই কাদাজল, ঘটবে না আর ফিরে আসা—

স্রোত ছেড়ে গেছে যাক। আমাকে উপর থেকে ঢেকে রাখো দানবী উদর

ছাই

ফাল্গুনের ক্ষত, যাও, অন্ধকারে পায়ে কুশ ফুটে
তারা চিনে চিনে ফিরে এসো। এরপর রুক্ষ হিম
শুরু হয়ে যাবে এই শুয়ে থাকা পুরনো মরুতে।
সারারাত্রি জেগে তুমি তৈরি করে নেবে না পিদিম ?

কারো পা তীরের বালি মাড়িয়ে দৌড়েছে, আজ এই জলে তার
একগাছি চুলও যদি ভেসে থাকে নেমে যাই তাই ধরে ধরে
তলায় সবুজ দেশ কাকে বলে 'ছোটকাকী ফিরে এসো ঘরে ?'
কপালে জ্বলন্ত টিকলি, প্রায় সব খুলে রেখে লুকিয়ে সাঁতার

সেও তো দিয়েছে আর তেমনই লুকিয়ে তুমি ওই শিরীষের
ফাঁক দিয়ে দেখেছিলে সোনামাছ। চলে গেছে বেড়া গায়ে গায়ে
ফাল্গুনের ক্ষত যাও অন্ধকারে কুশ ফুটে পায়ে
ফিরে এসো , তারা চিনে চিনে দিন ঠিক করো মাঘের তিরিশে

বন্যা বেশি হলে তুমি সেই কবে জেলে নৌকো ও-বাড়ির গেটে
বেঁধে দিয়ে এসেছিলে ? মনে করবার আগে দূর থেকে চিতা
নদীর ওপারে একা জ্বলে ওঠে । শুকনো পিণ্ডের দলা চেটে
পালায় শৃগাল । তুমি চাইছো যে পিদিম আমি তৈরী করেছি তা ।

বলো কে তীরের বালি মাড়িয়ে দৌড়েছে কবে চুলে তার মেখে দিলে বালি ?
পা কিছু পাচ্ছে না, শুধু ঘোলা জল ঘোলা জল, পালাবার সমস্ত প্রণালী
বাইরে ফেলে রেখে এসে দেখি আমি, ঘরে নেই কনে ।

শয্যায় জ্বলন্ত টিকলি, অন্য কোণে ফুলের মুকুটে
সামান্য সিঁদুর চিহ্ন । তবে এতদূর নামা ভুল ? এই রাতে তীরে উঠে
তাবা দেখে দেখে তাকে খুঁজে দেখো । নয়তো হঠাৎ কি কারণে

হিম শুরু হয়ে যাবে বুঝতেও পারবে না । এই মরুর পুরনো
খসখসে বাতাস এসে জানাচ্ছে এখন সেই ট্রাইসাইকেলে
ষোল বাই দুই ডি তে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াতো যে-ছেলে
ভাইকে পা ধরে তুলত জলভর্তি ড্রাম থেকে, তার কথা শোনো

আজ এই ফাল্গুনরাতে । কী শুনবে ? দূরে কলাবাগানের ধারে
লাল ফ্ল্যাগ নীল ফ্ল্যাগ রুবি ঘোষ ভিকট্রিস্ট্যাণ্ডে এসো । ওই পারে
শ্মশানে ঘুমোচ্ছে লোক, চিতা নেই । এখন নদীব মধ্যে নামা

উচিত হবে না, তবু উঁচু থেকে দেখা যাবে জলের তলায় মোবগেবা---
তাদেব ঠাং বাঁধা, গলা উড়ে গেছে । নিচু ক্লাসে মেয়েটিব সাথে
তখন সে পোড়াত বাজি, আর কিছুদূরে উঁচু অন্ধকার জেল
ককিয়ে উঠতো রাত্রে, এই কথা বুঝিয়ে, যে, এরা
নিশ্বাস নেবে না আর । সেই সব দিনেই তো মেয়েটির মুখেব ঘামতেল
জ্বলেছে লজ্জায়, তুমি সামনে এলে । পাশাপাশি দেখতে না লাফানো শকুন
দিনের বেলা ছিঁড়ে নিতো ছেলেদের শব থেকে মাংস আর জামা ?

সে-সব ক্ষতেরা নেই । শুধু দাগ খাঁ খাঁ করছে চারদিকের রাতে ।
মাঠে আসলাম তার কারণ, এইবার তৈরী করেছি পিদিম ।

এবার দেহের চর্বি ঢেলে দিই ওতে । যতটুকু দাহ্যগুণ
এখনো রয়েছে তাও ওই মৃত জলে মেশবার
আগেই দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দি রক্ত হাড় চর্বি শেষবার···

পরে যত খুশী ছাই মরুতে উড়ুক, আমি সেটা নিয়ে ভাবছি না হিম ।

সুড়ঙ্গ

তলিয়ে চলেছি, চলো আমার দু-পাশে পালকেরা
ফেলে আসব না আর কোনো চোখ যা কূপের নীচে এতদিন
তাকিয়ে থেকেছে—এক ডিমের তরলে ভাসমান
পাখির আত্মায় আমি তলিয়ে চলেছি, বিষ্ণু, চারিদিকে রক্ততরলের
শতধারা ফেটে যায় দশলক্ষ নাভি থেকে—সে সব গহন ক্ষতমুখে
ফুঁসে ওঠে দাহ্য সব রক্তকণিকারা
আমাকে এ মরবেগ চাপ দাও মুছে ফ্যালো দুধসুড়ঙ্গের তলদেশে

নৌকো

আরো পুঞ্জ, আরো বিস্ময়ের পারে দ্বীপ
লতাজাল, পায়ে ধরো, নৌকো ঘাটে ঠেকল না এখনো
ধরো দুটি পায়ে, লতাজাল

আরো কুঞ্জ, বাঁকানো রেখার পারে দ্বীপ
মা এলে হাতের ঝুড়ি সবজি ভরা, সবজির ভিতরে সারা গ্রাম
ভোরে ফুটে উঠছে বাস থেকে

ওগো শুনছো, পাখি আমাদের নিল পিঠে
না রেখে বিতানে, রাখল খোড়ো ঘরে, এই, দূরে কীসব ডাকছে না ?
চলো, এই দ্বীপ থেকে চলো !

কুঞ্জ নয়, রাত্রির ওপারে সব দ্বীপ
জলে, ভেসে ওঠে—আর কাঁপেও বাতাসে, তাই দেখে
চাঁদে গিয়ে লুকোয় শশক

শশকের দেহে জল নেই
তার গায়ে ঠাণ্ডা বালি, তার গায়ে খাদ, তাও তাকে গর্ভে ধরে
জলে ধাক্কা খেয়ে উঠল চাঁদ

এত পুঞ্জ ? রাত্রি বয়ে গেলে এত দ্বীপ
জলে ভেসে ওঠে আর এত শেওলা রাত্রে আসে ঘাটে ?
ভুলে গেছিলাম, লতাজাল !

ওখানে পাতারা, এখানেও ।
গোড়ালি ডুবলো যেই পুবে রঙ, বাঁকানো রেখার পারে ছই···
পায়ে ধরো, লতাজাল, নৌকো এসে গেছে !

রাত্রিকথা

যদি চাঁদ তুলে এনে এই খোলা নেশাতে আমি ঝরঝরে শরতে রাখলাম
যেন মিশিয়ো না একে
স্তূপ কন্যা খড়ের চূড়ায়, একে জন্তুর দাঁতের বাঁকা
খিদের পিছনে কোনোদিন

আশঙ্কা কোরো না যেন, কারণ তার ফলে এই জঙ্গলের
আঁকাবাঁকা শৃঙ্গের উপরে
লতা আচ্ছাদিত নারী এসে
দাঁড়াতে পারবে না আর ; কোথা ডাল নুয়ে ছিল তার থেকে
মহিষের পিঠে এক চিতা

ঝাঁপ খেয়ে পড়েছে, কামড়ে ধরেছে চকচকে কাঁধ, ঘোলা চাঁদ
মাথা তুলে দ্যাখে সে-পাগল
এ-জঙ্গল থেকে ও-জঙ্গলে
দৌড়য় গাছের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তুমি ডালাখানি ঝিনুকের
বন্ধ করে আনো

তুমি এ-বনের সব টক-কটু-মিষ্ট ফলে ভরে দিলে
শ্রুতিময় যতেক মৌমাছি
মেনে নিই আজো সে-ডানারা
আমাকে পাগল করে, তারা মরে গেলে পর তাদের পেটের মধুআঠা

আমাকে মাখিয়ে দিয়ে দ্যাখোই না কত স্নেহে
চারবেলা হাত-পা কামড়াই !
আজ একবার ফলগুলি খোলো না !—
খোলো না যাত্রাটি, যদি জঙ্গলের শৃঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে
লতাপাতা জড়ানো কন্যারা

জ্বালাও না সরল তুষ ! তাহলে চকচকে পিঠ তার কাঁধ
কামড়ানো চিতাকে
ধাক্কায় খসিয়ে ফেলতে পারে হয়তো বা—
তাই বলে তুলো না একে বালিস্তূপে, তুলো না দগ্‌দগে কাঁচা
গোল ক্ষতস্থানে ;

আমাকে কমলা জল মুগ্ধ করে দিতে পারো কিন্তু
আমি একরাতও শোব না
তোমার বালিশে মাথা দিয়ে—
শরীর বেতারকণা, ধুলো বা উল্কার মধ্যে পথ করে উড়বার কী খুশি !

কালোই বেশিটা, তবু এতরকমের রঙ দূর শূন্যে
জ্বলে তা জানতাম ? আমাকে শরীর থেকে
ছেড়ে দিল যে-বিরাট ফেটে যাওয়া তারা
তাকে ধন্যবাদ, এই জঙ্গলের রাত্রিকথা শোনানো গেল না বলে
একমুঠো পরিতাপও তাকে···

সাপের খোলস দুলছে অরণ্যের আঁকাবাঁকা শিঙের মাথায় । দিকে দিকে
এত যে ফলেরা এসেছিল
আজ যা বললাম শেষ, ওদের কমলা মুখ আর কখনো
আকাঙ্ক্ষা করব না···

চাঁদ

প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ দেখা দিল বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
রাত্রিকে একবার যদি ধারালো সুন্দর হুলে বিঁধে তুলে নিয়েছিলে
প্রকাণ্ড ভিমরুল
তাহলে এক্ষুনি কেন ডানা থেকে ফেলে দিলে তাকে ? ওই অত
উঁচু থেকে
সে নীচে পড়ছে হুহু বাতাসের মধ্যে আমি সারারাত্রি ঘুমোতে পারি নি
সে নীচে পড়ছে টুকরো বৃষ্টিরা দুদিক থেকে সরে যাচ্ছে মারাঠা দুর্গের
মতো বাড়ির নিঝুম চিলেকোঠা
ফেরায়নি গোমড়া মুখ একবারও তলা থেকে, তবু তার ভাঙা ভাঙা
আলিসায় উঠে
নবক ফিনফিনে সাদা উড়নিটি পেতে দিল হাওয়া ও আকাশ থেকে জলে

এত সুরাবাষ্প তবে কোথায় পালিয়ে ছিলে এতদিন ? আমি
যখন উদ্ভিদরূপে জলাজঙ্গলের মধ্যে থাকতাম তুমি ছোট কলসি করে মদ
আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিতে, ঢেলে দিতে সামনের জলার মধ্যে
তার নিচে কচ্ছপরা ঘুমোতো—
তাদের খোলায় যত কাটাকুটি আমি সব পড়তে পারতাম
আমার পাতারা খেতে ভালো কিনা সেকথা নরক লিখে রেখেছিল
অন্য সব গাছেদের কাছে
যে-সব গ্রহরা ছিল বায়ুহীন আমি রোজ অক্সিজেন পাঠিয়েছি
তাদের সবাইকে, আজ বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে
প্রেতের ফ্যাকাশে মুখ ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে, হালকা চাদর দিয়ে তার
সারাদেহ ঢাকা তাও হাওয়াতে মেশানো দুই পায়েব ঝটকায়
মাঝে মাঝে মেঘ ছিটকে বেরোতে পারছিল, ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ি
আটকে দিল তাকে, বলো সুরাবাষ্প, তোমার যা-কিছু
ধাতু, হাওয়া বা আগুন
আগে তুমি সব গিয়ে বলে দিয়ে আসতে না চুল্লীর উত্তাপে ?
আমাকে একদিন মাত্র যেতে দিয়েছিলে ওর কাছে আব
সারা গা ঝলসে গেছে কিভাবে আমার
আমি শুধু জানতাম । শরীর পোড়ার সেই হুহু জ্বালা
একবার মাত্র এসেছিল
আজকে আকাশে জলে নিজেই বিছিয়ে গেল যে-মুগ্ধ নরক
বলো ঠিক, কখনো দ্যাখোনি তুমি এমন শৃঙ্গার !
দ্যাখোনি ডিমরুল,যার ধারালো সুন্দর হুলমুখে
রাত্রি এসে বিঁধে গেছে, এবং আনন্দে কাতরে উঠেছে নিজেই
হোক না একবার—তাও সেই কথা মনে করে আজ আমার সারাদেহে রোম
দ্যাখো দ্যাখো, দাঁড়িয়ে উঠেছে । তুমি উদ্ভিদ কচ্ছপ কিংবা
নরম পতঙ্গরূপে আমাকে সৃষ্টি করে নাও
আর যদি পুরুষ করো তাহলে বনের মধ্যে চলে গিয়ে রাত্রিবেলা
তোমার নরম পেটে মাথা রেখে শোব
তোমার খাবার স্বপ্ন ছাড়া কিছু দেখব না, ভেবে যাব
কখন বসাবে দাঁত আমার কণ্ঠায় ।
আমার নলীর রক্ত যদি টেনে নাও, কাঁপব,যদি রাজি থাকো
তবে মর্তে নেমে দেখব একবার
না হলে আবার ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাড়ির শিখরে
আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখা দেবে কাল

কুণ্ড

আত্মার তলায় আছে লাল কুণ্ড, তাতে মুখ ডুবিয়ে দিলাম
যে-সব গানের বৃক্ষ জাদুকথা জানে
যে-সব রাক্ষুসে মাছি বিষপোকা মুখে করে আগুনের মধ্যে গিয়ে বসে
খানিকটা আগুন খেয়ে উড়ে যায়—তাদের উদ্দেশ্য করে এই
আত্মার চরমে আমি সারামুখ ডুবিয়ে দিলাম আর সবরকম বিকিরণ
বন্ধ হয়ে যাওয়া এক তারা
বিশাল শরীর নিয়ে ভেসে ভেসে সামনে এল, তার অন্ধকূপ নাম
মুছে দিতে চাই বলে আমি
ওই লাল কুণ্ড থেকে তাকে উপহার দেব প্রাকৃতিক একটি ফোয়ারা
সেখানে রক্তাভ সব মাছদম্পতিরা থাকবে, আমি এক কাঞ্চনরঙের
দানবকে এনে দেব যার শ্বাস থেকে ফের শুরু হবে নানা গ্যাস—
নানা পদার্থের সূক্ষ্ম গান
আবার আরম্ভ হবে বিমর্ষ তারায়, আর, তার চোখ থেকে আসবে
আলোকণাদের বিকিরণ
'এই আমি দূরবীন পেতে বসলাম' বলে কুণ্ড থেকে আমি
ভুল করে মুখ তুলে ফেলি
এবং সে লাল ফোঁটা একটু টলটল করে
তারপর মিলিয়ে যায় আত্মার তলায়

জিহ্বানীল

যে আমার নীল জিহ্বা, কোষের ভিতরে থাকা লেলিহান মধু যে আমার
এখন উঠেছে সে-ই ঘুমিয়ে আবার
তাকে দেখা গেল খাদের কিনারে রাত্রিবেলা
আমার শরীরে যত তন্তু ছিল পেশীদের তাদের সকলকে চিরে চিরে
তাকে দিই মিষ্টি জল, অথচ পতঙ্গভোজী কলসেরা উদ্ভিদেরা এসে
তাদের ফুলের মুখ তলা থেকে পেতে দেয়
পাপড়ি উপচে গিয়ে তার

যে সামান্য পড়ে নীচে বোধ করি তা-ই তেজ, তা থেকেই উন্মাদ মরুৎ
কাঠে কাঠ ঘষে দেয়, আবার অরণ্যে লাগে দাবানল, পশুরা
পালাচ্ছে দিশাহারা
ঝলসানো বাচ্চা মুখে ধরে নিয়ে দৌড়য় বাঘিনী, ছুটে ঝাঁপ দিল খাদে
আমি তার কপালে দেখলাম
সে-জিহ্বার নীল দাগ । কোষের ভিতরকার কালো মধু থেকে
দেহ ধরে উঠে সে আবার
শুয়েছে খাদের ধারে, কনুইতে ভর । এই পাতাল পর্যন্ত যাওয়া খাদে
এখন ছাপিয়ে উঠছে তলা থেকে উঠে আসা ঘনরক্ত মদ
খাদের ভিতরে যত ঝকঝকে সাপ যত খুদে খুদে পোকা
তারা মরে ভেসে উঠছে তারা জেগে মিশে যাচ্ছে বাতাসে উন্মাদ ধূলিকণা
আমাকে শেষবার যদি কৃপা করে জিহ্বানীল, কোষের কঠোর মধু
কৃপা করে যদি
তবে তার অঙ্কে মাথা রেখে
খাদের কিনারে গিয়ে শুয়ে পড়ি, শেষ হই তার কোলে রক্ত তুলে তুলে…

ধোঁয়াদীপ

ধোঁয়াদীপ, কী করে যে ডোবালে তোমার
লুকোনো বাতাস ঋতু । তাকে এই পথের অতলে কী করে বা
ঠেলে দিলে ? আমি সেই দু-এক মুহূর্ত শুধু চকিতরঙিন ঝিঁঝিঁপাখা
দেখতে পেয়েছি, যারা তোমার নৌকোর মুখে গ্রীষ্ম হেনে যায়

ঠোঁটে করে বিষফল তুলে নিয়ে পাখিরাও ঢেলেছে তোমার
ঝাপসা শরীর ভরে । তাও তুমি এত বেশি সরল জ্বালানি কেন আজ
রেখে দিলে নিজের কপালে ? ফিরে দ্যাখো আজ যত শিখা আকাশে লাফায়
ততই বাতাস ঋতু ছুটে এসে শিখাতেই লুকোতে চাইছে নীল মুখ

আমি শুধু দূরে জাগি। আমি শুধু বুঝি কেন চকিতরঙিন
ঝিঁঝিঁপাখা হেনে গেছে এতদূর গ্রীষ্মরাত। তোমাকে, ও ধোঁয়াদীপ, আমি
সে-কারণে গৃহ দিই, মৃত্যুকোষ রাখি হাতে, আমি জানি আমাকে ছোঁয়ার
সাহসে একবার তুমি ডুবে মরেছিলে সেই পাতালভরানো দ্রাক্ষাজলে

হোমপাত্র

দেহের সরল কোষ ; তা থেকে উড়েছে পথপারে
ছায়াগণিকারা ?
জ্বলেছে দীপের মধ্যে রক্তসলিতার
ক্ষীণ শিশ্নমুখ ?
এই দশদিক ভরে গর্ভজলরাশি
ধীরে ধীরে দুলে ওঠে—তারও নীচে যে-কন্দর পাবে
তার গায়ে নিমেষ তলিয়ে আছে ; শৈবালের গায়ে দণ্ড, পল
ঢেউ দিয়ে ওঠে আর সরু সরু কেশশলাকায় যত কাঁপে
তারা কেউ তত নৈশ নয়।
আরো তল, আরো তল, আরো ঘন তল বেয়ে নীচে
যন্ত্রসমূহের উজ্জ্বলতা—
উড়েছে উজ্জ্বল গনোরিয়া, তার পুঞ্জ থেকে একফোঁটা ওষধি
সেই গর্ভজলে মেশে।
জ্বলবে না চর্বিদীপ ? জ্বলবে না স্নায়ুসলিতার
পাতলা শিখামুখ ?
দেহকোষ ক্রমশ তরল,
খোলা ঝিনুকের মধ্যে জড়ো হয়, কয়লাগাছের কালো শুঁড়ি
কাঁপে আর নত হয়ে আসে কালো ডাল
দশদিকে দীর্ঘজলরাশি
আরো তল, আরো তল, তার আরো ঘনরঙ তল বেয়ে শেষে
নীচে কী রয়েছে ?
কিছু নয়। শুধু এক হোমপাত্র, শুধু এক দীপ, শুধু এক
শ্যামকপোতের মৃতদেহ…

রঙিন গহ্বর

অসামান্য দারুকাজ ফেলে গেছে রঙিন পাখির
হৃৎপিণ্ড। চূর্ণমুখ বালুর ভিতরে জড়ো করে
তার হাতে তুলে দিই যার ঘরে রাত্রে আমি থাকি।
ভোরে তাকে ভ্রমণে পাঠাই আর গভীর আদরে

শ্বেতজোনাকির লাশ ঘর থেকে বার করে আনি।
দাঁড়িয়ে গাছের নীচে একা একা লাঠি হাতে যম
মিছে অশ্রুপাত করে। আলিসায় তার যত রানী
ঝুঁকে এসে ছুঁড়ে দেয় শূন্য থেকে নানানরকম

হৃৎপিণ্ড নিজেদের, লাল নীল পীত যশোধারা
বাতাস জড়িয়ে ওঠে। আমি শুধু শ্বেতজোনাকির
করবীনিষিক্ত লাশ বুকে নিয়ে একা শুয়ে থাকি
ঘোর বৃষ্টিপাতে, তার দেহ থেকে জীবিত পাখারা

রঙের ধারার মধ্যে উঠে যায়। আমি যার ঘর
রাত্রে অধিকার করি ওরা গিয়ে অশ্রুগুলি খুঁজে দেয় তাকে
বালুকারাশির থেকে ; সামনে খুলে ধরে এক রঙিন গহ্বর—
আমি যত ডুবে যাই তত বেশি যত্নে দাহ করে সে আমাকে·

আমার শিরদাঁড়া থেকে নতুন সোনার পাত খুলে নিয়েছিলে ; আমি সেই
কাদার ভিতরে শুয়ে ধীরে ধীরে পচে গেছি—হঠাৎ একদিন
স্রোতঃরাত্রি আমাকে ওঠায়
পচাগলা হাত ধরে, বাতাস আমার দেহ বহে নিয়ে যায়
আলেয়াজ্যোতির সরোবরে ;
সোনার মকরমাছ সেইখানে বসে আছে, যে আমাকে প্রসব করেছে—
কচ্ছপের খোলা আর পাথরের মধ্যে পথ করে
হামাগুড়ি দিয়ে আমি তীরে উঠে পালিয়ে ছিলাম আর
আজ সে আমাকে দেখে সারা সরোবর
তোলপাড় করে তুলে ছুটে আসবে, সারা গা ঝলসে উঠলে রোদে
তার মুখে দেব আমি শেষ ঝাঁপ, স্রোতঃরাত্রি, তুমি এসে দেখো তারপর
আমার অর্ধেক দেহ তার মুখে থেকে গেছে
অর্ধেক সাঁতার কাটছে এখনো সে-হ্রদের ভিতর।

রসায়ন

বাতাস থেমেছে জড়পথে।
নেমো না, গাছের শুঁড় নিচু হয়ে তুলে নিক
আবো নীল বতির ভিতরে।
ঝর্নাকেশরের চামরেরা
শুঁড়ি মেবে দোলায় আগুন।
এত পল তবে আমি বোঝার আগেই
[illegible] গেল হাত থেকে জলে !
হত্যাকে কি এই স্থির ভেজা-ভেজা সামান্য বালিতে
[illegible]নো সম্ভব ?
শুধু ঝর্নাকেশরের চামরেরা এসে
[illegible] আগুন আর কামপুঞ্জ জ্বলে ধিকিধিকি...
জড়পথ কেঁপে কেঁপে চূর্ণ হয়ে যায়—
[illegible] বাতাস, আর অগ্নিও থামে কি ?
জলের তলায় আর বালির উপরে সেই দীপ্র রসায়ন
[illegible]রে শিখা দেয় রতির ভিতরে...

রঙিন গহ্বর

অসামান্য দাহকাজ ফেলে গেছে রঙিন পাখির
হৃৎপিণ্ড। চূর্ণমুখ বালুর ভিতরে জড়ো করে
তার হাতে তুলে দিই যার ঘরে রাত্রে আমি থাকি।
ভোরে তাকে ভ্রমণে পাঠাই আর গভীর আদরে

শ্বেতজোনাকির লাশ ঘর থেকে বার করে আনি।
দাঁড়িয়ে গাছের নীচে একা একা লাঠি হাতে যম
মিছে অশ্রুপাত করে। আলিসায় তার যত রানী
ঝুঁকে এসে ছুঁড়ে দেয় শূন্য থেকে নানানরকম

হৃৎপিণ্ড নিজেদের, লাল নীল পীত যশোধারা
বাতাস জড়িয়ে ওঠে। আমি শুধু শ্বেতজোনাকির
করবীনির্বিষক্ত লাশ বুকে নিয়ে একা শুয়ে থাকি
ঘোর বৃষ্টিপাতে, তার দেহ থেকে স্ফীবিত পাখারা

রক্তের ধারার মধ্যে উঠে যায়। আমি যার ঘর
রাত্রে অধিকার করি ওরা গিয়ে অশ্রুগুলি খুঁজে দেয় তাকে
বালুকারাশির থেকে ; সামনে খুলে ধরে এক রঙিন গহ্বর—
আমি যত ডুবে যাই তত বেশি যত্নে দাহ করে সে আমাকে…

আলেয়া হ্রদ

আমাকে নিয়ো না আর স্রোতঃপথে, বাতাস আমার
দেহ বয়ে নিয়ে গেল আলেয়াজ্যোতির সরোবরে
আমাকে নিয়ো না আর তমোগৃহে, ওই নীল গুহাতে নামার
সমস্ত মুহূর্তগুলি মনে আছে, মনে আছে জলে ভরা খনির গহ্বরে
পাঠালে আমাকে, আমি রত্নকোষ মুখে ভরে উঠে আসতে পারিনি বলেই

আমার শিরদাঁড়া থেকে নতুন সোনার পাত খুলে নিয়েছিলে ; আমি সেই
কাদার ভিতরে শুয়ে ধীরে ধীরে পচে গেছি—হঠাৎ একদিন
স্রোতঃরাত্রি আমাকে ওঠায়
পচাগলা হাত ধরে, বাতাস আমার দেহ বহে নিয়ে যায়
আলেয়াজ্যোতির সরোবরে ;
সোনার মকরমাছ সেইখানে বসে আছে, যে আমাকে প্রসব করেছে—
কচ্ছপের খোলা আর পাথরের মধ্যে পথ করে
হামাগুড়ি দিয়ে আমি তীরে উঠে পালিয়ে ছিলাম আর
আজ সে আমাকে দেখে সারা সরোবর
তোলপাড় করে তুলে ছুটে আসবে, সারা গা ঝলসে উঠলে রোদে
তার মুখে দেব আমি শেষ ঝাঁপ, স্রোতঃরাত্রি, তুমি এসে দেখো তারপর
আমার অর্ধেক দেহ তার মুখে থেকে গেছে
অর্ধেক সাঁতার কাটছে এখনো সে-হ্রদের ভিতর ।

রসায়ন

বাতাস থেমেছে জড়পথে ।
নেমো না, গাছের শুঁড় নিচু হয়ে তুলে নিক
আরো নীল রতির ভিতরে ।
ঝর্নাকেশরের চামরেরা
শুঁড়ি মেরে দোলায় আগুন ।
এত পল তবে আমি বোঝার আগেই
খসে গেল হাত থেকে জলে ।
হত্যাকে কি এই স্থির ভেজা-ভেজা সামান্য বালিতে
শোয়ানো সম্ভব ?
শুধু ঝর্নাকেশরের চামরেরা এসে
দোলায় আগুন আর কামপুঞ্জ জ্বলে ধিকিধিকি...
জড়পথ কেঁপে কেঁপে চূর্ণ হয়ে যায়—
থামে না বাতাস, আর অগ্নিও থামে কি ?
জলের তলায় আর বালির উপরে সেই দীপ্র রসায়ন
ধীরে ধীরে শিখা দেয় রতির ভিতরে...

১৪-৭-৮০

নেকড়ে

চূড়ায় ফিরেছ, আজ একবার দেখবে না সেই জন্তু কেন
নদীতে উড্ডীন ?

নদী, শূন্যের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় গ্রহের পাথরে
ধাক্কা খেতে খেতে আর আঘাতে লাফিয়ে উঠছে ধারাময় উর্মিল বেতার··

একদিন তার থেকে মৃত্যুকে পাঠালে
নীচে—

সে এসে অরণ্যপথে মাঝে মাঝে পেতে দিল নীল জলাশয়—
কখনো কি তার ভেজা সিঁড়ির উপরে
তুমি শুয়ে থাকতে না সারারাত ? তোমার ঘুমের পথ শুঁকে শুঁকে আজ
সেই নেকড়ে এসেছে আবার। তুমি চূড়ায় ফিরেছ, যার মাথা

আধোজাগা স্রোতের উপরে···
এখন সে-চূড়া থেকে খসে পড়ে সুদীপ্ত চাদর,

অগ্নিমাতালের তাড়া খেয়ে
তোমার ঘুমের রাস্তা শুঁকে শুঁকে ফিরে আসে শরীর ঝাপটানো
নেকড়ে—

বুঝি তুমি মৃত্যুদের পেতে যাওয়া হ্রদের সিঁড়িতে
শুয়েছো এখনো—এই বিভ্রমের মধ্যে জ্বলে গিয়ে

সে এখন ডুবে যেতে চায়
নীল জলাশয়ে, সে এখন
উঠে গিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে
ফেটে যেতে চায় সেই জলকলহের পদতলে···

বীজ

ফিরো না তামস ফল, সারাদেহে রাত্রি নিয়ে ফিরো না—আমার মোহঋতু
তোমাকে আগুন জ্বেলে উপহার দিয়েছি একদিন। তার পরিবর্তে তুমি
আমার শরীর থেকে শ্বেতকুষ্ঠ মুছে নিলে। জলের উপরে

ধূপ ভেসে যেত, তুমি পাশাপাশি দেহশীর্ষে পদ্মকে ফুটিয়ে
দীঘিতে ভাসিয়ে রাখলে, আমাকে মৃণাল করে রেখে দিয়ে গেলে
জলের উপরে, নীচে। দূর থেকে কাছে আসা হাঁসেদের জোড়া-পা সাঁতারে
আমার শরীরে এসে লাগে ঢেউ, ভেঙে যায় আবর্ত জলের
তারা দীর্ঘ ঠোঁট দিয়ে পদ্ম থেকে তুলে খায় মিষ্টি জহরত।
শোনো, তুমি শোনো, আমি থাকব না এভাবে।
তোমার স্খলিত বীজ তুলে নিয়ে যত্ন করে রেখেছি পদ্মের
ভিতরে, জানে না কেউ। শোনো তুমি, নিজের শরীরে নিজভ্রূণ
তৈরি করে নেব আমি। যখন শিশুটি আসবে,
তাকে আমি দীর্ঘিকার জলে
একা ছেড়ে দেব না, বিশ্বাস করো। তলায় পদ্মের পাতা দিয়ে
ঠেলে দেব সোজাসুজি নদীর স্রোতের মুখে—ভেসে ভেসে গিয়ে
যাতে সেও ঠেকে যায় তোমার ঘাটের কাছে। তুমি স্নান ভুলে
চমকে উঠে শিশুটিকে তুলে নেবে বুকের কাপড়ে,
তার কান্নাকে থামাতে গিয়ে যেই
মুখে ধরে দেবে স্তন, ঠিক জেনো এই এতদূর থেকে আমি
তোমার সমস্ত দুধ টেনে নেব—টেনে নেব আমার মৃণালে।

শক্তি

শোনো, বেজে ওঠে কালো শক্তির জরায়ু। আমি শুনি কোনো কোনোদিন
রাত্রি ফেটে গেলে
চিতা ফেটে গেলে আমি শুনি তার কাঠ ফেটে চৌয়ানো রক্তের
নীচে মেলে রাখি চোখ, মণি ফেটে গলে গিয়ে পড়ে
চিতার উপরে ওঁ স্বাহা! এই ঘৃতরাগ কীভাবে যে ক্ষরিত করেছি
জানি না, কেবল দেখি সাদা নীল হাজার মক্ষিকা
আমার শরীরে এসে বসে
রোমকূপে এত হুল! অথচ কিছুই তারা টানে না, বরং
ভরে দিতে থাকে এক জ্বলন্ত আরক। তার সীমাহীন তাপে

নভোমুখ কেটে গিয়েছিল একদিন আমি একঝলক দেখতে পেরেছি
কালো কলসের মধ্যে ফুটে উঠছে শত শত রাগিণীর কোষ···

জলাধার

লাল এক জলাধার, কমলা এক, বেগুনী একজন···
প্রদীপ নিজের পেট ফাটিয়ে আকাশে এত লহু
তুলে ধরে ফোয়ারায় ! আমি শুধু গ্রীষ্মতারকার সাধারণ
ঋতুরন্ধ্রে শুয়ে থাকি, দেখতে পাই বহুদূরে, বহু

ঋতুর ওপারে, সেও এই বিকেলের রশ্মিধার
আঁকড়ে ধরে মরে যায় । গাঢ় ক্রমবিকাশের দেশে
ফলকের চেয়ে আরো বেশি দূর জ্বলতে পারে যার
ঋজু তরবারি, যার বৃষ্টিফলা, আজ আমাকে সে

যন্ত্র প্রদীপের পেটে ঠেলে দিয়ে বলে দেয় 'সমস্ত ঋতুই
এতে আছে শুয়ে । যদি দেবীপাথরের ভস্মতাপ
এখানে পৌঁছতে পারে কোনোক্রমে, তবে অনায়াসে তাকে তুই
পদার্থে তরল করে নিতে পারবি ।' সে যেতেই প্রদীপের চাপ

আমার এই রেতঃশক্তি আকাশে ফাটিয়ে তোলে লহুফোয়ারার
শতধারে । প্রতি বীজ, প্রতি কণা—যা শরীর ছিল তা কখন
রশ্মির ভিতরে মিশে বয়ে যায়, তাকে ধরে সেই জলাধার—
যা ছিল প্রথমে লাল, পরে কমলা, ঈষৎ বেগুনী যা এখন ।

বাষ্পমেঘ

ধীরে ধীরে ডুবন্ত পাথর, আরো ধীরে
তলানো শরীর ।
দিগন্তে উপচে ওঠে নীল ফেনারাশি, তার চাপ ভেদ করে
যে উঠে আসছে সে কি বরফ-মোড়ানো ধূমকেতু ?
তার এই কোটি মাইলেরও বেশি পুচ্ছের ভিতরে
সবেগে ছড়িয়ে পড়ছি আমি ।
এত যদি গতিবেগ তবে ডুবে গেলাম কোথায় ? তবে কই
ধীরে ধীরে তলানো পাথর ?
নীল পুঞ্জ, নীল শুক্র, নীল আত্মাবীজ
এই দেহবলয়ের মধ্যে ডুবে গেল :
মিশে যায় ফোঁটা ফোঁটা তাপ…
অথচ শরীর যেন ভরে গেছে তরলে তরলে !
কিন্তু এ তরলকেও কে যেন চকিতে বাষ্প
করে দিল নিমেষ না যেতে—
আর আমি ছড়িয়ে পড়ছি যোজনহারানো পুচ্ছভরে…
এত কী অদ্ভুত অণু, ধূলিকণা, এত কি আয়ন
আমারও শরীর ছিল ? আমারও কণায় তবে এত বেশি ত্বরণ সম্ভব ?
কখনো ভাবিনি আমি, বাষ্পমেঘ, কখনো ভাবিনি !
তাহলে, সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যদি কোনোদিন যেতে পারি
তুমি অনুমতি করো, আমাকে একবার যেন শ্বেতপ্রভা রূপে দেখা যায়
দূরতম পৃথিবীর থেকে !

ঘনদেশ

জলে জলে যদি এই বন্দনা ভাসালে, জলে জলে
মরা কাঠ ভাসালে যদি বা তার হাতে পায়ে মাথা কুটে কুটে
ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া, শোনাবে কি লতার নিঃশ্বাস ?
মৃত সব রশ্মির শিয়রে

প্রাণীদের হলকা তুমি জাগাবে কি ? অভিভূত যে-কবরে আমি
মুগ্ধ হয়ে আছি তার মুখ থেকে ঢাকা উড়ে গেছে, তুমি
দেবতার সাংকেতিক জলে
ঠেলে দিলে কাঠ, ভেলা, বাতাসের কাঁটা ; বালুদেশে ফেলে আসা
রুপোলী ফিতেও ঠেলে দিলে আর
শনিগ্রহ মিশে গেল স্মিত এক দ্রবণে কোমল—
যে-দ্রবণ হরষিত, তার প্রতি পরমাণু আমি
শরীরে মেখেছি, তার বীজ
আজ দেখি দিকে দিকে জ্বেলে দেয় ঘড়ি—
মুহূর্তের নীচে ডুবে গিয়ে
ধরে রাখে শিলার ভিতরে জল ; তা এবার তোড়ে এসে বন্দনা ভাসাল
টেনে নিল মরা কাঠ, অভিভূত যে-কবর বাতাসের ভিতরে স্তম্ভিত
ভেসে গেল তাও,
আমি ফিনকি দিয়ে তার থেকে উপচে পড়েছি
সমস্ত ঋতুর দিকে—তারা আজ আমার দেহকে
বাতাসে সেলাই করছে ; ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া,
পশুদের হলকা তুমি জ্বেলে আনো—লতার নিঃশ্বাসে ধরো তুলে
দ্যাখো আমি মিশে যাই দ্রবণে তরল পরমাণু...

মূর্ছা

দুই রাত্রি এসে বসে শ্মশানের ভিতরে থমথমে...
না শিলাগহ্বর, তুমি মৃদু শব্দ শোনোনি বলেই
এ নিশ্চয় বলবে না সে এখনো গভীর পেখমে
ঢেকে আছে সারাদেহ : চিতার তলায় আমি সেই

ঘোর হাওয়া দেখলাম, থেমে আছে । সে এখন গুহাতে আটকানো
অস্থিমণি তুলে নিয়ে পিষে ফেলবে নিচু শিলাতটে ।
দুজন রাত্রির মধ্যে একজন তার নীল ওড়না বিছিয়ে বলে 'আনো,
তুলে আনো ওই সাদা কঙ্কালকে, ওর শুকনো নলীতে আবার

মজ্জা শুরু হয়ে যাক—অন্যজন ঝাঁকি দিয়ে সে-গিরিসংকটে
মেলে দেয় কেশভার। আমি দেখি নীল মূর্ছা তার
সারাদেহ পেখমের বাইরে এনেছে। ভয়ে ভয়ে একবার
মূর্ছার ভিতরে হাত বাড়িয়ে দি আর নীল ঘূর্ণির ঝাপটে

আমার এই পাখাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেসে যায়—না শিলাগহ্বর,
আমি কিছু শুনব না। তুমি দ্যাখো, ঘূর্ণি নয়, ও দুজন রাত্রিরা আমার
শরীর শ্মশানভূমি স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছে—আমি তীব্র মূর্ছার ভিতর
নিঃশেষে গলিয়ে যাই, বাইরে কঙ্কালমাত্র আঁকড়ে থাকে ওর কেশভার

তাতারপাখি

জলাপাথরের মধ্যে শোয়ানো তাতারপাখি মেরে ফেলে মেরে ফেলে ঘোর
রক্তে মিশে যায় দুধ। জড়মৃত্তিকার মুখ খুলে গিয়ে সামান্য পৃথিবী
মেলে ধরে সাদা আত্মা, লোল আত্মা মেলে ধরে। 'শোন শোন, এই দ্রাক্ষা
তোর।
এ তোর মৃত্যুর মধ্যে গড়িয়ে চলেছে।' তবে চারিদিকে কেন হীনজীবী

ক্ষীণ পতঙ্গেরা উঠে জানায় যে ঘুমোয় নি? তাতারপাখিটি রত্নশর
মুখে ধরে আছে শুধু? এই ছদ্মঘুম আর লালাভরা এই গুল্মতলে
খেলা করে যায় ওর সব মৃত শক্তিগুলি। তারও নিচে পাথুরে চত্বর;
জলপলাশের সব কোরকেরা ফিরে এসে মৃদু এক শৃঙ্খলের ছলে

আগুন পরিয়ে দেয়। মা গো আমি মরে যাব। এই ভয়াবহ গতিস্রাব
এভাবে আক্রান্ত করবে? এইভাবে কি ধীরে ধীরে চিরে দেবে শরীরের ছাল?
শোয়ানো তাতারপাখি, তুমিও কি বলবে না তোমার তরল মনোভাব
কোন্ দুঃখে বয়ে গেছে? তোমাকে না জানিয়েই এই জলপলাশে মশাল

প্রাণীদের হলকা তুমি জাগাবে কি ? অভিভূত যে-কবরে আমি
মুগ্ধ হয়ে আছি তার মুখ থেকে ঢাকা উড়ে গেছে, তুমি
দেবতার সাংকেতিক জলে
ঠেলে দিলে কাঠ, ভেলা, বাতাসের কাঁটা ; বালুদেশে ফেলে আসা
রুপোলী ফিতেও ঠেলে দিলে আর
শনিগ্রহ মিশে গেল স্মিত এক দ্রবণে কোমল—
যে-দ্রবণ হরষিত, তার প্রতি পরমাণু আমি
শরীরে মেখেছি, তার বীজ
আজ দেখি দিকে দিকে জ্বেলে দেয় ঘড়ি—
মুহূর্তের নীচে ডুবে গিয়ে
ধরে রাখে শিলার ভিতরে জল ; তা এবার তোড়ে এসে বন্দনা ভাসাল
টেনে নিল মরা কাঠ, অভিভূত যে-কবর বাতাসের ভিতরে স্তম্ভিত
ভেসে গেল তাও,
আমি ফিনকি দিয়ে তার থেকে উপচে পড়েছি
সমস্ত ঋতুর দিকে—তারা আজ আমার দেহকে
বাতাসে পেষাই করছে ; ঘনদেশ, পাতার ভিতরে মোড়া,
পশুদের হলকা তুমি জ্বেলে আনো—লতার নিঃশ্বাসে ধরো তুলে
দ্যাখো আমি মিশে যাই দ্রবণে তরল পরমাণু…

মূর্ছা

দুই রাত্রি এসে বসে শ্মশানের ভিতরে থমথমে…
না শিলাগহ্বর, তুমি মৃদু শব্দ শোনোনি বলেই
এ নিশ্চয় বলবে না সে এখনো গভীর পেখমে
ঢেকে আছে সাবাদেহ ! চিতাব তলায় আমি সেই

ঘোর হাওয়া দেখলাম, থেমে আছে । সে এখন গুহাতে আটকানো
অঙ্কমণি তুলে নিয়ে পিষে ফেলবে নিচু শিলাতটে ।
দুজন রাত্রিব মধ্যে একজন তার নীল ওড়না বিছিয়ে বলে 'আনো,
তুলে আনো ওই সাদা কঙ্কালকে, ওর শুকনো নলীতে আবার

মজ্জা শুরু হয়ে যাক—অন্যজন ঝাঁকি দিয়ে সে-গিরিসংকটে
মেলে দেয় কেশভার। আমি দেখি নীল মূর্ছা তার
সারাদেহ পেখমের বাইরে এনেছে। ভয়ে ভয়ে একবার
মূর্ছার ভিতরে হাত বাড়িয়ে দি আর নীল ঘূর্ণির ঝাপটে

আমার এই পাখাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেসে যায়—না শিলাগহ্বর,
আমি কিছু শুনব না। তুমি দ্যাখো, ঘূর্ণি নয়, ও দুজন রাত্রিরা আমার
শরীর শ্মশানভূমি স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছে—আমি তীব্র মূর্ছার ভিতর
নিঃশেষে তলিয়ে যাই, বাইরে কঙ্কালমাত্র আঁকড়ে থাকে ওর কেশভার।

তাতারপাখি

জলাপাথরের মধ্যে শোয়ানো তাতারপাখি মেরে ফেলে মেরে ফেলে ঘোর
রক্তে মিশে যায় দুধ। জড়মৃত্তিকার মুখ খুলে গিয়ে সামান্য পৃথিবী
মেলে ধরে সাদা আত্মা, লোল আত্মা মেলে ধরে : 'শোন্ শোন্, এই দ্রাক্ষা
তোর।
এ তোর মৃত্যুর মধ্যে গড়িয়ে চলেছে।' তবে চারিদিকে কেন হীনজীবী

ক্ষীণ পতঙ্গেরা উঠে জানায় যে ঘুমোয় নি ? তাতারপাখিটি রত্নশর
মুখে ধরে আছে শুধু ? এই ছদ্মঘুম আর লালাভরা এই গুল্মতলে
খেলা করে যায় ওর সব মৃত শক্তিগুলি। তারও নিচে পাথুরে চত্বর ;
জলপলাশের সব কোরকেরা ফিরে এসে মৃদু এক শৃঙ্খলের ছলে

আগুন পরিয়ে দেয়। মা গো আমি মরে যাব। এই ভয়াবহ গতিস্রাব
এভাবে আক্রান্ত করবে ? এইভাবে কি ধীরে ধীরে চিরে দেবে শরীরের ছাল ?
শোয়ানো তাতারপাখি, তুমিও কি বলবে না তোমার তরল মনোভাব
কোন্ দুগ্ধে বয়ে গেছে ? তোমাকে না জানিয়েই এই জলপলাশে মশাল

জ্বেলে দিই তবে—আর, আত্মাকে ওঠাও শনি ! মুখ তোলো রক্তাভ মঙ্গল—
মরো, এই গুল্মতলে ডুবে মরো । এ-কথায় শরীরবিহীন রমণীরা
তাদের প্রত্যঙ্গগুলি ফিরে পায় ; পৃথিবীও তুলে ধরে সাদা প্রাণ, গোল,
বিপদের দেবতার রক্তে মিশে মিশে যায় মৃত আর জীবিত শক্তিরা !

দূত

নীল জলাভূমি ঘিরে ফিবে আসে বাতাস আবার
তার ফোঁপানোর নীচে
পাথর মধুর রঙ ঝিকিমিকি জ্বালে আর দিশাহীন শ্বেত পদ্মকণা
দূরত্বে গভীর রক্ত রেখাস্বপ্নে তুলে ধরে—তবে কেন দূত নিজে তার
কেয়াপল্লবের ভার ফেলে দিল হাত থেকে ?
ঝরোঝরো রেখাস্বপ্ন বেয়ে
নীল জলাভূমি ঘিরে ফিরে আসে বাতাস আবার, এক কালো জ্ঞান তার
নিজদেহে
লাগিয়ে নেয় না পাখা, সটান আকাশ থেকে পড়ে যেতে থাকে
নীচে উদ্ভিদের ঢেউ দিশাহারা
নীচে রঙ—পাথরে মধুর শিখা ঝিকিমিকি ওঠে ; তবে, দূত, তুমি নিজে
এই স্তূপ তোলো বুঝি রুপালী পাতার ?
তোমার হৃৎপিণ্ড থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসা সোনাজল
উদ্ভিদ ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে যায়, ফিরে আসে বাতাস আবার
ঘন শীৎকারে আকুল—
তুমি দূত, তুমি তার শরীরের কাঁপা কাঁপা ফোঁপানো ছাপিয়ে
এই রাত্রে জাগিয়েছ শ্বেত ও মধুর কণা, তবে যদি
জলের তলায় যাকে শোয়ানো হয়েছে সেই চুম্বকের ফিতে
ছিন্ন করো, ছেঁড়া অংশ ধরো যদি সমুখে আমার, আমি সেই
শোণিতফোঁপানো মুখ পারব তো ঠিক জ্বেলে নিতে ?

উৎসতাপ

উৎসতাপ, আমার মাংসকে
শতখণ্ড করে তুমি
ছুঁড়ে দিলে তার মুখে এতদিন যে-বুড়ো হাঙর
ঈথার সমুদ্রে ঘুরছে, ঈথার স্রোতের নীচে নীচে
যে আমাকে খুঁজে গেছে
ফাঁকা এক কার্তুজের খোলে চেপে আমি
এতদিন তার গ্রাস এড়িয়ে চলেছি আজ ডুবো সে-তরণী চুরমার
ভারী চোয়ালের মধ্যে চাপ দিয়ে আমার
আত্মাকে গলিয়ে নিলে তুমি, তার কষ বেয়ে গড়ানো সেই তেল
ধরলে যেই করপুটে, উঁচু থেকে ঢেলে দিলে যেই
পৃথিবীর বনে বনে সব ফুল, সাদা কালো সকল দ্রাক্ষায়
আমি
ফুলে উঠলাম মধু, প্রাণী থেকে প্রাণীর ভিতরে
বয়ে চললাম শুক্ররস…

গৃধিনী

চূড়াকে বোলো না একা, শীর্ষে তার বসেছে গৃধিনী।
রাত্রি ভরে গেছে জলে, ডুবোপাথরের গায়ে ঘষা লেগে লেগে
তুমি আজ ভেসে উঠলে ধাক্কায় চুরমার মুখ নিয়ে
মুখ থেকে নেমে যাওয়া লতানো রক্তের ধারাগুলি
মাছেরা অনুসরণ করে আর আসছে না পিছনে।
এইবার প্রাণপণ সাঁতরে উঠে চরের মাটিতে
শুয়ে পড়ো ; রাত্রি বেয়ে বেয়ে ওই চূড়ার মাথায়
উঠে গেছে চাঁদ, তার গায়ে এসে এইমাত্র বসল গৃধিনী
তোমার দেহের থেকে মাংসকণা ছিঁড়ে নিয়ে সেও
খাবে ওই দূরে বসে। দেখবে, সমস্ত রাত, এই অনিঃশেষ
জলে ভরে উঠছে রাত্রি, আর তার একফালি চরের উপরে
আঁকাবাঁকা অঙ্গগুলি শুয়ে শুয়ে ভিজছে বৃষ্টিতে···

মৃত্যু বিষয়ক দুটি কবিতা

দ্বীপ সোনাচূড়া

ঘুমের তলায় এক দূরদেশে ভরে তুলি দ্বীপ সোনাচূড়া
জলের ভিতরে যত নীল-হলুদাভা এসে শরীরের থেকে আরো দূরে
ফেলে রেখে চলে যায় শীতে যে-নিহত তার দেহ ।
তমোধারা নেমে তার মুখ ঢেকে দেয় আর বায়ুসকলের
যত পাখা আছে, তারা, বেগপ্রবাহের যত শক্তিচাপ রয়েছে, তারাও
আমার শরীর থেকে আরো কোনো দূরের শরীর খুলে নিয়ে
ঘুমের তলায় এক নরম মাটির পিণ্ডে শুইয়ে রেখে যায়
আমি সেই দূরদেশে সারাদিন সারারাত্রি ভরে তুলি দ্বীপ সোনাচূড়া

প্রেমিকা মাটির

ভেসে চলে যেতে যেতে ঠেকে গেল পাথুরে চড়ায়
দেখল যে ততদিনে গলে গেছে প্রেমিকা মাটির
শুধু তার খড়দেহ কাঁধে তুলে, শুধু তার মাটি-খসা মুখ
ধরে নিয়ে শেষবার স্থবির দুহাতে সে আবার
গভীর স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিল, জল থেকে ওঠালো আগুন
যাতে সেই সতীদেহ দুই পলকের মাঝখানে
যতটুকু স্থান আছে তার মধ্যে সাজানো চিতার
উপরে স্থাপিত হয় ; এবং সে-চিতা যেন তাকে
বাষ্পে উঁচু করে তোলে—গোল শূন্যে জলকণাদের
ভাসমান পথে পথে যেন ওই দেহ শুষে যায়···

কাঞ্চনকুন্তলা

ঘুমোচ্ছে বুঝি নি, 'আমি জানলা খুলে দিতে গেছি ভোরে
ভোরেরও তখন রাত্রি, হাওয়াতে সে পাশ ফিরে শোয়
নদীর সামনের মাঠে। উপরে চক্কর মারছে চাঁদ—
চাঁদ জ্বলজ্বলে চোখে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়ায়
তাকায় দুদিকে, আর খুব সাবধানে শুঁকে দ্যাখে।
জিভ দিয়ে চাটে ঠোঁট, দূর থেকে স্পষ্ট হয় রোঁয়া,
তারপরই ছোঁয় বুঝি একবার, কেননা তক্ষুনি
চমকে পিছনে হঠে, লাফ দিয়ে, গোঙাতে গোঙাতে
উঠে যেতে থাকে ফের পশ্চিমের গির্জার মাথায়
আমি ফিরে এসে দেখি খাট ভরে যে-চুল ছড়ানো
তা থেকে অজস্র সোনা ঝরে আছে ঘরের মেঝেতে!

বেদেনী

সোনার বিবাহমালা ফেলে রেখে গিয়েছে বেদেনী·
চাঁদ অস্তে নেমে যায়, ডালে ডালে কয়েকটি বাদুড়
রাত্রি জাগে অধোমুখে। সেই গ্রাম কতই বা দূর?
ওর শরীরের মধ্যে তখনো এ-শরীর বেঁধেনি—

চিমনির উপরে ডাল ঝড়ে কাঁপে। তখনো সে কৌমার্যে আতুর।
যে-মুখ বিমর্ষ, আর, যে-মুখটি রক্তাভ চাঁদের
মধ্য থেকে ঝরে এল আমার হাতের অবসাদে
তাকে আমি কৃতাঞ্জলি ভরে নিই। দেখি সেই তরল ধাতুর

ভিতরে বিবাহসাজ ঝিলিক তুলেছে! আমি ওই স্বর্ণমালা
তুলে আনতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি যেই নিজ অঞ্জলির সরোবরে
অমনি সে মুছে যায় দশদিকে। আমি শুধু শুকনো ডালপালা
শরীরে বিঁধিয়ে দেখি বেদেনীর ছেঁড়া শাড়ি পড়ে আছে মাঠের উপরে।

ঝিল

ঝিল খুলে গেল ওকে কাদায় ঘুমোতে দেবে বলে...
ঝিল বন্ধ হয়ে গেল। উপরে টলটলে পঙ্কজল।
নীচে পা জড়িয়ে নেয় গুল্মলতাদের বাহুপাশ—
হুহু করে কাদাজল ঢুকে যেতে এতদিন পরে ফুসফুস
টেনে নেয় জলচাপ, এতদিন পরে সে দাপিয়ে
ফেটে যেতে পারে, আর, মুখ দিয়ে রক্তকাদাজল
বেরিয়ে ঝিলের নিচে হালকা মেঘ বুনে দেয় রাঙা...
ঝিল খুলে গেছে আর ঝিল বন্ধ হয়ে গেছে ফের
পা জড়িয়ে নিয়েছিল প্রথমে যে-কুমারী লতারা
এখন সকলে তারা কাদার ভিতরে ডুবে থাকা
শরীরে লুটোয় আর নিজেদের শিকড়ের মুখ
শিরায় ডুবিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে যত বেশি কাঁদে
ওদের শরীর থেকে শোণিতরাঙানো রাগরস
ফোঁটা ফোঁটা করে তত উঠে যায় উপরে বিছানো পঙ্কজলে

হাড়

আমার বিছানা কেউ পেতে রেখে গিয়েছে বালিতে।
বাতাসে গরম ছাই উড়ে এসে আমার পাখায়
লেগে যায় প্রতিরাত্রে। আমি ডানা ঝেড়ে ফেলে দিতে
পারি না তাদের। দেখি দূরে সব গাছেদের বাঁকানো শাখায়

লালা ঝরে একফালি চাঁদের। বলো, আজ তবে আবার পঞ্চমী ?
তবে এ-বাতাসে কেন তপ্ত ছাই ভেসে আছে ? কোথাও তাহলে
আগুন উঠেছে আজ ? কে জানে কাদের ঘর, কোন্ ঘাসজমি
কণিকার মতো এসে গায়ে পড়ে ! আমার কি এ-ভস্মফসলে

কোনো অধিকার আছে ? কোনো দাবি ? যে এখন বালির শয্যায়
ঘুমোতে পারে না, আর, পারে না উঠতেও—তার হাড় থেকে কখনো অঙ্গার
বানানো যাবে কি ? ওরা শোনে না কিছুই শুধু উড়ে উড়ে আসে, বিঁধে যায়
পাখার ভিতরে । আর, বালিবিছানায় একা ধিকিধিকি পুড়তে থাকে হাড় ।

নিষেধ

শিলাপৃথিবীর মধ্যে এখনো রয়েছে মুখ গুঁজে
পিছনে সমুদ্র ডাকছে । খোঁচা খোঁচা ঝকঝকে পাথরে
রাত্রি এসে গিঁথে যায় । এবং শিখর থেকে নীচে
ঝরে ঝরে পড়ে আর তোমার মাথার ঘন চুল
ধীরে ধীরে ভিজে যায় । দেহ থেকে স্খলিত বল্কল
এখনো লুটিয়ে আছে পাথরে, অথচ এ-নিষেধ
না শুনে একটি নারী শিখরের থেকে ঝাঁপ দিয়ে
তোমার শরীরপ্রান্তে নেমে আসে । নিথর শিয়রে দুটি হাত
ঢেলে দেয় আর চুল কেন ভিজে গেছে এই ভেবে
সে হাত উঠিয়ে এনে দ্যাখে তার দুহাতের পাতা
তোমার মাথার থেকে ফেটে পড়া জ্যোৎস্না মেখে লাল !

গোখরো

পাহাড়ের নীচে যত বেশি পাতা জড়ো হয়, রাঙা আঁচে
আমি সেসবের মুখ তুলে ধরি । যদি আঁচ কোনোদিন
আমারও শরীরে উঠে আসে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
তুলে রাখি চোখ । ওদিকে তখন জঙ্গলগৃহ থেকে

একটি গোখরো বার হয়ে আসে, তার সারা গায়ে কাদা
নদীতীর থেকে লেগে যায়, তবু সে আমাকে খুঁজে খুঁজে
আঁচের অনেক কাছে চলে যেতে শরীরের সব দাগ
চাকা চাকা হয়ে ফুটে ওঠে ; আমি শিউরে উঠেই চোখ
সরিয়ে নি ঠিক যেখানে গাছের বাঁকা হয়ে থাকা ডাল
তাকিয়েছে ওর ফণার মতন । ভেবে দেখি ওই ডালে
গেঁথে দেব কিনা আমার এই ভিজে, নিঃঝুম কঙ্কাল !

বাগান

রাত্রি গিয়ে লুকোবে না বাগানের ওপাশে আবার ?
আমি তা শুনি না, আমি বধিরের মতো তাকে মাটি খুঁড়ে তুলে
মুখে দিই স্নেহদাগ । আর দুই চোখের ঝিনুকে
বিষপর্ক খুঁজে পেয়ে বুঝি তাতে সবটুকু ধরে না—
দু-গাল ছাপিয়ে নামে । যেই পৌঁছে যায় ভরা বুকে
অমনি দুই বৃন্ত থেকে ছিটকে উঠে গরম পীযূষ
আমাকে ভিজিয়ে দেয় । তার গতিপথে এত তীব্রতা যে আমি
একফোঁটাও পান করতে পারি না, বরং আছড়ে পড়ি
তলাকার মাঠে আর বাগান ভাসিয়ে দিয়ে শূন্যের মাথায়
ফুলে ওঠে সাদা সাদা কুয়াশার মতো ঘন মেঘ···
ভোরে চোখ খুলে দেখি শুয়ে আছি একরাশ রক্তের কাদায় !

থাবা

উঠোনের পাশে জল জমে আছে । তার পাশে ক্রমশ থাবার
গভীর, আসক্ত, গোল গর্তগুলি ফুটে ওঠে । ওপাশে জঙ্গল—
পাতার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে চাঁদ, একদিন তার ভরা কোল
খালি করে চলে গেছে যে-দুটি জ্যোৎস্নার শিশু—বাতাসে আবার

বুনো শেয়ালের ডাক ভেসে এলে তাদের পুঁটুলি করা হাড়
ঝোপজঙ্গলোর পাশে পড়ে আছে দেখা গেল, জল এসে ধাক্কা দেয় তাতে—
সরে গেল মেয়েরাও। 'আমাকে ছেড়ে দে তোরা, ছাড়—'
কে বলে উঠল ? কেউ ছুটে গেল মেঘ দিয়ে ? ঘাটের পৈঠাতে

একফোঁটা রক্ত শুধু ঝরে পড়ল, মাটি ফেটে গেল সে-আঘাতে ?
শিশুদের মরামুখ ভেসে উঠল কি একবার ?
তা কেউ দেখেনি, বড় মেঘ করে এসেছিল। নইলে দেখা যেত এই ফাঁকা
খেয়াঘাটে
চাঁদ চেপে ধরে আছে রক্তে ভেসে যাওয়া নাড়ী তার।

শেষরাতে খামারের পাশে

ওকে রেখে যাব বলে শেষরাতে আসি এই খামারের পাশে।
পদ্মের ভিতর থেকে জেগে ওঠে সাপ, তার ফণা
দীঘির এপার থেকে দেখা যায়। আমি যে-বাতাসে
ভর করে এতদূর এসে গেছি চুপিচুপি সে আমাকে বলে

'তুমি আর কোনোদিন ভুল করে ও মুখ দেখো না।
দেখো না কখনো আর রক্তনীল যে-কোনো ভ্রমর—
যার দেহ রাত্রিমাখা। কারণ রাত্রির তলে তলে
একা একা ফেরে সাপ, তার ব্যগ্র ফণা, তার বাঁকানো কোমর

কোনোদিন বুঝেছ কি ?' শুনে কেঁপে উঠে দেখি ফণার বদলে
পদ্ম-ই সেখানে জ্বলছে ! কিছু পরে খামার জাগাতে আসবে ভোর—
আমি নিচু হয়ে বসে দীঘি বা রাত্রির কালো জলে
ধীরে ধীরে ঠেলে দিই উপুড় শরীরখানি ওর !

ঘাস

আমি ফিরব না, এই চারজন শববাহকের
ঘামে ভিজে যাওয়া হাতে তুমি যেন ফেলো না নিঃশ্বাস।
আমি এই ভেজা মাঠে বাতাসে মেতেছি, যত ঘাস
মাথা উঁচু করে ওঠে ততই চুম্বনে দু-চোখের

ভিতরে সবুজ দ্যুতি উপচায় আমার। যে-কপালে
মেয়েটির নিচু হাত কখনো নামেনি আঁকাবাঁকা—
তার হিম রেখা থেকে তুলে নিয়ে ত্বকের প্রলেপ, ওরা জ্বালে
শরীরী ঘাসের শিখা মাঠে মাঠে—এই দীর্ঘ, ফাঁকা

রাত্রির ভিতরে শুধু আতঙ্কে ককিয়ে ওঠে কয়েকটি শৃগাল ·
আমি ফিরব না আর, যারা যারা কাঁধে করে এনেছে এ শব
তাদের একজনও যেন না-খেয়ে ফেরে না।—তুমি লক্ষ রেখো সব
এ-মাঠে পড়ুক বৃষ্টি, ধীরে ধীরে ভিজে যাক ঘাসে ঢাকা নিথর কপাল

স্রোত

তবে স্রোত ধাক্কা দেয়? তবে তুমি এতটুকু শব্দ না করেই
তাকে রাখো গাছটির তলায় হেলিয়ে? তবে নীল
গরুড় আকাশপথে বাসা মুখে ওড়ে চক্রাকার?
না হয় জঙ্গলযাত্রী মরে গেলে সোনার কোমল মালাপথে!
না হয় ঝাঁপ দিলে সেই বাতাসে, মৃতার চোখ গ্রাস করে নিল।
কোনো ক্ষতি আছে? তুমি ফেরোনি কি একদিন প্রায় বীজাণুর গতি নিয়ে?
সংক্রামিত হওনি কি? আজ তবে অপরাহ্ণে মেনে নাও বাদাবন,
লেবুকুসুমের মুখ মানো দেখি একবার! আগুনের মেঘে মেঘে
মেনে নাও লাল বাড়ি, চোখ ভরে স্বীকার করো এতসব সাদা-কালো

খেয়ানৌকাদের···

যদি ধাক্কা না-ই আসে তবে এই গুহাদরজার মুখ থেকে
পাথর সরালে কেন ? পাথুরে মেঝের থেকে এত রাত্রে কেন এই গাছের
তলায়
নিয়ে এলে সাদা হিম ওষুধ মাখানো নারীদেহ ?
চুল নখ অবিকৃত—ফ্যাকাশে গায়ের চামড়া, কোঁকড়ানো মৃত যৌনকেশ—
সব কিছু অদ্ভুত ঠিক। গায়ে গায়ে লেগে থাকা অজস্র পাতার ফাঁক দিয়ে
চাঁদরশ্মি নেমে এসে গোল হয়ে পড়েছে ওষুধ-গুঁড়ো মাখা
নারীশরীরের মধ্যে—ফুটে উঠছে চাপা, নীচু স্তনের আভাস···
স্রোত ফিরে আসে, স্রোত ধাক্কা দেয়, তাই তুমি আজ
সারারাত্রি শুয়ে আছ ওই শরীরের পাশে—
গাছের ওপাশে জীর্ণ কাঠের বাক্সের ডালা খোলা···

ভস্ম

আমি যে ঘুমোই, জানি, তুমি ঠিক এসে দাঁড়াবেই
শিয়রের কাছে। আরো জানি, তুমি ওই দুটি জানালা প্রথম
খুলে দেবে ধীরে ধীরে। তারপর হাওয়া লেগে কেঁপে ওঠা মোম
সাবধানে আড়াল করে দাঁড়াবেই। এবং দরজার বাইরে উঠে গিয়ে যেই

শূন্যে জ্বেলে দেবে চাঁদ, গাছে গাছে পাঠাবে জোনাকি—
আমার শরীর থেকে বার হয়ে এসে আমি রাত্রির উঠোনে
দাঁড়াব একলাই। আর, দেখব হরিণরা সব দলে দলে ওদিকের বনে
তরল আভাব মধ্যে ছুটে যায়, ওদের বাঁকানো শিঙে অজস্র সোনা কি

জ্বলবে না তখন ? জ্বলবে ! খুরের ঘর্ষণ লেগে কয়েক মুহূর্তে সারা বন
ভরে যাবে হীরের কুচিতে। আমি দৌড়ে গিয়ে হাত ভরে নি' আসব
কুড়িয়ে
ভোরে ঘুম ভেঙে যাবে। উঠে দেখব কেউ এসে ওই সব হীরক পুড়িয়ে
ভস্ম রেখে গেছে ঘরে। আমি সেই ভস্ম দিয়ে দেহ ভরে নেবঁ কি তখন ?

জখম

সে এসে পিপাসামুখ চেপে ধরে আমার জখমে।
আমি তৃণশয্যা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দেখি গাছের তলায়
গোল গোল পাতা সব পড়ে আছে। আজ আর তার উপর কোনো
জন্তুরা চলেনি ; শুধু সাবধানে পা ফেলে ওই মরা চন্দ্রালোক
লুকোলো গাছের পাশে। অমনি সব গাছে গাছে এক জপমালা
ঘুরে ঘুরে বলে 'আমি নমিত না আমি নমিত না—'
হঠাৎ সে কোথা থেকে চাবুকের মতো আছড়ে এসে
ফের চেপে ধরে মুখ, জখমের মধ্য থেকে আমার সমস্ত সংজ্ঞাধারা
ফেটে পড়তে চায়—আমি রুদ্ধচাপে কেঁপে কেঁপে উঠে
তার কণ্ঠা ছিন্ন করে দিতে থাকি যতক্ষণ না তার
শরীর পায়ের নীচে বসে পড়ে, যতক্ষণ না লুপ্ত হয়ে যায়
লতায়, বাতাসে···
আমি অবসাদে ভর করে করে
মাটিতে এলিয়ে পড়ি, আবার জখম থেকে কষ
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে পাতায়—তা দেখে চন্দ্রালোক
মৃত আভা সঙ্গে নিয়ে গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে যেই
আমি শিউরে উঠে ভাবি সে এসে প্রখর মুখ ফের চেপে ধরেছে জখমে!

রক্ত

হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজে দিয়ে বসে আছে পাহাড় যেখানে
তার পাশ দিয়ে দিয়ে ফাট-ধরা ভারী দেহ নিয়ে মগডালে
সরে গেল চাঁদ। দূরে, নিচুতে, তখনো উড়ছে ধ্বসে-যাওয়া চালে
সে-মেয়ের ডুরে-শাড়ি, যে ভেসে এসেছে গতবছরের বানে :

সিঁড়িতে এলিয়ে আছে, মুখে জড়িয়েছে কেশদাম—
খোলা হাত পৌঁছে গেছে জলের কিনারে, তাতে বিঁধে আছে চুড়ি ;
ঘর থেকে দ্রুত আলো এনে দেখি সে নেই—আমার দীর্ঘ ছুরি
ঘাটের পৈঠার পাশে পড়ে আছে রক্তে মাখা । আগে যদি বুঝতে পারতাম

তাহলে লণ্ঠন আনতে যেতাম না কিছুতেই । আজ মিথ্যে হাঁটুর ভিতরে
মুখ গুঁজে রাখি আর সারারাত ধরে বসে বসে
যখনই তাকাই, দেখি, সে-মেয়ে ঘাটের নিচে একহাতে শাড়ির গোছা ধরে
ছুরিতে মাখানো রক্ত পা দিয়ে তুলছে ঘষে ঘষে ।

ক্ষুধা

রাত্রি হলে বুনে দিই আমি ওর শরীরে নিমেষ ।
ও কখনো কাঁপে আর কখনো বা অনুনয়-দীপ
হাতে নিয়ে ছুটে যায় অন্য ঘরে—'শেষ তবে, আজকেই শেষ ।
এই শবদেহ আর কেউ বুকে তুলবে না, কেউ আর টিপ

দেবে না কপালে ঘষে, এত যদি বোঝো তুমি তাহলে অন্যান্য গিবিখাতে
কেনই বা ফেরাও না অশ্ব ?' ফেরাই তো ! ফেরালেই ছায়া এসে চোখের
পলক

আমার শরীরে ফেলে চলে যায় । আমি খুব নিকটে থাকাতে
দেখতে পাই ওর সারাদেহ ভরে নীল ও সবুজ পরলোক

শত দরজা খুলে ধরে । তারই ভিতরগৃহে আমার সাপিনী
অন্য পুরুষের সঙ্গে শঙ্খে মেতে আছে, আর তার পরনের
গরদ লুটোয় দূরে : সেই বস্ত্র বুকে তুলে অসহমরণে
সে যখন মরতে এল আবার, তখন হাত একবারও কাঁপেনি

তাকে তুলে নিতে, তাকে মেলে দিতে লেলিহান চিতায় চিতায়...
তাও সে দ্বিতীয় নারী কী করে বা চবিদীপ তুলে ধরে অনুনয়ে লোল ?
কী করে পায়ের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ সে-দীপ নামায় ?
কী করে বা বলে 'খোল, তোর এই ছাব্বিশ-জরা খোল—
আমি তোর দিদি, আমি, তোর দিদি—খেতে দে আমায় !'

দূরত্ব

রয়েছি দূরত্বে বসে। ঘুরে ঘুরে নেমে আসে একটি পালক।
দূরে দূরে কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া পাহাড়ের মাথায় মাথায়
ছেয়ে আসে ঘন মেঘ। তার মাঝখান দিয়ে গলা তুলে চাঁদ
ফেলে দিল উঁচু থেকে একদলা রক্তমাখা কফ।

আমি তা দু-হাত পেতে ধরে নিই। পালকের গায়ে তা মাখিয়ে
দিতেই সে-রোঁয়াগুলি জ্বলে ওঠে। আমার সমস্ত মুখ, দেহ
হু হু করে ধরে গিয়ে মাংস ঝলসানো দগদগে
লাল চামড়া বার হয়ে আসে। আমি, যেখানে সমস্ত ফলগুলি
পুড়িয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে রাখা আছে স্তূপাকার—
সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝলসানো ঘায়ের মধ্যে ছাই
ঘষে ঘষে দিই আর পালকটি আকাশের গায়ে
বিচিত্র ফুলকি তুলে ক্রমশ মিলিয়ে যায়—

তখন কি আমি
ভস্ম থেকে উঠে এসে পুনরায় দূরত্বে বসি না ?
তখনো কি ভাবি না যে মেঘ থেকে ঘুরে ঘুরে ঘুরে একদিন
পালকটি ঠিক নেমে আসবেই এখানে আবার ?

হাঙর

সে তার রুপোলী আত্মা হাতে দিল আমার, তখনই তার রক্ত
খরতরঙ্গের স্রোতে ভেসে যায় 'ওরে তোরা আমাকে তুলে নে, আমি মিনু…'
আমিও শিকারীনৌকা নিয়ে ছুটে তার কাছাকাছি পৌঁছে যাই
হারপুন নিক্ষেপ করি জল থেকে মাঝে মাঝে শূন্যে তোলা
খোলা দুটি হাতে
অমনি জলের থেকে চমকে উঠে আমার নৌকার পাটাতনে
আছড়ে পড়ে সারাদেহ খুবলানো হাঙর। তার ক্ষতের উপরে কাদামাটি
চেপে চেপে দিই, যাতে রক্ত থামে। তাও সে-প্রণয়স্রোত থামে না,
আমার নৌকা তার
স্রোতোভারে ঘুরে যায়, সম্পূর্ণ কম্পাসহারা ঠিকরে পড়ে
পাহাড়ের গায়ে
আর সে-হাঙর এক মুহূর্তে অক্ষতদেহ ফিরে পেয়ে তার নিজ স্রোতে
রুপোলী ঝলক তুলে নেমে যায়, আমি একা নৌকার তলায়
তার ফিরে যাওয়া দেখি অন্যান্য মাছের দাঁতে টুকরো হতে হতে…

কর্কট

আমি মাঝখানে আর দুপাশে দুই মা শুয়ে আছে।
পাথরদেওয়ালে এসে ধাক্কা খেয়ে ফেরে বৃষ্টিছাট—
এই অজগর বন ঘিরে আছে আমাদের, পাছে
আমরা শিকারীর মুখে পড়ে যাই। আমি এই দেহ থেকে কাঠ

খুলে নিয়ে মাঝে মাঝে গুঁজে দিয়ে আসি ওই দরজার আগুনে—
যাতে সে না আসে। তবু পাথরদেওয়াল বেয়ে হঠাৎ কীভাবে খড়খড়
আওয়াজ উঠেছে? কেউ এগোচ্ছে শরীর ঘষে ঘষে? আমি সেই
শব্দ শুনে
লাফ দিয়ে বাইরে আসি—তখনই সে দাঁড়া দুটি বিঁধিয়েছে পায়ের উপর।

আর কেউ জানল না। দুজন মা ঘুম লেগে গুহার ভিতরে অচেতন।
বৃষ্টি থেমে গেলে পরে কেবল আকাশে দৃষ্টি ফুটে উঠল
সাতজন ঋষির ;
শোয়ানো শরীরটিও দেখা গেল আবছাভাবে—যার থেকে কর্কট কখন
জয়রক্ত খেয়ে গেছে, দেহে লেগে আছে শুধু মুমূর্ষু শিশির !

বন্ধুকে রাত্রির চিঠি

রোমশ জন্তুর মতো এসে বসে থাকি তোর ঘরে।
একদিন বল্লম এসে বিঁধেছিল শরীরে আমার—
তারপর, নিজেকে উপড়ে নিয়ে অন্য কোনো দেহের ভিতরে
বিদ্ধ হতে চলে গেছে। আজ এই ক্ষতস্থানে তার

ত্রিকোণ ফলার মুখ যেন ফিরে ফিরে আসে ডুবে যেতে মাংসের গরমে !
নির্জন জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, সারারাত্রি ক্ষরণ, ক্ষরণ···
একদিকে লতার দল ভিজে যায়, অন্যদিকে সেই ক্লেদ ক্রমে
ঝিনুকের মধ্যে গেলে বেড়ে ওঠে কোন বিষ ? কার শিশু ? সনাক্তকরণ

কখনো সম্ভব হবে ? বোধহয় না। 'আজ শুধু এসেছ বল্লম !
শরীর শিউরে তোলো···' অথচ ফলার গায়ে নিচু হয়ে জিহ্বা ছোঁয়াতেই
লেগেছে লবণজ্বালা ক্ষতমুখে ! সে তবে আসেনি ? তবে সে
ওখানে নেই ?

না-ই যদি এসে থাকে তাহলে আমার জিভ কেন এরকম

ফালাফালা হয়ে গেছে ? কোন্ তীক্ষ্ণ ধারের আঘাতে ?
বেঁধানো জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, ক্রমশ ক্ষরিত হয় বিষ···
অথচ আমার সামনে বসে তুই একা একা এখনো ভাবিস
আবার আসবেই কোনো বল্লম, ফলার মুখে আমাকে জাগাতে !

রক্তমেঘ

সে আমাকে রেখে গেছে এই রক্তমেঘ দিয়ে ঢেকে।
যদি কোনদিন তার মনে পড়ে তবে বাতাসের মধ্যে ভেলা
ক্রমশ এগিয়ে আসছে দেখতে পাবো সুদূর আকাশযান থেকে।
দুখানি ফুসফুসে আমি আগুন ধরিয়ে রাত্রিবেলা

দোলাবো আকাশপথে বর্শাফলকের মধ্যে গেঁথে।
যে ভেলা পাঠালো তার দূত এসে শ্বাসযন্ত্র ছাড়া এ-শরীব
খুঁজে পাবে একদিন। তাও সেই দূত কিন্তু এমন অন্বেতে
খুশি হতে পারবে না। খুঁজে খুঁজে বাতাসতরীর

ভিতরে সে তুলে নেবে ততটুকু দেহ-অংশ, যার পুরোটাই বায়ুভূত
হয়নি এখনো। আর রোমে রোমে ভরে দেবে শত ছুঁচ, আগুনে টকটকে!
আমিও আবার কাঁপব বিষ লেগে, আবার এই অবশিষ্ট শরীরের ত্বকে
লাবণ্য জন্মাবে। আর আগে সে যেমন এসে আমার মাথার কাছে শুত

তেমনই অজান্তে ফের আমার শরীর ঢেকে ঢেকে
সমস্ত পাপড়িগুলি খুলে দেবে। আর আমি বিছানা থেকে উঠেই অন্তত
একবাব জানলায বসবো—দূর আকাশের গায়ে রক্তমেঘ দেখে
বলব অবাক হয়ে 'তুমিও কি প্রতিদিন এরকম ভোরবেলা ওঠো?'

শিবির

বন যদি শেষ তবে কে এখানে পেতেছে শিবির?
কে তবে আগুন এনে জ্বালিয়েছে পরিখার ধারে?
গাছেব ভিতর দিযে দেখা যায় টিলার ওপারে
উঠে নেমে গেছে পথ, ঘন ঝোপ দুপাশে নিবিড়।

তমসা নিজের নাম ধরে একবার ডেকে উঠে
চুপ করে গেল আর টিলা থেকে শুধু একটি ঘোড়া

ঘুরে ঘুরে নামে, তার আরোহী কোথায় করপুটে
ধরেছে রাত্রির ফল, সে জানে না। শুধু এই শিবিরে প্রহরা

দিতে ফিরে আসে রাত্রে জ্বালানো আগুন লক্ষ করে।
শিবিরে থাকে না কেউ। কেবল তমসা এসে নিজে
আগুন প্রস্তুত করে ডাক দিলে টিলার খোয়াই ধরে ধরে
নামে সে-ঘোড়াটি, যার দুচোখের কোল রক্তে ভিজে।

উন্মাদের পাঠক্রম

সমস্ত শ্মশানবন্ধুকে

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি আয় ধাত্রী ভাণ্ড খুলি তোর
লিখেছি সাতকাণ্ড আমি খণ্ড করে ফ্যাল আমাকে খণ্ড হাড় খণ্ড উরু
দ্বিখণ্ডিত বস্তিদেশ, অণ্ডকাটা শিখণ্ডিত মুণ্ডুঅলা দেহ
জগৎভূমে নৃত্য করে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য করে
অগ্নিভুঁড়ি ফাটিয়ে শেষকৃত্য করে তোর
করে না, কেউ করায় তাকে, ওঠে যে ধূম লক্ষ পাকে
যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়
হা লকলক হো লকলক ভুঁয়ে গড়ায় জ্যান্ত চোখ
কী আনন্দে স্কন্ধ ছিঁড়ে শরীরহারা কামানো এক মাথা
যায় রে যায় শূন্যপথে কাটা গলায় অগ্নি পড়ে
শেষ কামড়ে কামড়ে ধরে বক্ষহারা ভাণ্ড তোর লৌহলালা খায়

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায় রে গঙ্গায়....

সৎকার গাথা

আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম মা-র ভেসে যাওয়া দেহ
সারা গা জ্বলছে, বোন তোর মনে আছে
প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ ?
দীর্ঘ চঞ্চু, রোঁয়া ওঠা ঘাড় তুলে
এগিয়ে এসেছে অভিজ্ঞ মোড়লেরা
বলেছে—'এ-সভা বিধান দিচ্ছে, শোনো—
দাহ করবার অধিকারী নয় এরা ।'
সেই রাত্রেই পালিয়েছি গ্রাম ছেড়ে
কাঁধে মা-র দেহ, উপরে জ্বলছে চাঁদ
পথে পড়েছিল বিষাক্ত জলাভূমি
পথে পড়েছিল চুন লবণের খাদ
আমার আঙুল খসে গেছে, তোর বুক
শুকিয়ে গিয়েছে তীব্র চুনের ঝাঁঝে
আহার ছিল না, শৌচ ছিল না কারো
আমরা ছিলাম শববহনের কাজে
যে-দেশে এলাম, মরা গাছ চারিদিকে
ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল
পৃথিবীর শেষ নদীর কিনারে এসে
নামিয়েছি আজ জননীর কঙ্কাল
বোন তোকে বলি, এ-অস্থি পোড়াব না
গাছের কোটরে রেখে যাব এই হাড়
আমরা শিখি নি । পরে যারা আছে, তারা
তারা শিখবে না এর ঠিক ব্যবহার ?
সারা গায়ে আজ ছত্রাক আমাদের
চোখ নেই, শুধু কোটর জ্বলছে ক্ষোভে
আমি ভুলে গেছি পুরুষ ছিলাম কিনা
তোর মনে নেই ঋতু থেমে গেছে কবে
পুবদিকে সাদা করোটি রঙের আলো
পিছনে নামছে সন্ধ্যার মতো ঘোর
পৃথিবীর শেষ শ্মশানের মাঝখানে
বসে আছি শুধু দুই মৃতদেহ-চোর !

শিক্ষা

শিক্ষা নাও শিক্ষা এই উন্মাদের পাঠক্রম
খুলে দিলাম আজ থেকে
ছাত্রদের সংখ্যা কম

খাদ্যহীন মাংসভুক, সূক্ষ্ম কাজ কামড়ে খাও
এই দিলাম অন্ধকার চিৎকারের মাংসহাড়

উন্মাদের মাংসহাড় খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ
নাকের জল চোখের জল, মাতৃবুক ভগ্নীবুক
খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ জ্বলছে ভোগ রোগজ্বালা
রোগ নিবুক

শান্তিজল দিচ্ছে কে ? তোমার দেশ আমার দেশ
ছাল সমেত মুণ্ডকেশ বিদেয় হও এক্ষুনি
নইলে শিক ঢুকিয়ে দিক গরম শিক দিক চোখে
শিক্ষা ঠিক হচ্ছে তো ?

কোন দেশের লোক তুমি ? আস্ত হাত আস্ত মুখ
শক্ত কাঁধ সমগ্র — কোন দেশের লোক রে তুই ?

আমার হাত আধখানা, মস্ত পেট ক্ষুদ্র পা
খাদ্যনল খণ্ডিত অর্ধেকের অর্ধেকে
তা সত্ত্বেও মাংস চাই ঝালসমেত বগবগে
ছিন্ন মুখ ভিন্ন জিভ খাদ্য চাস এক্ষুনি ?
খণ্ড জিভ গান ধরে

চিৎপটাং চিৎপটাং করছি তোর স্বাস্থ্যপান
সিদ্ধ ভাত সিদ্ধ ডাল সিদ্ধ ফল তেলছাড়া
উপড়ে আন চোখ দুখান হওয়ালয় বোলতানে
গাইছি গান চিৎপটাং অন্ধ গ্রাম প্রান্তরে
কিন্তু এই ছাত্রদল ভদ্র সব ছাত্ররা—
সবাই ঠিক বুঝছে তো ?

বুঝছে না ? আচ্ছা বেশ ! দুধভাতেই থাক তোরা—
এ্যাই পাগল, আয় পাগল আগুন দিই পুচ্ছে তোর
ভ্রমণ কর ভ্রমণ কর আকাশজল পাতালপথ
আগুন খাক পুচ্ছদ্বার রক্তভুক্ গুরুদ্বার
পোড়াক তেল ঝরাক তেল কড়ার তেল ফুটন্ত
ভ্রমণ কর উড়ছে পথ সূর্যে পথ ভ্রমণ কর
আজকে শেষ শিক্ষা শেষ
হে উন্মাদ, ভয়ঙ্কর !

আরোগ্য নার্সিংহোম

গঙ্গাজল, গঙ্গাজল, ঘোলা গঙ্গাজল
ছুঁচপাইপ, ছুঁচপাইপ, রক্ত বেরোচ্ছে
সহ্য করো, পারছি না আর, সহ্য সহ্য, অস্ত্রচিকিৎসক
মূত্রজল, মূত্রজল, আঃ মূত্রজল আমি দম নিতে পারছি না

ছাড়ো আমার শয্যা, আমি আজকেই পালাব
খুলে নিচ্ছে পাইপ, মেঝে রক্তে ভেসে গেছে
তিন ঘণ্টা, সাত ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা মুখের ওপর
জ্ঞানশোষক তীব্র ক্লোরোফর্ম
মুখের ওপর বিশাল পেট, দয়ালু রাক্ষসী
পা কই তোর, হাত কোথায়, কেবল বুক বিকট ভারী, বিষকুম্ভ
কোথায় মুখ—না তোর মুখ নেই

এইমাত্র জ্ঞান ফিরল ; ভাই এসেছিস ? ভাস্করদা ? ওষ্ঠে ভেজা তুলো
মা আসবে না ? গন্ধ, গন্ধ, তীব্র কটু, বজাই আমায় দাঁড় করিয়ে দাও
প্রথম ফোঁটা, দ্বিতীয় ফোঁটা, সাত-আট-নয়, কী দুর্বল ধারা
চক্ষু থেকে জিহ্বা থেকে, নাসাবন্ধ্র পুরুষনল, প্রতিটি রোম থেকে
মূত্র ঝরে মূত্র ঝরে মূত্র ঝরো ঝরে যা তুই মুক্তজল, উপচে
পড়ু বালতি থেকে শান্তি শান্তি কেবিন ডুবে যাক…

মা তোমাকে বলছি আজ, ভাই তোকেও, বন্ধু তোমাদেরও—
এবার যদি মরেও যাই
আমাকে আর ওখানে পাঠিও না

পতন

জল জল সূর্যপথে ওঠে নামে ঢেউ সংজ্ঞাহীন
জল জল বায়ুপথে ধাবমান কিঙ্করী হাজার
ধায় দিগবিদিক প্রাণ ধায় খণ্ড জ্ঞানশূন্যতায়
খায় মুণ্ডহীন খায় পায়ুমুখ রক্তপান করে

এত নীল চতুর্দিক ? তারাজলে আমি নিমজ্জিত
তল তল তল কই ভেসে ওঠা এত অসম্ভব
দাউদাউ ধাবমান উল্কা থেকে ছিটকে বেরিয়েছি
একটি ভ্রূণের জন্য ছিল ওই সমুদ্র উন্মাদ

জল জল শঙ্কাপথে কেবা তুমি তামসের জীব
হাঁ করো—গহ্বর দেখি, গ্রাসো—দেখি জারকের ক্রিয়া
পারো কিনা জীর্ণ করতে আমি জন্ম থেকে অগ্নিভুক্
আমি মাতৃভুক্ আমি কালীমাংস হজম করেছি

জল জল স্বপ্নপথে ধাবমান কিঙ্করী হাজার
ইশারা কোরো না লাস্য তাকাবার অবসর নেই
আজ লজ্জা শেষ আজ ভয় শেষ নিজের পায়ুর রন্ধ্রপথে
যাই আমি নেমে যাই নীচে কালো সমুদ্র অধীর

সমুদ্র চুরমার নীচে শতলক্ষ ঢেউ বিস্ফোরক
চূড়ান্ত পতন আসছে আরো কাছে আরো কাছে তারাচক্র বিরুদ্ধে আমার
কিন্তু হে পতন আমি অপেক্ষা করব না অতদিন আমি রক্তক্ষয়রত
থাকব না মাংসের দলা গলগ্রহ মায়ের সংসারে তার আগেই
আমি শেষ বেছে নেব শেষ আমায় বেছে নিক
তিলে তিলে তা হতে দেব না !

রাত্রি, ১৮ জুন

আমার দুঃস্বপ্নগুলি তুমি শোনো তথাগত ভয়ে আমি ঘুমোতে পারি না
রাত্রির দানবী, যার মাথা নেই তথাগত বক্ষ নেই দু-বাহু কর্তিত
আমি তার অতিকায় উদর বিদীর্ণ করে এসেছি আমার অধোদেহে
আজো তার লালাময় নাড়ি আর অন্ত্রজাল জড়িয়ে রয়েছে তথাগত
আমার আতঙ্কগুলি তুমি রাখো কিছুক্ষণ আমাকে প্রহরা মুহূর্তের
জন্য দাও আজ আমার শুক্রও শুকিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ ব্যাধিতে না তপস্যায়
দ্যাখো, এও এক অস্থিসার অভুক্ত ব্রাহ্মণ তবু সুজাতা-অন্নের অধিকার
যে কখনো পাবে না জীবনে শাস্তা তুমি জেতবনে আমাকে আশ্রয়
আজকে রাত্রির মতো দাও আমি আজীবন কৃতজ্ঞ তোমার কাছে আমি
আতঙ্কে ঘুমোই আর স্বপ্নে জেগে উঠি আজ শেষরাত্রে ছায়াচিত্রমালা
দেখাল আমার নগ্ন মুণ্ডহীন মনুষ্যশরীর
গরম পারদস্রোতে গলে গলে যাচ্ছে আর পৃথিবীর কিনার ছাপিয়ে
কোন্ কলসের মুখে পড়ছে সমুদ্ররাশি আমি তা জানি না আমি
বিগত সহস্র-এক জীবনের কথা কিছু মনে করতে পারছি না গৌতম, তুমি
শ্মশানে আমার বন্ধু ছিলে একবার তুমি বৃষ্টিতে আমার দেহ
ফেলে রেখে পালাও নি সজ্ঞানে আমি তোমাকে জানাতে চাই আজ
আমার জ্বলন্ত মাথা জেগে ওঠে উর্ধ্বাকাশে আমার জীবিত মাথা
দেহহীন পড়ে থাকে চিরকাল প্রান্তরের শেষে শুধু বিস্ফারিত চোখ
লক্ষ করে রাত্রিদের অন্ধ জলাভূমি থেকে চন্দ্রকরোটির নীচে কালো
মোষের কঙ্কালগুলি ডানা মেলে উঠেছে আকাশে····

চন্দ্রাহত

ওহো, অগ্নি এত ভালো ! দাও খেয়ে দেখি
পথিক, পথিকে এনে ফেলো সরোবরে
তীব্র শূল চলে যায় গুহ্য ভেদ করে
ওহো, ভগ্নী এত ভালো ! দাও শুয়ে দেখি

দাও ছুঁয়ে দেখি বাবা চিবিরও গঠন
বাহক চম্পট দিল , খোলো রে শিবিকা
শুধু পা বেরিয়ে আছে, পায়ে ঢালো মন
সত্যি ? তুমি সত্যি ? নাকি মূর্ছার বিকার ?

কে কার কী কার জন্য রাখো না ওসব
পেট জ্বলে যাচ্ছে বাবা দাও কিছু খাই
কী খাব কী খাব ঘরে দারাপুত্র নাই
সকলি হজম, বনে খুঁজে ফিরছি শব

যদি পাই, বাড়ি গিয়ে নিজে রান্না করি
খুলি উলটে নিলে শিরে ধকধকায় চুলো
অপূর্ব হয়েছে, খেয়ে দ্যাখো হে সুন্দরী
ব্যঞ্জন লাগবে না, এই পড়ে দিচ্ছি ধুলো

পড়ে দিচ্ছি ধুলো ভূত মুখে তুলছে ঘড়া
গায়ে পড়ছে সরষে, চোখে পড়ো চক্ষুজল
যা-কিছু পড়লাম তার অম্লমধু ফল
খেয়ে দিব্যি সুস্থ আছি সাতবাসী মড়া

হ্যাঁ, আমিও মড়া, তোমরা যা ভাবছো তা ভুল
মরলাম যখন, ওরা জ্বালাজ্যান্ত কাঠ
মুখে দিল ভরে, ওরে গুহ্যে দিল শূল
দুইমুখে আরম্ভিল গুরুবাণী পাঠ

গুরুসত্য চেখে বিশ্ব বড় মিষ্ট লাগে
ছন্দে লিখি সাদা কথা, ভূর্জে লিখি নাম
বক্ষে এত বল ছিল জানতাম না আগে
তিষ্ঠ বলি মুহূর্তকে, সূর্যে বলি 'থাম ।'

অমনি ঘোড়া থমকে যায়, মুহূর্ত তিষ্ঠোয়
লম্ফ দিয়ে পড়ে রাত্রি সূর্যশিরোপরে
দেখি আমি নিদ্রা যাই মহাচন্দ্রোদরে
এক দুই লক্ষ তারা দুইপাশে ঘুমোয়

কী ঘুম কে ঘুম আমি জানতে চাই শেষ
কী ডিমে ছিলাম কোন্ চক্ষুর তারায়
এক সপ্ত দুই সপ্ত তারাসপ্তকেশ
জানতে জানতে জানতে জ্ঞান দিগন্তে হারায়·

এসবই রাত্রির কথা, রাত্রে কী না হয়
কী না বলে উন্মাদেরা, কী না করে লোভী
বিশ্বাস যাবে না বাবা, বলি ভয় ভয়
বামন হলেও চাঁদ ধরে কিন্তু কবি !

হাবা

আগুন চিৎকার করে বলছে দাও পাত্র দাও আমি রাখতে
পারছি না নিজেকে ধাও ঘণ্টায় দুশ মাইল হাওয়া-মহেশ্বর ধরো
মা-শিলা আমাকে ধরো বক্ষে সব পাহাড়ের ব্রহ্মতাল ফেটে রক্তলাভা
পালাও শহরবাসী বন্ধুরা যা পালা—এ্যাই সমুদ্র পালাও বলছি আমি
খাক করে দেবো কিন্তু হাবা-মহেশ্বর এই রে কী বলছে ও কী বলছিস
কেউ বুঝতে পারছে না কথা আমি রোগে ভোগা ছেলে নই, এই
আগুন চিৎকার করে গলছে কাদার পিণ্ড লাল··· ফুঁসছে, গড়িয়ে যাচ্ছে
দলা দলা কালো পিত্ত কফ···অহো জগৎপতি ! কী হবে এবার ! আজকে যে
কুণ্ড ক্ষেপে গেছে—ওই তার
৯ কার লাফিয়ে উঠল মুখ মৃৎপদ্মে রাখা, মা মাগো, লেজশূল ফোঁড়ে নভোদ্বার
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে বৃষ্টি আয় বৃষ্টি ঝেঁপে অমনি কী কাণ্ড—বৃষ্টি এসে
গেল কেঁপে কেঁপে এই আগুন ফিসফিস করে নিবে আসছে নিবে তার
জিভে সাড় নেই তবু তোমার ক্ষমতা নেই আমাকে নেবাও জলোচ্ছ্বাস···

রূপ

অসংবৃত অবস্থায় দেখেছে রাত্রিকে
সূর্য তাই এখন টানে রক্তগাঁজাদম
সে বলে, 'মন ঘুরিয়ে দেবো অন্য কারো দিকে—'
কিন্তু তার শক্তি বড় কম

শক্তি কম, স্বাস্থ্য নেই—কোথায় ? কার কোলে
দগ্ধ এই সূর্য তবে রাখবে পোড়া মাথা ?
রাত্রি যদি আবারও তার কালো শরীর খোলে
ঝিল্‌কি দিয়ে জ্বলবে সব পাতা :

আগুন, পায়ে আগুন, শিরে আগুন—নিশ্চুপে
পাতারা ওড়ে রাত্রি ভরে, পুরুষ ধরে খায়
কী পাতা কেউ জানে না, শুধু সূর্য তার রূপে
পাগল হয়ে নদীর জলে মাথা ডোবাতে যায় !

জীবপুষ্পাধারে

পথ চলে যায় বলে মনে হয় ঘুমোতেও পারি
রজনীমধুতে নেমে জুড়োতেও পারি ভোলা জলজ্যান্ত পাখা
শোয়াতেও পারি রাজা হংসপাখি সাগরে বিমান এই ধ্বংসসরোবরে
ভাসাতেও পারি বাণী অঞ্জুলিকা মঞ্জুলিকা যামিনী না যেতে নৌকো
যদি বা হারায় যদি পথ চলে গিয়ে ঘোরে শ্মশানে মশানে ঘরে
থাকে না থাকে না বলে যদি
হয় সে-পথিকা হয় বিপথগামিনী তবে রজনীমধুব তলে নেমে
ছইয়ের তলায় নিশি লুকোতেও পারি নিজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই
সার সার মদের শিশিতে
কুড়োতেও পারি ফুল অন্ধকারে গন্ধ ভবা, পায়ে চুল বেধে বনাঞ্চলে
পড়ে যেতে পারি স্বপ্নে আছাড়ি পিছাড়ি দৈব পাঠালে
আকাশবাণী আমি শিবানীর
কপালে তিন নং চক্ষু ফোটাতেও জানি তাব ললাটে নয়নতারা
এঁকে-লিখে-এঁকে দিন
কাটাতেও পারি কিন্তু পেটে ভাত জোটাতে পারি না আমি
শ্রীদুর্গাসহায় বলে ভরসন্ধেবেলা
ওঠাতে পারি না মধু বৃথা পুষ্প থেকে টানি চন্দ্রকোষে কোষে আমি
মধু নাম করে বিষযোগ
ঘটাতে পারি না হানি হায চক্ষু ভরে আসে শত শত বার তবু
অক্ষি হতে অশ্রু নয়, শুক্র পড়ে, জন্মেজয় শুক্র পড়ে পড়ে এই

ধূলিতে হারায় তবে ধুলোর ছেলেকে আমি কোথা থেকে
খুঁজে বার করি ওর মা ছিল যামিনী
বাবা ভূতগ্রস্ত লোক, দেশ ভৈরবীর গানে ঘর ছেড়ে নেমেছিল পথে, সেই
পথ একা আকাশপথে উঠে গেছে রাজা হংসপাখি এই
ধ্বংস সরোবরতীরে কড়াংকড় কড়াংকড়
পক্ষ বিধুনন করে শূন্য, এক, দুই থেকে
জল মাটি জল অবধি প্রাণ অবধি গণনাঅতীত
বজ্র এসে পড়ে মুহুর্মুহু, পার্বতীর
তিন নং চক্ষু থেকে বারংবার অগ্নিলাভ করে এ-জীবন
ধন্য হয়ে গেল ছাই ধন্য ছাই ধন্য ছাই ধন্য জীব পুষ্পাধারে এসে
রোগশোকভুক্ত হয়ে কতটুকু কী বুঝলে গোঁসাই আর কী বা আশা বাকি আছে মনে
গোপন কোরো না কিছু পরিষ্কার বলে দাও সমাগত এই জগজ্জনে এই
সমুদ্রজনের কাছে প্রান্তরজনের কাছে বৃক্ষ বৃক্ষ জনে দাও
বলে আমি অতি ক্ষুদ্র ইহলোকবাসী
নাকে নল বক্ষে নল গুহ্যে পুচ্ছে নল নিয়ে শিশ্নে ফোলা জল নিয়ে বেঘোরে না পড়ি
যেন অচেনা জায়গায় আমি
এই তুচ্ছ ইহলোকবাসী
শান্তিতে মরতে চাই নিজের বাড়িতে এই ভাইবন্ধুদের মাঝখানে

কোপ

এই পূর্ণ লুপ্তাকার, এই লুপ্ত পূর্ণাকার লোপ
অর্থ নেই অর্থ নেই, ঘাড়ে মারল কোপ

অর্ধমূর্তি রক্তমূর্তি ছাগমূর্তি ধরে
লাশ ঘুরছে লাশ ঘুরছে দক্ষিণে উত্তরে

গড়ায় লাশ ধকধড়াস, ঝরায় খুন শানে
তা ধিন ধিন ধড়ফড়িং, লাশ উঠছে আস্‌মানে

লাশ রে লাশ লাশ রে লাশ
কার ধনে তুই ভাগ বসাস ?
কাদের ছেলে ছিলি রে, তোকে দেখতে ছিল কেমন ?

মা কাজ করত লোকের বাড়ি বাবার বুকে ব্যামো

রক্তব্যামো বাহ্যেবমি
এই নিয়ে বাস, বাসের জমি
কাদায়-কফে তালগোলাকার খুঁড়ছি খুঁড়ছি খুঁড়ি

মাটির তলার জ্যান্ত ঘিলু পেয়েছি এক খুরি :

কে যায় কে যায় ? কজন কজন ?
তিনদিনে দশ-দশটা হজম
দিনেকে-দিন রাতেকে-রাত বাড়ছে অগ্নিবল

এবার স্বয়ং যম-কে দেবো চুল্লু ছলোচ্ছল

২
সেই কুপিত গুপ্তাকার সেই গুপ্ত কোপ
পড়ল ঘাড়ে, বলল, 'এবার নিজের মুণ্ডু লোফ্'—

লুফছি লুফছি, লাশ খুঁজছি দক্ষিণে উত্তরে
রক্তমূর্তি যক্ষমূর্তি ছাগমূর্তি ধরে····

'খুঁজুক গে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে থাক্ না তেলে-জলে—'
পরিস্থিতি বিচার করে গোঁসাইবাবা বলে

'ছাগল যাবে কসাইখানায়, আগুনে যাবে খড
'তোর তাতে কী ?
সন্ধে-সন্ধে বাড়িতে ঢুকে পড় !'

চিৎসাঁতার

মা সমুদ্র, ভেসে আছি, ও মমতাময় অম্লধারা, নগ্নে তোর
ভেসে আছি যেন সূর্যকাল থেকে, তুলেছে বিপুল স্তম্ভজল, উঠে যাই
লাঠি লাঠি উঠে যাই, দণ্ড দণ্ড, উঠে যাই । মেঘ থেকে ধরি ইলেকট্রিক
খাই খাই ইলেকট্রিক, কী আস্বাদ হাহা স্বাদ অহো সহোদরা
আমি ওয়াক্ তুলছি আমি গলা থেকে বুক থেকে আপ্রাণ ঢেলে দিচ্ছি এই
বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দ্রাক্ষা ঝলসিত রুপোলি তরল কী গরম ।
দেখতে দেখতে লালবর্ণ, অসম্ভব, আমি এই ফুটন্ত লৌহের মধ্যে আর
ভেসে থাকতে পারছি না, চিৎসাঁতার চিৎসাঁতার, এই জন্ম থেকে রোগ রোগ
ব্যাধি ব্যাধি জন্ম থেকে, ও ক্ষমতাময় অম্লধারা খুলে যাও, ইস্পাতে
ঘুমোই ঠাণ্ডা, চাকা চাকা, গর্জিত ইঞ্জিন
ধড়ের চিৎকার শেষ, কথা শেষ, চুল চশমা শ্মশ্রু মুখ ঘিলু কাঁচগুড়ো
দিক দিক বৃষ্টিজল ধুয়ে দিক মাঠ ঘাট নগর ভাসানো বন্য জল
টেনে নিয়ে দূরতম নদীতে ফেলুক কিন্তু যখন আসব পরের বার
আমি কবিখ্যাতি চাই না, প্রীতি ও শুভেচ্ছা চাই না, না সমুদ্র চাই না তোকেও
কেবল এই মাকে চাই, কেবল এই ভাইকে চাই, বাবা যেন না মরে
শৈশবে, যেন এর চেয়ে সুস্থ দেহ নিয়ে
নিজের খাবার নিজে উপার্জন করে নিতে পারি

ঝর্না

কী ভাগ্য আমার, মেঘ থামাল আমাকে, নইলে
মরেই যেতাম, কোন্ শূন্যে উড়ে কোন্ জলে ভেসে গিয়ে
কোথায় পড়তাম কোন্ নায়াগ্রার নীচে ঘুম
ভাঙত আমার, বন্ধু থামাল আমাকে—ও রাক্ষসী
ঘুমোও আমার সঙ্গে । যদি থামিয়েছ যদি জোর করে নামিয়েছ জলে তবে
ঘুমোও না এক রাত্রি দুই রাত্রি তিন রাত্রি আমি হই ঝর্নার পাগল, বন্ধু
সে হয় আকাশ যার কপালের থেকে উড়ো চুল সরিয়ে দিয়েছি কতবার
কার মেয়ে, জানতাম না, ভেবেও দেখিনি, তাই মরেই যেতাম শত্রু
থামাল আমাকে, কী ভাগ্য আমার, এই ঝর্নাকে পেলাম, বাবা হতে
এবার পারব না কিন্তু ঝর্না তুমি পরজন্মে পেটে ধোরো ওকে....

দুগ্ধপোষ্য

দেবীকে স্নানের ঘরে ন্যাংটো দেখে
তিনদিন চোখের পাতা এক করিনি
বলো ভাই ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
পেট ফেটে বাচ্চা দিল ধাই-হরিণী
বাচ্চা দিল, বাচ্চা আমি, বাচ্চা শিশু,
বেরোলাম গর্ভ থেকে মাত্র আজই
তার আগে ছিলাম নীচে তিরিশ বছর
এখন ভাবছ সবাই গর্ভে আছি ?
না রে ভাই, গর্ভ কোথায়—স্নানের ঘরে
দেখেছি দেবী আমার ন্যাংটোপুটো
ঘি মেখে চান করাব ছাদের নীচে
ছাদ কই, মাথার ওপর মস্ত ফুটো
ফুটো রে ফুটফুটে চাঁদ তিনটি তারা
টলোমল শূন্যে দুধের পুষ্করিণী
দেবীকে দুধের তলায় একলা পেয়ে
তিনরাত চোখের পাতা এক করিনি
যদিও বাচ্চা আমি, বাচ্চা শিশু
শিশুটি জ্যান্ত দেহের মধ্যে বসে
বুকে নয়, নাড়ির মুখে মুখ লাগিয়ে
এতকাল দুগ্ধ ভেবে রক্ত চোষে
শেষে তুই পেট খসালি ধাই-হরিণী
পেট থেকে পড়েই ছেলের বুদ্ধি কত
ছ্যাঁদা কই, ছিদ্র কোথা, খুঁজতে খুঁজতে
ঘোরে চোখ, ঘুটঘুটে চোখ, কোটরগত
মেটেনি, আশ মেটেনি, দ্যাখরে সবাই
যদিও খুব খেয়েছে উদর পুরে
তবু ওই লিকলিকে ঠ্যাং উলটে এখন
সে আবার ঢুকছে পেটের গর্ত ফুঁড়ে

প্রলাপ

পাগলামি হজম করে গেলে সব মুখ বুজে সহ্য করে গেলে হালকা হেসে
হেসে ও বিস্কুট খাইয়ে, চা খাইয়ে, রিজেন্ট ৫টা, যমপুত্র এত নীচ নয় বন্ধুজনে
মনে রাখবে না বন্ধু মিঠি মিঠি বাত তুমি কবলে না সাহস দিলে
কঠোর দু-হাতে এই হাত
শক্ত করে ধরে : 'যাকে বলছেন সে কতবড় পাগল তা জানেন'—সত্যি
জানি না কিচ্ছুই মৃত্যুভয়
জয় করে ফেললাম যেন এক মুহূর্তেই সব ডাক্তার ও ডাক্তারের
পুত্র মল ঘাঁটে ডাক্তারের
বাবা মূত্র টেনে নিয়ে শিরায় চালিয়ে দেয় প্রস্রাবের রস. এর চেয়ে
অপযশ ঢের ঢের ভালো. দুব ও লিখতে পারে না কিস্যু ভালো ভালো ভালো
ফাটে না সকল পুঞ্জ মাথা ফেটে উঠে যেন শূন্যে করে মেঘ করো মেঘ, ও দেবতা,
বৃষ্টিসার ঝরো বৃষ্টিসার এ-শরীরে এই ফসলে ফসল হতে সুযোগ দিলে না আমি
একেবারে শুকিয়ে গেলাম
এমন শুকোইনি আগে, লোকে চিনতে পারছে না সর্বরোগ
হরো ব্যাধি হরো হরো ব্যোম মহাব্যোম
তুমি সব রণে সঙ্গ দাও বা না দাও আমি ভঙ্গ দিয়ে পালালাম
পারো না তোমার মতো জিৎ কোনোদিন
আমি চিৎ হয়ে পড়ছি টেবিলে টেবিলে ছুরি, ছুরিযন্ত্র, ছুঁচযন্ত্র, বাঁকানো ফরসেপ
গরমে টগবগ ফুটছে ডেকচিতে বাঁকারে, গন্ধ জ্ঞান নাশ করে, গন্ধ,
ঘ্রাণ গন্ধ, ঘ্রাণ গন্ধ, শ্বাস
বন্ধ হয়ে আসে. হাত সরাও মুখ থেকে. ঢেউ, মাথা ঢেউ. চক্ষু ঢেউ, লক্ষ লক্ষ
ঢেউ ... তবে জ্ঞান
আসবে না কখনো আর ? কোথায় এলাম গো আমি ? কে ওখানে, কে এখানে, কে ?
সারভাইভ সারভাইভ, আমি সার বুঝেছি রে ভাই
বন্ধু বিনা গতি নাই, লাইফ ইজ প্রাইসলেস, প্রাইসলেস, আমি পাই-পয়সা
আমি বন্ধুদের থেকে ধার করে
এখনো ধরিনি চুরি, ছুরিযন্ত্র টগবগ, ছুরি অস্ত্র ফালা ফালা
করে হে টেবিলে, আমি
চক্ষু বুজে থাকি আমি ছিপকে ছিপকে দেখি লিঙ্গ ভেদ করে চলে নল লাগছে
লাগছে, লাগে লাগে আর না ডাক্তারবাবু আরো চলে
চলে নল পাশে সিস্টারের
হাতে কী কোমল হালকা রোম......

এই যা বললাম সব, সমস্ত প্রলাপ জ্ঞান কোরো বন্ধু, বন্ধু নও, কবি, কভি জান-পহেচান
হয়নি তোমার সঙ্গে, মাত্র আজ হলো এই একদিনের ভালো ব্যবহার
ভুলবো না কখনো যদি শেষদিন অব্দি জ্ঞান থাকে
যে-গভীর কেশদাম জ্ঞান নাশ করে সহস্রের
তার জিহ্বা লোল, হস্ত লোল, বস্তি দেখিনি এখনো শুধু ঘোর বক্ষযুগ ওই ব্রহ্মাণ্ড যুগল
গোল শূন্যে দোল দোল দোলে যে দোদুল আজ সে আমার বুকেই পা রেখে
দাঁড়িয়ে উঠেছে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না যদি
কোনোদিন উঠে না দাঁড়াই
আমার আনন্দ এই জানিয়ে রাখলাম ভাই, আমার আদাব, শ্রদ্ধা—
ভালোবাসা নেই বলে অন্য কিছু মনে
কোরো না, দপ্তরে গিয়ে যা কিছু বলেছি তার
দোষত্রুটি মাফ করে নিও নিজগুণে

দানব

আজ সবসময় ভাবি ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিদের
পূর্বে একবার মাত্র এ-জিনিস হয়েছে আমার
তখন প্রত্যুষকাল, গাছের মগডালে কিংবা পাহাড়ের পাশে
পাথরে শুকোচ্ছি আমি মা-পাখির ত্যাগ করা ডিম

ঝড় এসে ঝাঁকাচ্ছে গাছ । বারবার জলোচ্ছ্বাস দেখা দিচ্ছে উপত্যকায়
পারতাম গড়িয়ে পড়তে , জলে ধুয়ে যেতে পারতাম কিন্তু যাইনি বলেই
দানব সন্ধ্যায় এসে সম্মুখে দাঁড়ায় . গিলে নেয়, উগরে দেয় না
প্রাতঃকালে ত্যাগ করে অপজীর্ণ খাদ্যকোষ্ঠভার

আজ খাদ্যপ্রাণ ভাবছে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি এসে বুকে উরস চাপিয়ে
নিঃশ্বাস থামিয়ে দিক, দিক শয্যা সমুদ্রে ভাসিয়ে....চার কোণে
চারটে মোম জ্বলছে, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাক নইলে সেই
দানব সন্ধ্যায় এসে আবার অখাদ্য খাবে
আবার সোৎসাহে গিলবে রক্তমলমাখা দেহভার

ভাঁড়

আলোজ্বল আলোজ্বল ভবপারে এত খোঁজাখুঁজি
সকলি কি বৃথা যায় ? যে বলে সে জ্ঞানীরও অধম !
আমাকে যে বিদ্যা থেকে, বঞ্চিত করেছ এই কৃতজ্ঞতাবশে
সকলের জন্য এই মূর্খ পদ রচনা করলাম !

বড় মুগ্ধ মোহভরা এ-সকল যৌবনের দিন
কী সরল মদগর্ব—এমন আগে কখনো দেখিনি
এ-স্নেহবঞ্চিত জনে দিলে যে মাটির ভাঁড়ে পরিপূর্ণ সুরা, তাই নিয়ে
মাথায় ঠেকাই আগে—স্বাদ গন্ধ ? সে-বিচার পরে হবে 'খন। এ-অবধি

সবই ঠিক ছিল কিন্তু যে-ভাঁড় আমার মধ্যে, শত বৎসরের বিদূষক
সে হঠাৎ কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে এটা কী রকম কথা, এ তোমার
উচিত হলো না ভায়া লোকের কথায় কভু কান দিতে আছে মিছিমিছি, এ কী তুমি
কোথা গেলে কই গেলা হাতে কালি মুখে কালি অপোগণ্ড মহাকবিরাজ !

দ্যাখো দিকি, কী কেলেচ্ছা। ওরে, তোর এই ছিল মনে, শেষে কিনা
পড়ে আছে ভাঁড়, ফুটো ভাঁড় শুধু ? নেই মা ভবানী !

খাদ্যগীতি

স্ববশে থাকে না জিহ্বা, বৃষমাংস চায়
ছাগে তার তৃপ্তি হয় না, তিক্ত মুখ মিষ্ট হয়ে যায়

স্কন্ধের কবোষ্ণ টাটকা সদ্যছিন্ন পেশি
চমৎকার গন্ধ তার, অম্ল কিছু বেশি
একবার দেখলেই তাকে মুখমধ্য জ্বলতে থাকে
মূর্ধাভেদ করে ধূম্র ঊর্ধ্বলোকে ধায়
শূন্যে আঁটা বৃষমুণ্ডে নাসিকা গর্জায়

স্ববশে থাকে না জিহ্বা অহোরাত্র নিঃসরায় শ্লোক
বলে বন্ধু তোর গৃহে হোক শুভ অনুষ্ঠান হোক
শীঘ্র বসে পড়ি খেতে একটু যদি পড়ে পেটে
আমি তো কোন ছার, কত মহা মহা অঙ্কে চক্ষু পায়
দ্যাখে দৃশ্য অসম্ভব কী দ্যাখে কী দ্যাখে
চৌদ্দপুরুষের শব উঠছে একে একে
উঠছে উঠে ভেসে যাচ্ছে, ফোকলা মুখে দাঁত গজাচ্ছে
কাঠি কাঠি হাত-পা নেড়ে খেলছে যমুনায়
আহা খাদা খাদ্য খেলছে যমুনায়

সংহার

বগলা আমার জিভ টেনে ছিঁড়ছেন। এই জিভে
আমি কত পাপ কথা গুপ্ত কথা অপরাধ কথা
কী স্বপ্নে বলেছি, হায়! কৃষ্ণরাই সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ
দুই মুহূর্তের ফাঁকে এক চক্ষু রেখে
তোমাদের খোলা দেহ, মানবমানবীরূপে তোমাদের উদ্দাম মিলন
দেখেছি, দেখিনি শুধু, হেসেছি—হাসিনি শুধু, পৃথিবীর ছাদে
দশদিন দশরাত নৃত্য করে বেড়িয়েছি—বেড়াইনি কেবল,
এক চুরমার ক্রোধে
হাওড়ার রাস্তায় আমি, বরাকর ব্রীজে আমি, নারকোলডাঙায়
ফেলেছি প্রথম লাশ, ফেলেছি দ্বিতীয় লাশ, তিন চার, সহস্র অযুত
উজ্জ্বল সোহম্ লাশ ফেলে আর ঘাড় ধরে এনেছি শিবের
গদীতে, কৈলাসধামে, উপরে নিদ্রিত মহাদেব
বাঁ পাশে ঘুমোন দুর্গা, দেয়ালে দেয়ালে দশপ্রহরণ ঝোলে চমৎকার
কীভাবে আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর, কীভাবে শবের গন্ধে
বমি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর, সেই দৃশ্য দেখে
আহ্লাদে আটখানা আমি, হ্যাঁ আমি মস্তিতে চুর, সত্যি আমি
তুড়িলাফ আনন্দে খেয়েছি আমি সে-ফুর্তির প্রাণে
গিয়েছি গড়ের মাঠে, আমি ও আমার জিভ গলিতে রাস্তায় পথে পথে
এই পুণ্য ব্রতকথা প্রচার করেছি এই মদের দোকানে ওই
টগরের ঘরে সেই অন্ধ জেলকূপে

মনের আনন্দে আমরা রাত ভোর দিয়েছি কীর্তন, সেই পাপে
বগলা আমার জিভ উৎপাটন করছেন বগলা আমার
জিভ টেনে ছিঁড়ছেন বগলা আমার জিভ ছাড়ো মরে যাচ্ছি ওয়াক্ থুঃ—
ছাড়্ মাগী ডুবে যাচ্ছি, ছাড়্ রক্ত ডুবে রক্ত, হাড় রক্ত পুবে রক্ত
লাল রক্ত পুবে···আহ্, মাগো·····

সন্ত

চলন্ত, তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, চলমান
তোমার সঙ্গেই যদি যাওয়া যেত দেহত্যাগ করে ! এই দেহ
কে বলে মন্দির ? ছ্যা ছ্যা, রাজ্যের খারাপ চিন্তা রাজ্যের আতঙ্ক সব
রোজ ভোরে রক্তপাত সোনার মন্দিরে, সন্ত, আমি বসে আছি চলমান
তোমাকে একবার আমিও দণ্ড পল মুহূর্ত বলব না, বলব
ও-পাড়ার মেয়ে গ্যাছো শ্বশুরের ঘরে কেরোসিন ভেজা শাড়ি নিয়ে, এই
তোমার সামনেই খাতা খুলে রাখলাম, এই দেশলাই ধরিয়ে
তোমার সঙ্গেই যদি জ্বলে যাওয়া যায়, জ্বলমান
তবে আদালতে আমি সত্য বই
মিথ্যা বলব না, বধূ, তুমি এই গৃহে আসোনি, কী আছে তাতে ? আমি
জ্বলন্ত তোমার পথে তাকিয়ে রয়েছি আমি
শুধু তোমাকেই হত্যা করে যাচ্ছি এ-কাগজে, ও-কাগজে, তারাপত্রিকায়····

তরণী

রক্ত চলে মাঝগঙ্গায়
ডিঙা হে ডিঙা খোলো পারানি
সংজ্ঞা হারাই নি এখনো

হাওয়ায় হাওয়া কই, বাতাসী ?
মনে তো মন নেই—তৃণদল
ও মেঘ, ভেলা বাঁধো আকাশে

জানি না, জানি না সে-তরণী
আমাকে ভাসাবে না ডোবাবে
জানি না, জল নিতে চলেছি

রক্ত চলে মাঝগঙ্গায়
রক্ত জ্বলে সাঁঝগঙ্গায়
তীরে ছলোচ্ছল তরণী

দেখেছি একবার মাত্র
স্বপ্নে একবারই দেখেছি—
ও যম, যামিনী হে, যমুনা

রক্ত জল করা এ-জীবন
তোর ওই জলহারা শরীরে
জলাঞ্জলি দিতে চলেছি

জঠর

মুখ দিয়ে তেল উঠছে জঠর পথ ভরে যায় বমনে
যা তোরা যা ওরা যাক গে সবাই পথের খাবার কেড়ে খা
দেহ নাচে দেহ পায়ের তলায় গলিত লৌহরমণী

পা মেলে দাঁড়ায় হাঁ মেলে দাঁড়ায় দেহ থেকে লোহা ঝরছে
খাও তো জিহ্বা গলে পুড়ে খাও খোলা কেশ ভরা ভস্ম
ধিক্ রে ভস্ম ধিক্ জ্বলে তোর কেশে ধিকিধিকি অঙ্গার

খাবো অঙ্গার খাই তবে ওই অঙ্গের ভরা লাবণি
হে লোহারক্ত ওঠো তলা থেকে ঘুম থেকে ওঠো জাগো রে
যা তোরা মর্ গে হ্যাঁ ওরা মরুক আমিও তো এক হাঘরে

মুখ দিয়ে সাদা বীর্য উঠছে তেজ ধক্‌ধকে চর্বি
ভাসে পথ মাটি ভাসায় সে মাঠে ভেসে যেতে যেতে বলে যায়
'কোথা রে জঠর কোথা তুই আয় আমাকে গর্ভে ধরবি !'

বাগিচা

আমার বাগিচা আমি হারিয়ে ফেললাম ওই ন-হাজার লোক
গেল উপত্যকা ছেড়ে কাজের সন্ধানে আর ফিরল না বাগিচা আমার
কোথায় হারালে তুমি এত কষ্ট পেয়ে এই জনারণ্যে নিরামিষ অরণ্যসম্পদ
যে যার নিজের মতো কেটে নিয়ে গেল ওই ন-হাজার লোক হে বাগিচা
কিছু জানতে পারলো না কী ওরা মূর্খের মতো ভেবেছিল এই বনে দাবানল
হয় কি কখনো তাই কাজের সন্ধানে গেছে ওরা ও বাগিচা
ভাগের মা-ও গঙ্গা পেল সোনালি ধূসর হালকা লাল দুগ্ধহারা সে-পানীয়
বিরাট হাঁড়ির থেকে পড়ে যাচ্ছে গরম উনোনে নাও হাতে হাতে মগ দেহাতিরা
বসে যাও সারে সারে, দেহাতি কামিন পিঠে বাচ্চা বেঁধে সারাদিন চা-পাতা ছিঁড়েছে
বাগিচা হে
তোমাকে কখনো আমি ভুলতে পারব ভাবছ ? যদি এই চোখ থেকে আগুন না পড়ে
তাহলে এক বাপের ছেলে আমি নই । জল, অশ্রু,মনঃকষ্ট,ছোঃ, তুমি ভাব কী আমায় ।
ওরা পেটে বাচ্চা নিয়ে সারাদিন খোয়া ভাঙছে কমলার কোয়া ফেটে রস ওই মরদরা মিলে
কাজের সন্ধানে ঘুরছে কে আমাকে কাজ দেবে কে আমাকে কাজ দেবে লেখা ছাড়া শিখিনি
কিছুই
কেবল তোমার পাতা ছিঁড়ে খেয়ে খেয়ে পাতা রস করে করে এত এতকাল ক্ষুৎপিপাসা
মিটিয়ে গিয়েছি আমি দেশ ছেড়ে থাকতে পারি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে
দশদিনও থাকিনি ওই দশলক্ষ লোক ঘুরছে কাজের সন্ধানে তুমি ইতিমধ্যে এসে
নিজের না হোক, অন্য কারোর বাগান আলো কোরো আমি কোলে পিঠে
তোমাকে মানুষ করব ওরা কাজ পাবে দেখো ভাই পাবে আমি পাবো আর আমার
খাওয়া নিয়ে পরা নিয়ে এত চিন্তা থাকবে না আমিও যখন
তুমি মিলনের কালে একবার আমার চিন্তা করে দেখো
আবার তোমার পেটে আসব আমি নভেম্বর দশ চুয়ান্ন-য়
সেবার এমন কষ্ট দেবো না নিশ্চিত, কথা দিলাম বাগিচা

বিবৃতি

চলেছে আগুন, আমিও চলেছি সঙ্গে
স্ত্রী-পুত্র নেই, পরিবার নিয়ে হাঁটি
পিছনে শহর, গ্রামের হাসপাতাল

কিছু নেই সব পোড়ামাটি পোড়ামাটি
আগুন নেমেছে পথে ব্যোম ভোলে ব্যোম
নাচে ধিকিধিকি নাচে ছাই, নাচে কার ?
হাতে শিঙা তার, টুপিতে বাঁকানো শিঙ—
আর ফিরবে না যে বেরোবে একবার

অথচ আমার আগুনেই ভয় ছিল
হলকা দেখেই খিল এঁটেছি দরজায়
কী তার অস্ত্র কী প্রয়োগকৌশল
পাছে দেখে ফেলি—বেরোইনি রাস্তায়

আজ আমি চলি, আগুনও চলেছে সঙ্গে
ঘর নেই কারো পথে রক্তের কাদা
মাড়িয়ে যাচ্ছি কাটা ছেলে কাটা মেয়ে
পা চেপে ধরছে কাটা হাত দড়ি বাঁধা

মাড়িয়ে ছাড়িয়ে এসেছি সে-দড়াদড়ি
আগুন আসছে ধিকিধিকি দেহ ঘিরে
মরা ভগবান পোড়া ভগবান তার
গুরুবলে নাচে মন্দিরে মন্দিরে
নাচুক না, যত খুশি নামুক না পথে
খাক না মানুষ-পোড়ানো চর্বি-তেল
তুমি কী করবে ? শুধু বিমর্ষ হেসে

দেখি কী করব ? কী করতে পারি দেখি ?
না, তাকাতে নেই মুখাগ্নি করে এসে

২

যে-গাছকে ধরে দাঁড়াতে শিখেছিলাম
কাটলাম তাকে, নেবালাম জল ঢেলে
কে বলে আমার আর কেউ রইল না ?
আজ থেকে আমি সকলের বড়ছেলে—

থামবে আগুন, থামছে সে, থেমে গেছে
আছে জল, শুধু ঘোলা জল ছাইভোলা
যদি ওই জলে কাউকে খুঁজতে যাই
কে যাবে সঙ্গে ?
কষের রক্ত মুছে
তোরা চলে আয় দাদাভাই দিদিভাই !

চল দেখি কার ঝলসানো ভিটেমাটি
কার ভাঙা গ্রাম শুয়েছে জলের কাছে
বুড়ি দিদিমণি পোড়া দিদিমণি কার
আগুনের নীচে এখনো ঘুমিয়ে আছে !

প্রণয়গীতি

এইখানে টান দাও এই এত ঠাণ্ডায়
ওই কোলে ঠাঁই দাও সজনী ও সজনী
দেখিতে না দেখিতে, কিলবিলে দিঘিতে
আমাকে ডোবাল মম আত্মীয়স্বজনই

আজ উঠে দেবী তোরে সকাতরে বলি হে
অধমে খাওয়াও তব হাড়মাস গলিয়ে
সঙ্গী ও সাথীরা, ছেলে-পিলে-নাতিরা
পেট ফুলে উলটিয়ে ছিল সবকজনই
ওঠে আজ ঠ্যাংকাটা. কে ওঠে ঘোড়ার মাথা
কে ছেলে কে মেয়ে ওরা—অলিঙ্গ অযোনি

শৃঙ্গী না শঙ্খিনী তুমি কি মানুষ নও ?
দেখি, হাত দিয়ে দেখি—এ কী, এত উষ্ণ !
কী গরম কী গরম, আনন্দে হে চরম
একাকার হয়ে যায় দিন-রাত-রজনী
নয়দ্বার ফেটে পড়ে মাথায় নৃত্য করে
ছ-জন্ম ন-জন্ম নয়-ছয়-জননী·····

জাতক

বাতাস ফেটে রাস্তা দিল মধ্যে সরু পথ
পর্বতের মাথায় বাটি রক্তমেশা তেল
তলায় আছে আগুন তার গলিত লাল তামা
উপচে ওঠে আকাশে নামে মেঘের কষ বেয়ে
এগোও যত বণিক চলো মোষের ক্যারাভান
বালিপাহাড় পেরিয়ে দিঘি মশক ভরে নাও
থেমো না উট চর্বি থেকে নিষ্কাশন করো
জমিয়ে রাখা পানীয় লাল প্রাণধারক লোহা
তলায় আছে আগুন ওঠে মগজ ভেদ করে
বাষ্প নাও পুরুষ দাও জায়াকে সন্তান
বলো যে এই নপুংসক জন্ম আর নয়

আগুন ফেটে রাস্তা দিল বিপদরঙা পথ
জলের ওপর রশ্মি পড়ে কোথায় গেছে জল
পুরনো সব বছর থাকো সমুদ্রের নীচে
হরিণ একা ঘুমোয় তার ভাই কোথায় গেল
ভাই গিয়েছে বউ আনতে দুধসাগর পার
এপারে তার নৌকো বাঁধা ওপার কিছু নেই
গাছ তখনো জন্মাওনি কীট তুমিও নয়
বিপদ সেই জাগল তার স্তম্ভে নিয়ে চাঁদ
পূর্ণচাঁদ লগ্নে টানে মারণচুম্বকে
সমুদ্রের তলার থেকে বামন মাথা তোলে
শক্তি হা হা শক্তি এই তেজমরুৎব্যোম
শক্তি হো হো শক্তি তার ধারক কিছু নেই
একক থেকে শতক থেকে লক্ষ সেলসিয়াস
কুণ্ডলিত বাতাস মেরুদণ্ডে উঠে যায়
শরীর, চাই শরীর, চাই জন্মজলধাতু
স্পার্ম লিটল স্পার্ম, ওয়ান লিটল ব্রেভ স্পার্ম
বিপদ ফেটে রাস্তা দিল পুণ্যবান পথ
রাত্রিরেখা শেষ হয়েছে পূর্বে চলো নদী
পিছন থেকে উঠছে আলো হালকা লাল ধোঁয়া
পিতার মুখ ধুয়ে যাচ্ছে রাত্রিশেষ জলে

মা আর আমি এসেছিলাম ভাই তখনো হয়নি
জন্মতারা ভরণী ছিল পর্বতের কোণে
শঙ্খমেঘে লুকিয়ে ছিল কুপিত মঙ্গল
এখন তার রক্ত ওঠে লগ্ন ভেদ করে
উঠুক, আমি ভয় করি না পূর্বে চলো নদী
আমার মুখে কে জল দেবে জানতে চাই না
কৃষক রাখো শস্য রাখো ধীবর তুমি জাল
পূর্ব রাখো ঐন্দ্রী, রাখো বারুণী পশ্চিম
শিল্পগুরু শুক্র রাখো জীবন ততদিন
কেবল যেন মায়ের মুখে আগুন দিতে পারি
শেষেও যদি না থাকে জল না থাকে আশ্রয়
থেমো না প্রাণ তোমার আছে উজ্জীবক লোহা
গলাও তাকে সেচন করো ঘাতক প্রান্তরে
গুটিয়ে আছে শক্তি, ছিলা ছিটকে উঠে যাক
বলো যে আমি জাতক আমার কবচ সহজাত
বলো যে আমি উঠেছি সেই আগুন ভেদ করে
বলো যে আমি মানুষ, আমি পুরুষ, আমি নারী
আমরা আর নপুংসক মৃত্যু মানব না

যৌবন

সব তেজ পান করে বাঁচালে আমাকে আমি
                দিন শূন্য দিন রাত্রি দিন শূন্য পায়ে
চমকে দমকে তুমি লাল সূর্য লাল চন্দ্র লাল বৃহস্পতি
আমার মঙ্গল যায় লাল শূন্যে ভেসে এই জলস্ফীত অসুরযৌবন
সাগরে সাগর ছেঁচে ফ্যালে হাত বালি বালি কাঁচ খণ্ড খণ্ড হলো হাত
তবুও হে তোমাকে পেয়েছি ওরে তোকে যে পেয়েছি এই মহাপুণ্যবলে
আস্ত নক্ষত্র একটা মাথায় পড়ুক না আমি ভাঙা রক্তমাথা নিয়ে
                দিন শূন্য দিন রাত্রি দিন শূন্য পায়ে
আকাশে আকাশে ঘুরব, তারা থেকে তারায় পা ফেলে খুঁড়ব তারা কিন্তু কিছুতেই
                বুক থেকে তোমাকে ফেলব না

কবি

আঃ, সরে যাও ঝর্নাজল সহ্য করতে পারছি না
ভালো চাও যদি পালাও, নইলে শুষে নেব এক গণ্ডূষে—

বলে সে জহ্নুকণ্ণলোক শেষকালে আর পারল না
উপড়ে ফেলল নিজের চোখ নিজের হাতের অঙ্কুশে

কোত্থেকে হাওয়া ছুটে এসে কী জানি করল কী কৌশল
দু-চক্ষু তার ভাসিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে

ছুটিতে চলল ঝর্নাদিক্‌ !

ধ্বংস

অগ্নি চির হাত রাখো পায়ে অগ্নি পড়ো ওই পায়ে পড়িমরি
মরো অগ্নি গনগনে রুটির তলায় ওই কনকনে কয়লায় চাপা
পড়ো হে পামর আমি সাধে ওকে এত ভয় করি !

অগ্নি ভীরু হাত রাখো পায়ে অগ্নি পাগলের ভাই
সারল্য সকল কথা কেড়ে নিয়ে বাতাসে মেশালে বায়ু নীল, শূন্য
লোভী, শুধু জল ধর্মগুরু—আমি যাই, তার শিষ্য হয়ে যাই !

অগ্নি স্বীয় হাত রাখো শিরে অগ্নি ঘষো তব চাঁদিতে শিরীষ
বুদ্ধি বাতলাও দেখি দুধ-ঘি উথলাও ঘরে আমি দুগ্ধ ব্যবসায়ী
নিজে খাই না সেজে দিই বাড়ি বাড়ি দুগ্ধজল পৌঁছে দিয়ে ফিরি

না তুমি ফের্বনি বাবা না পায়ে ধরনি অগ্নিভয়
জলভয় সর্পভয় ঝড়-মৃত্যু-আদিভয়ে যদি বলি
না কেহ পড়নি কভু কখনো পড়নি তা কি হয় ?

অগ্নি ফিরো হাত দ্যাখো ধীরে অগ্নি মানেবই কিনতে পারিনি বলো মানে
মাটি এক জল দুই অগ্নি মানে তিন আর বাতাস চতুর্থ ব্যক্তি
শূন্যই পঞ্চম, অর্থে পা-ধ্বনি, পাদানি ধরে ঝুলি আমি ঘুরে মরি
পায়ের সন্ধানে, চির অর্থের সন্ধানে, নীরো সুরের সন্ধানে

অগ্নি ভীরু হাত রাখো পায়ে অগ্নি পড়ো ওই পায়ে নিরুপায়
জলে মিশে যাব শূন্যে যাব তো কদিন পরে ততদিন পাঁচভূত পাঁচ হাত-পা-য়
মাভৈ মাভৈ বলে এ-মরশরীরে কই মা কই মা কই নাচে
তাথৈ তাথৈ জল নাচে জল গাহে জল থৈ থৈ মাথায়·····

কবন্ধ বিবাহ

[কবে সে কবেকার কথা তো মনে নেই ! একবছর নাকি দু-বছর ?
এক জীবন, নাকি জন্ম দুই, তিন ? (যায়, সে জন্মেরও আগে যায়)
রক্তমঙ্গলা মূত্রমঙ্গলা গর্ভমঙ্গলা দেবী হে
গুহ্যে বাস ছিল বক্ষে উঠে এলে—তোমার সঙ্গেই বিবাহ ·

ও সে কী অনুভূতি ! কী দাহ, জ্বলে দেহ, দুজন স্ত্রী-পুরুষ উভচর—
হোক রে পেট থেকে সর্প হোক তোর ষণ্ড হোক, এই
দিলাম বিষ ঢেলে দিচ্ছি এই ওঃ মরে যাই !
তোমার মুখ থেকে ষণ্ড জন্মাক । আমার মুখ থেকে শিবা হোক ।]

মাথাকে কেটে দেব পায়ে, ও-পায়ে, নিরুপায়ে
মাথায় ফোলে শিরা, ও-শির লহুভারানত
ক্ষুৎপিপাসা ভোলো ভাগ্যদেবী ওকে দিবি তো খাবে কী উপায়ে
লেখে যে কালি কই ? না লিখো কালো কথা মা লিখো লিখো শতশত

তোমাকে দেব ভাসিয়ে দেব এসেছি গঙ্গায়
গন্ধে ছিঁড়ি ছন্দে খাই রক্ত-হাড়-মাস
লুপ্ত হয়ে যাবার আগে তোমার সংজ্ঞায়
ঢুকুক জল ঢুকুক তবে নিভুক নিঃশ্বাস

মা লিখো, না লিখো না, লিখন জ্বলে শ্যামা রক্ত জিভে তোর কী লেখা
হ্যাঁ মা ও কে ঘুমোয়, ও ঘুম, ঘুম, আমি তোমাকে পাব গাঁজা চরসে
এক পা তুলে জাগে বণ্ড শিরে, খায় আকাশ থেকে তারা গিলে খায়
শৃঙ্গে গাঁথা মেঘ, শ্যাম রে তুঁহুঁ মম, উহু কী ঘন দেয়া বরষায়

না আমি বণ্ড না, তীর্থভূমিতলে হা হা রে হি হি আমি পাগলা
জলে কী কেশভার ভাসে রে ভেসে যায় শিবা যে আমি দিবানিশিতে
এলো রে এলো বেগ অণ্ডে ফোলে জল কে আছো ধরো মোরে আগলাও
ছাড়ছি, ছাড়ি, এই, মূত্রে ভাসো ওহো মুক্তি ভাসো দশদিশিতে

পেটের মাটি বুকের মাটি মাংসমদরুটি
খেয়েই বড় হলাম, আমি গোলাম নই তোর
দুদিন বাদে অসুখে পড়ি দুদিন বাদে উঠি
এখানে খুন ওখানে খুন দুদিন অন্তর

হেই লাগো লাগো ভেলকি লাগো রে ভেলকি লাগো এ-ধরণীতলে
তোমাকে ধরব জ্যান্ত ধরছি জ্যান্ত ছাড়ছি মূর্দা বলে
মুখে মলভাব ঠেলে ওঠে শূল ফুঁড়ে উঠে যায় পায়ুদ্বারে
সদর বাজারে দেহ পড়ে আর মুণ্ডু লুটোয় খালের ধারে

হেই লাগো লাগো ভেলকি লাগো রে লাগাও ভেলকি ও ভানুমতী
ঠ্যাং নেই মাথা উড়ে গেছে এল তোর দ্বারে ওই শ্মশানপতি
আদিকবি উনি আমরা তো শুনি ওঁর আবির্ভাব ব্রহ্মাশিরে
উনি নারী উনি পুরুষ একাই (কোন্ মামা, তোর কোন মাসি রে !)
ই কি অবস্থা ভিরমি খাচ্ছে ভয়ে পালাচ্ছে বাপদাদারা
মুখ দিয়ে ওঁর পিণ্ড ঝরছে পায়ুপথে বয় প্রলাপধারা

লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি শ্বশুরবাড়ি যাবা ?
লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি লেড়কি বোকা-হাবা
ভাগ লেড়কি ভাগ লেড়কি সসুরঘর থেকে
জাগ লেডকি আগ লেড়কি কেরোসিনের চিতা

বাজারেসদরে রয়েছে হাঁ করে ওরে ভানুমতী জগৎসভা
গলায় ঢোলক বাঁধবি কখন খুলবি বুকের রক্তজবা

জবার রক্ত ফেটে গল্‌গল্‌ দুধ পড়ে দুধ বিস্ফোরিত
গ্রিম-তাকে-গ্রিম আয় কাছে আয় গর্ভের ডিম ফাটিয়ে দি তোর
দুগ্ধধবল ফুটন্ত জল ধাইছে তরল মন্ত্রবলে
ভাসছে ডুবছে জ্বলছে মাংস
কে কার শিশুকে ঝলসে আনছ
যে আনছে তাকে চিনে রাখ্‌ তার লিঙ্গ উপড়ে ছুঁড়ে দে জলে
লেগেছে ভেলকি লেগেছে ভেলকি জেগেছে ভেলকি ধরণীতলে....

তবু পৃথিবীতে জন্মেছ, এই বিস্ময়ভরা ধরণী
তুমি কি কখনো প্রণয়গন্ধবনে আনন্দ করোনি ?
শরীরে অরণি রাখো নি কখনো ? তবে অনুতাপ ছেড়ে দাও, শোনো
মাঝগঙ্গায় যে পারে ডোবাতে, চাও সেই খোলা তরণী !

আমার মন বলে চাই চাই গো আমার
মন বলে চাই চাই
নয়ন মেলে দেখবো আমার
তেমন শক্তি নাই
ভয় করে ভয় চতুর্দিকে ভাইবন্ধু ভাই
শ্মশান ভরে মাটি কোপায়   মানুষ কোপায় মানুষ কোপায়
মা কোথায় মা গেল কোথায়
আমায় কে পায় আমায় কে পায় এ-দেশ কে পায় বলে
পশ্চিমে সে রক্ত তোলে পূর্বে তোলে ছাই
ছাই ভস্ম ছাই রক্ত ওঁ রক্তছাই !
রক্তে জলে ভস্মে মলে পিণ্ডে সব এক
মূত্র রসে পিত্ত কফে পিণ্ডে সব এক
কাদায়-মলে-মূত্রে-কফে পিণ্ডে এ্যাক্‌ থুঃ—

দ্যাখ্‌রে কত শক্ত হাহা শক্ত আহা শক্ত আমি দ্যাখ্‌ !

তাহলে তোরা ক-ভাইবোন ?   আগুন বায়ু জল আমরা তিন
শরীর নিতে যাস কখন ?   যখন দেখি শেষ হয়েছে দিন
কেউ কি তোদের আদেশ দিচ্ছে ?   কেউ না, এই উপত্যকায় সবাই শুধু মুহূর্ত খায়
আহার শেষে আমরা আসি ঘুমন্ত প্রাণ নিতে
আরম্ভে যা শেষেও কি তাই ?   তাহলে কেন শেষ দৃশ্যে রক্তে তোদের খড়ম ভেজা ?

তোরাই তবে ঘাতক, শুধু পোশাক পুরোহিতের !

তবে প্রাণের সংজ্ঞা শোন্ : ঘুমিয়ে ছিলি ঘুমিয়ে ঘুমসমুদ্রের তলে
জলের থেকে মাথা তুললি—জবাকুসুমসঙ্কাশং—অধোশরীর জলে
আধোশরীর মৎস্যপাখি, আধোশরীর জন্তুডানা, আরো শরীর বৃক্ষ লতা কীট
কখনো তুই শূন্যে থাকিস, কখনো গায়ে চক্র আঁকা, কখনো কাঁটা-খোলস-ঢাকা পি
কী ভূত কী বা পূর্বকথা ? যণ্ডশিবাসর্পনরজন্ম যায় যত
তত জীবন কৃতজ্ঞতা, মা লিখে বলো না লিখে বলো বলো মা শত শত

আমার মা-কে দেখিস তোরা আগুন বায়ু জল
নিজের মা-কে দেখিস সব সবার ছেলেমেয়ে
আমার ভাঙা শরীর, মাটি সবার দোষ নেয়
আমার নেবে ? আমার নেবে ? মাটির মানুষ আমি
দু-হাত নোলা, উদর ফোলা, ছোবল নেই, তাই
মাটির মানুষ আমি তোদের কোমরভাঙা ভাই

দশদিনের সৌরবিষে দশদিনের গরল জ্যোৎস্নায়
ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে উঠে বাতাসহারা বায়ুসাগর পরে
নির্জলা ও শূন্যজলে মায়ের নামে অন্ন ফেলি আধসিদ্ধ অন্ন ফেলি
বস্ত্রসুতোখণ্ড ফেলি শয্যাকুশকাণ্ড ফেলি
ফেলি রে আমি কাদার দলা মেদিনী ফেলে যাই····

পিণ্ড দেব আমি মা-কে, ও মা-কে, পরমা-কে
ভাতকাপড় দেব দেব না ভূমি ভূমি কোথা রে শির কোথা রাখি
মুণ্ড কোথা ওর ? মুণ্ড নেই ওরে নেই তো খাব কী উপায়ে
কী খাবে খাবে কী ও ? পারো তো ধরে খাও সূর্য তারা সাত পাখি
খোলা গলায় ধরো সা ধরো পা ধরো হে মা ধরো মা-কে পবমা-কে
বিবাহ দাও নিজ সঙ্গে, দেহ্ দাও অঙ্গে, যাও, ওহো মিশে যাও

অঙ্গ যাও অঙ্গ যাক
পিণ্ড দাও পিণ্ড যাক
অন্ধকার পিণ্ড জ্ঞান দিগ্বিদিকহারা
ছিটকে ওঠ ছিটকে রস
পিণ্ড এক পিণ্ড দশ
সূর্য শূল ফিনকি দিক গর্জে দিক ধারা
পিণ্ড পাক জন্ম পাক
পশুমানব বৃক্ষ কাঠ
জ্বলছে দুধ শুভ্র দুধ তারাসাগর তারা

আসতে দাও একে আসতে দাও তাকে যাকে ও তাকে মরা মা-কে
কী ঘুম ঘুমিয়েছি, ও ঘুম খাব তোকে কাঁচাই খাব খাব খাই
শূন্যে ছুঁড়ি এই পিণ্ড, কালো মাথা, দশটা মাথা খোঁজো মা-কে
লোফো তো লোফো দেখি একটা, দুটো চাঁদ, সাতটা চাঁদ সাতপাকে....

মৃত্যুমুখ

মেঘ বক্ষে তুলে নিল, কাকে ? কাকে ? অহো বক্ষোভার
গ্রহণ করেছ যি ক্ষে শয়নের আগে বলে যাই
জগতের কিছুই দেখিনি, এই লাস্যপ্রাণময় মরকাল
হাস্যপ্রাণময় আয়ু, যাও তুমি অন্ধকার সংখ্যার ভিতরে যাও
ঘুমিয়ে পড়ো গে ওই আট দশ তেরো চোদ্দ
পঁচিশ উনত্রিশ শূন্য যাও আমি
আজ থেকে ঘুমোতে যাব না নীল চন্দ্রাভাস ভরা অহো জলশূন্য ঘেরা
দ্বীপ থেকে দেখে যাব কোথায় দিবসরাত্রি এক হয়ে যাচ্ছে, শুধু
নিশিকালিন্দীর ঢেউ দিশা কই কেশরাশ ঢেউ কেশরাশ
ওই অর্ধনারীরূপী জলযান
আশ্রয় করেই আজ পেয়েছি নতুন চোখ দেখতে পাচ্ছি এখানেও
বেগশূন্য সমুদ্রবাসুকী
ফুলছে, মাথা তুলছে, আমি মৃত্যুতে সমস্ত শেষ বিশ্বাস করি না, এই
বলে যাচ্ছি ওর শিরশ্চূড়ে
ওঠে ওই উঠে যায় একা একমাত্র সূর্যচাঁদ.....

ভূতুমভগবান

আগুন খেয়ে বড় হয়েছি, সাপের বিষ খেয়ে
মনে করেছি মায়ের দুধ, দুধের চেয়ে নেশা
জীবনে আর কিছুতে নেই ; দেহ যখন বালক
বন্ধু হল আমার যত মুণ্ডহীন পাখি
কণ্ঠভরা গর্তে কথা বলল খসখস
তাদের হৃৎপিণ্ড উঠে আটকে গেলে গলায়
আমিই নীচে নামিয়ে দিই, নরম করি পালক
ওরা কোথায় খায় ঘুমোয়, কোথায় সোনা গলায়
আগুন খেয়ে মানুষ হয়েছি, আজ মানুষ খেয়ে
তাদের মেয়ে প্রসব করে কাঁসা পিতল কাঁচ
সব জননীজন্মদ্বার সেলাই করে বন্ধ
সব পিতৃপুরুষত্ব আংটা দিয়ে আঁটা
তোমার জিভ আমার জিভ জন্ম থেকে কাটা
জিহ্বা যায় ঘুরে বেড়ায় কোথা আমার মুখ
লক্ষ জিভ ঘুরে বেড়ায় : ফিরিয়ে নাও মুখে
উলটে যায় পালটে যায় : কখন হল পাখি
যখন তারা পাখি তাদের মুখ রয়েছে, বাঃ
যখন যায় যেখানে যায় সবাই তার বন্ধু
রঙবেরঙ বৃষ্টি সব বৃষ্টিভেজা মেয়ে
এখানে হও সোনার ধান ওখানে হও গাছ
গাছের নীচে ঘুমোক ছেলে, গাছতলার ঘরে
কাটিয়ে দিলো জীবন, ও তো আগুন পেয়ে বড়
বৃষ্টিভেজা মেয়েরা, যাও সবার ঘরে ঘরে
আবার সেই ছোট্ট থেকে ওকে মানুষ করো ॥

দশচক্র

রাস্তায় রাস্তায় আমি ভগবান দেখে দেখে বেড়াচ্ছি ভুতুম ওই
হাত পা কাটা ভগবান সব
কী মুখ খারাপ করছে বাপরে বাপ ! মাকে করছে বাপকে করছে করতে করতে
ফাঁক করছে দশচক্রে ভগবান সব
বাপকে মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে মায়ের সঙ্গে চৈলাকে মারুতির সঙ্গে
জোর করে শুইয়ে দিচ্ছে এক বিছানায়
আমি যদি মেয়ে হতাম ওদের আদর করে ওদের শরীর দিয়ে
শান্ত করতাম
আমি যদি হোমো হতাম তাহলে ওদের যত বাগবক্ত নিজমুখে
গ্রহণ করতাম
এই কথা বলা মাত্র স্বয়ং মা সরস্বতী—কী বলব ভুতুম আজকে
শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না—
স্বয়ং মা সরস্বতী বীণা ও পুস্তক ফেলে দু হাত দিয়ে পথ আটকে
দাঁড়ালেন আমার রাস্তায়
পরনে কিচ্ছুটি নেই, একদম ন্যাংটো শুধু আঙুলে নেলপালিশ
সরু সরু নখসুদ্ধ আঙুল
ঢুকিয়ে দিলেন চোখে, মরে গেলাম মরে গেলাম, মরতে মরতে কী দেখলাম
বলব কী ভুতুম আমি কী বলব তোমায়
দেখতে দেখতে আমি স্বয়ং ভগবান হয়ে যাচ্ছি মাকে ডাকছি বাপকে ডাকছি
চোদ্দগুষ্টিকে ডাকছি আয় আয় আয়
বাপকে মেয়ের সামনে ছেলেকে মায়ের সামনে মেরে শুইয়ে দিচ্ছি কেটে
ভাসিয়ে দিচ্ছি সব গ্রামগঞ্জ নদীনর্দমায়

নুন

আমরা তো অল্পে খুশি ; কী হবে দুঃখ করে ?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে
রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সব দিন হয় না বাজার ; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু, পুঁতবো কোথায় ? ফুল কি হবেই তাতে ?
সে অনেক পরের কথা । টান দিই গঞ্জিকাতে ।

আমরা তো এতেই খুশি ; বলো আর অধিক কে চায় ?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠাণ্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দু-ভাই মিলে সারাপাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী ? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক ।

মূলমন্ত্র

আনন্দ, জিঘাংসাবলে মূলমন্ত্র যদি বলীয়ান
কে তোর শাসনকর্তা ?—মোহযন্ত্রযান ॥

জিঘাংসা, আনন্দবলে যদি উচ্চে ওঠে তোর জল
কে তাতে ঝলমল করে ?—চন্দ্রালোকে মমতাজমহল ॥

আনন্দ, ঘাতকভগ্ন, কে তোমারে বক্ষে নিতে পারে ?
যে মোড়ায় মাথাখানি রতিসুখসারে ওগো রতিসুখসারে ॥

ঘাতক, আনন্দভগ্ন, তুমি বললে শুনবে না, কে আছেন এত সাধবী-সৎ ?
অঙ্গুলি হেলন করো, পঙ্গু পশ্চাৎপক একলম্ফে লঙ্ঘাবে পর্বত ॥

পঙ্গু হে, পশ্চাৎ বললে ; মনে বড় কষ্ট লাগল, দ্যাখো পাল্টা অগ্র উচ্চারণে
চিনিখণ্ড ধাবমান পিপীলিকা প্রতি আর মধু কান্দে মক্ষিকার সনে ॥

আনন্দে জিঘাংসা কান্দে, বহো তার নয়নে কী ধার !
রাস্তায় চেকপোষ্ট রহো, মনে রহো মধুবালা, মরুতীর্থে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ॥

হে তীর্থ, স্মরণমাত্র কী আনন্দ—কত লোক, সহজে তো কহন না যায়
পূর্ব ও পশ্চাৎমুখে প্রচণ্ড কীর্তন করছে কামড়াকামড়ি দুই সম্প্রদায় ॥

তুই তার মধ্যে কার সমর্থক, সূত্রধার ? যতদিন দেহে থাকছে প্রাণ
ততদিন নিরপেক্ষ : আনন্দ জিঘাংসা অন্ধ, হাত বোলাও, সমান সমান ॥

দিবানিদ্রা

হিংসের গাছ···· তোমার তলায়
একশো টাকার··· নোট পেতে আজ
ঘুমোচ্ছি আর···· ধনরত্নের
টুং টাং টুং···· মিষ্টি আওয়াজ
শুনতে পাচ্ছি···· গল্পের গোরু
আমার সামনে···· চরে বেড়াচ্ছে
গাছেও উঠছে···· কল্পতরুর
ডাল থেকে তার···· বাঁট দোলাচ্ছে
টুপ টাপ টুপ···· গাছ থেকে পড়ে
সন্দেশফল···· সন্দেশ পাতা
একশো টাকার···· নোট পেতে আমি
ঘুমোচ্ছি আর···· স্বপ্নে উড়ছে
ফুটো ফুটো সব···· গর্ত, গর্ত
কাঁথা কম্বল···· কম্বল কাঁথা····

শিল্পী

অন্ধকারে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ আমার এই অকস্মাৎ আলমারির গা-য়
'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' বিদ্রূপ আমার বলো তুমি থাকলে আমার জায়গায়
কী করতে যখের ধন অন্ধকারে একগেলাস বিদ্রূপ আমার আমরা
একগেলাসের
ইয়ার, অনন্তমূর্তি ধরলাম ফূর্তির কালে হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের
গন্ধ পাঁউ ঠানদিদির থলে থেকে অকস্মাৎ বনবেড়াল একগরাস
বিদ্রূপ আমাকে
গ্রাস করতে ছুটে আসছে, চলো বৃষমধ্যে যাই বৃষজন্মে ছুটতে ছুটতে
গুহাগারে আলতামিরা-য়
আমাকে ফুটিয়ে তুলছে শিল্পী আমি ফাটো-ফাটো
ফুটতে ফুটতে প্রাণ বাহিরায়

কোষাগার

আজ আমাদের মন নিতান্ত সরল, মনে পাপ
নেই ছিটেফোঁটা আজ নিতান্ত সরল আমাদের
মনে এসে উপস্থিত ! নামডাকা মাত্র তৎক্ষণাৎ
লাইনে দাঁড়াচ্ছি আমরা সবাই নিতান্ত সাবধান
নিতান্ত বিশ্রাম আমরা সকলেই একবিন্দু জল
একবাটি ক্ষীর আমরা পরিচয় করো আমাদের
সঙ্গে যত হতবাক শিশু যার পোষ্টাপিস খোলা
রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছি হেন চাই তেন চাই কেন
চাই তা জানি না চলো এক্ষুনি মামার বাড়ি যাই
বাপ মা যা কিনে দেবে চাঁদমুখ করে তা-ই নিয়ে
খুশি হয়ে যাব আমরা সেই বান্দা নই মামাদের
মোটরের নিচে ঢুকে তেলকালি মাখব, ভুল হলে
চড়টা চাপড়টা খেতে রাজি আমরা নিতান্ত সরল
কারো সাতে পাঁচে নেই আমাদের শিরোধার্য মামা

গায়ে রাঙা জামা ওই খাতাপত্র কোথায় ফেললেন
খুঁজে দাও 'চশমাটা যে রাখলাম কোথায়', এই যে নিন
কতক্ষণে নেবে সেই চিন্তা করে ধরো হে লক্ষ্মণ
ধরে বসে আছি আমরা দু-হাতে অকল্পনীয় ধন
থেকে থেকে ব্যয়, কিন্তু অধিকার নেই ওরে বাবা
খুঁজে দাও, গুঁজে দাও, প্যান্টে জামা, পোষ্টাপিসে চিঠি
সুন্দর সুন্দর সব খাম পোষ্টোকার্ড এনভেলাপ
খুঁজে পেতে এনে দাও নিতান্ত সরল মনে পাপ
এখনো পর্যন্ত নেই, আমরাই দেখ্‌ভাল করে থাকি
বিরাট সম্পত্তি ওঁর, আমরা সব বাচ্চা নেলিখেলি
করো আমাদের করো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যা খুশি
লাগলেও বলব না কিচ্ছু, মুখ দিয়ে তুলব গোটা গোটা
মোহর, সোনার পয়সা, তোর পায়ে, তোমার চরণে
আজো আমাদের মন নিতান্ত সরল এই মনে
তুমি উপস্থিত বলে আমরা লাইনে দাঁড়ালাম
নামডাকা মাত্র আজ সকলেই সাবধান বিশ্রাম
সরল দেবতা, নিলে আমাদের সকলের নাম
গ্রামে গ্রামে—গঞ্জে গঞ্জে—পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
আমরা ঋণ নিতে যাচ্ছি ঋণমেলায়, গলা অব্দি খেয়ে
তিনদিনে উড়িয়ে দিচ্ছি ফের নাকে কান্না 'দাও দাও'
বাপ মা তো দিল না, ওগো নিতান্ত সরল, মনে পাপ
দাও একটু, দিয়ে দ্যাখো মনে বিন্দু পাপ ছিটেফোঁটা
ধরে বসে থাকতে থাকতে একদম ফাটিয়ে দিই ওটা !

চুম্বন

নিঃশ্বাস নিতে দেব না, তোমাকে
নিঃশ্বাস নিতে দেব না
একবার যদি পাই, পুনরায়
আরবার যদি পাই
পাঁজরে পাঁজর গুঁড়ো করে দেব—ছাই !

(তা বলে আমাকে সত্যি অতটা ভেবো না)
গুড়গুড় করে মনে মনে মুচিরাম
'জয় রাম' বলে জয়রাম বলে
নিইনি কখনো তার নাম মুখে
ভবিষ্যতেও নেব না—

কিন্তু লিখব : একবার যদি হাতে পাই একা ছাতে পাই
কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

লবণ

যখন একবার একজন উঠে দাঁড়ায় তার সম্পর্কে আমি কিছুই
জানি না লবণের পাহাড়
সরিয়ে যখন একবার একজন লবণ লবণ প্রচণ্ড লবণ ঠেলে যখন
একবার একজন জাগরিত হয় তখন আমার মৃত্যুর কাল অতীত হয়ে
যায় প্রথমবার আমার
মৃত্যুর সময় সমস্ত সমস্ত সমস্তই জল আমার প্রথম সেই জলের
পূর্বে তুমি ভাসমান তুমি আমার কে আমার
কে হচ্ছেন আপনি ভগবতী
আমার সঙ্গে শোবে বলেই কি তুমি তৈরি হয়েছিলে লবণ লবণ
পুনর্বার লবণের
সমুদ্র শুকনো খটখটে লবণবালু বালুকানুন আমি কিছু বলতে
পারবো না সমুদ্র সম্পর্কে যখন
একবার একজন শুয়ে পড়ে তার দ্বিতীয় মৃত্যুর কাল আসন্ন
হয় তখন সমস্ত
সমস্ত সমস্তই মাটি সেই সেই মাটিতে কত সুন্দর সব গাছ কেবল
গাছই নয় গাছের নিচে নিচে
নরম সব পুষ্করিণী পাতা যখন সে মরছে আমি ভূমিষ্ঠ
হচ্ছি তখন সমস্ত সমস্ত সমস্তই মায়ামমতা যেন সব গৌতমবুদ্ধ গাছ আমায়
ঘিরে ধরো আমায় ঘিরে ধরল আমায় ভালোবাসো আমায় ভালবাসল
আমায় গ্রহণ করো আমায় গ্রহণ করল সব পরিবার সব লোকালয় সব
সন্ততি সন্ততি সন্ততি সব সাগর……

অভাব

বাঁচে নি, বাঁচে না কেউ। শুধু শুরু হয়েছিল বলে
শেষ হলো অজন্মা এবার।
ভাড়ার বাসিন্দা দ্যাখে : সামনে মাঠ থৈ থৈ জলে—
মেয়েরা ভাসায় দীপাধার।

ভাসে না সকল নৌকা। দু-একজন শিখাই কেবল
সামলে নিতে পারে জলরাশি
তীরে উঠে ডাক দেয় : 'আয়, ভাত বেড়েছি তোদের—'
আমরা প্রসাদ নিতে আসি।

অবশ্য বাঁচে না কেউ শেষঅবধি। তবু, অতদূর থেকে এই যে তাকালে
পেট ভরলো না বটে, তাতেই তো একেবারে ভরে গেল প্রাণ
বলবার মুখ নেই। ভাড়ার বাসিন্দা তবু বলে প্রাতঃকালে
শেষকালে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে, ভগবান।

বাঁকা

মারের চোটে শুইয়ে দাও, শুয়ে আদর করো
গলায় যেই পরাও হাত—প্রেমিক জড়োসড়ো

মাটিতে দাও ঘষটে মুখ, মুখে লাগাও দড়ি
ও-মুখ যেই বক্ষে টানো—প্রেমিক থরহরি

মাড়িয়ে দাও আঙুল, মারো গোপন জায়গায়
আঘাতে যেই নামাও মুখ—প্রেমিক যায়-যায়

গিয়েও তবু যায় না, বেঁচে ওঠে সে তড়িঘড়ি
কখন হবে রাত্রি, হবে আগুনে হাতে খড়ি

হল যেদিন, বাজল বাঁশ দেখল সারা বাড়ি
বংশী হাতে দাঁড়ায় বেঁকে প্রেমিক গিরিধারী

তখন থেকে বেঁকেই আছে, এখন পড়ো-পড়ো
আদরে কিছু হবে না, ওকে চাবকে সোজা করো !

ধ্বনি

গুহার পিছনে একা বসে যে-তাপস
হাওয়া করে কবে জ্বালিয়ে রাখছে ধুনি
আমি নই, আর তুই তার কেউ নোস
তবে কেন কাছে যেতে চাস এক্ষুনি ?

জড়ো করা পাতা জ্বেলে দেবে বলে সেও
নেমে এসেছিল একদিন সমতলে
দেখেছিল এত বাঁধ দেওয়া সত্ত্বেও
রক্ত মিশছে ঘোলা গঙ্গার জলে

ভোরে জেগে ওঠে আধা মুসলিম পাড়া
গরিব মোরগ ঘোরে দানা খুঁজে খুঁজে
দল বেঁধে এল যত ছেলেছোকরারা
ওরা কি পকেট ভরবে না কার্তুজে ?

ভরেছে তো ! আর পরদিন রাত্রিতে
এসে বলেছিল—'রাক্ষুসে গোলাবাড়ি
আজো তুই যদি আমাদের কিছু দিতে
না চাস, তাহলে কেড়ে খেয়ে নিতে পারি !'

লকলকে শিখা ফাটিয়ে উঠল ছাদ
ফুলকি উড়ছে পাশে আউসের ক্ষেতে
গরম ধোঁয়ায় কেশে কেশে মরে চাঁদ
পালিয়ে চলেছে ওরা তাড়া খেতে খেতে···

তারপরে কেউ মরে ভেসে ওঠে ঝিলে
কারো আশ্রয় নৌকার ভাঙা ছই
তুমি ঘরে খিল এঁটে দিয়ে বলেছিলে :
'আমি কী করব ? তোমরা তো লড়ছই।'

কে লড়ছে ? কারো পায়ে ঢুকে যাওয়া সীসে
বেরোয় নি আর, দিনে দিনে পচে ওঠে,
বুনো লতাপাতা খেয়ে কেউ তার বিষে
ঘুরে পড়ে যায়, কাক এসে মড়া খোঁটে

এদিকে উপোস, ওদিকে গরম খই দুধ
ভোরে জেগে ওঠে আধা হিন্দুর পাড়া
গরিব মোরগ ঘুরে ঘুরে বলে : কই খুদ ?
কই ছেলেগুলো ? বাড়িতে ফেরেনি কারা ?

আর সে-তাপস, সে-ফকির, অবধূত
নিজের মাংস কেটে কেটে জ্বালে ধুনি
পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে তার ছায়াভূত .
'ওর পথ ভুল, ওর পথ খুনোখুনি !'

সে এখনো ঠিক খোঁজ জানে রাস্তার
একা সে আগুন আগলায় বসে বসে
তোর কেউ নয়, আমারও না, তবু তার
পোড়া ঘা আবার পোড়ে আমাদেব দোষে !

শীর্ষাসন

যতক্ষণ শ্বাস রয়েছে —ততক্ষণই আশ
এই আসে তো এই ভেঙে যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ॥

ততক্ষণই কলঙ্কভয়, মুখে ঝাঁটার বাড়ি
যতক্ষণ না সবার সামনে ন্যাংটো হতে পারি ॥

আকাশমুখো কুত্তা আমার ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাকে
সুযোগ পেলেই কামড়ে দেবে ঈশ্বরআল্লাকে ॥

কামড়ে দিলেই মজার ব্যাপার, কেউ নেই কোথাও
ক্রুশের থেকে নেমে ক্রাইস্ট বলেন, 'বেটা আও ॥

ভুখ লাগে তো কাঁদিস কেন, খা না আমার হাত
পা খাবে তোর বালবাচ্চা, ঘুমোবি একসাথ ॥'

বাচ্চাকাচ্চা নেই কো আমার আছে ঘোড়ার ঠ্যাং
ঠ্যাং ধরতে গিয়ে খেলাম বাচ্চা ভূতের ল্যাং ॥

যতক্ষণ শ্বাস রয়েছে—ততক্ষণই ত্রাস
এই ছিল না, এই এসে যায়, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ॥

ভূত চলে যায় ভবিষ্যতে প্রেত চলে যায় ডিমে
ডিম ফেটে যেই বেরোই আমি, আগ লাগে পিদ্দিমে ॥

পিদিম জ্বলে, পিদিম চলে, পিদ্দিমে চক্কর
গুটগুটিয়ে ঘুরে বেড়াই ছোট্ট দিগম্বর ॥

দিক দিক দিকচক্র ঘোরে দিন যে বয়ে যায়
আমায় বলে 'ছোট্ট রে তুই মস্ত হয়ে যা·····' ॥

মস্ত হয়েছি মৌলা, আমায় কে করেছে ভর
সে বলে যায় : সর্বদা তুই স্বপ্নে স্বয়ম্ভর ॥

যতক্ষণ এই শ্বাস আছে তোর শীর্ষাসনে বাস
মাথার নীচে বসুন্ধরা, দু-পায়ে কৈলাস ॥

অভিসার

প্রেম হবে বলে আজ এখানে এসেছি গাছে নতুন দোয়েল পাখি ডাকে
পুরনো দোয়েল শ্যামা নয়নে নয়ন রেখে কটুবাক্য বলে দিতে চায়
জলে দিতে চায় ওরা আমাকে হৃদয় আমি একলা শ্যামল মেয়ে হায়
পথ ভুলে এ-কোথায় এসে পড়লাম আজ শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়

ওলো ও তরুণগাছ সঙ্গ দেবে বলে শুধু পাতাভরা ডালখানি এনে
মাথায় বুলিয়ে কেন দিলে কেন দিলে আমি কোনো জন্মে দেখলাম না এমন
পুষ্কর
গা ধুতে পারলাম না আমি জল ভরতেও নয় একী গো তোমার বিবেচনা
কী করে ঘরের কাজ করি আমি কী প্রকারে মন রাখি পাঠে আজ
আমার যে গা ভরতি সোনা

খুলে খুলে পড়ে গেল বনমাঝে দস্যুদল আছোলা চালিয়ে দিলো বাঁশ—
পুলিশে উদ্ধার করল অজ্ঞান উপায়ে বলো হে প্রিয় পুলিশ
আমি তো সমস্ত ছেড়ে চলেই এসেছি আমি পা পিছলে পড়েছি
তোমার প্রণয়ে জল হাড়গোড় ভেঙেছি ওরে যত আছ হাড়গোড়
ভাঙা সব এসো পাছে পাছে
আসন গ্রহণ করো, প্রেম হবে প্রেম হবে, হরিনাম খাবলা খাবলা
হবে বলে-নদীয়াসমাজে
ডাকো রে সকলে মিলি, খোঁড়া অন্ধা কানা ডাকো, যে আছ ক্ষুধার্ত পাখি
সব শালা ডাকো গাছে গাছে

সোরা

শরীরের মধ্যে কবে ভরে রেখে দিয়েছিলি সোরা
এখন রোদ্দুর লেগে জল লেগে চামড়া সব শুকিয়ে খটখটে
খড়ি ওঠে, বালি ওঠে, ধুলো উঠে উঠে শূন্যে ঘোড়া
পা ঠোকে পাথরে। আর জল এসে আছড়ায় যে-বালুকাতটে

তারই এক গর্ত থেকে ধীরে ধীরে মুখ বাড়ায় ওরা
চুপিচুপি লক্ষ করে বন্য হাওয়া চমকাচ্ছে কেশরে
শরীরের মধ্যে তুই কবে ভরে রেখেছিলি সোরা
আজকে সেজন্য ওরা পিছিয়ে পিছিয়ে, সরে সরে

একদম খাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে বাড়াবে চোখ,
তারপর ছোরা—
বাঁকানো ইস্পাতফলা মুছে নেবে চাঁদের শ্লেষ্মায় ভেজা-ভেজা
বালির উপরে। চাইবে রেশমী কেশরগুচ্ছ কেটে নিতে।
সেদিন তোকে যা
বলেছি তা মনে কর, বল্ বল্—বল্ আমপাতা জোড়া-জোড়া

মারব চাবুক—বল্, আর দ্যাখ তোর কালো ঘোড়া
পা ঠুকেছে মেঘে। অমনি, পাথর আগুন জল ধুলো আর খড়ি
মেঘ ফেটে নেমে আসে। চামড়া পোড়ানো অস্ত্র, চামড়া পোড়ানো
কয়লা তোর-ই
বানানো চুল্লীর মধ্যে বেল্‌চা করে ঢাল্, দ্যাখ দেহের ভিতরে রাখা সোরা

দড়ির বলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মশলা হয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ওরা
আরেকটু পিছোতে গিয়ে পিছলে পড়ল সুড়ঙ্গের জলমগ্ন ঘরে·····
এ কেবল স্বপ্নদৃশ্য। এখন বালুকাতটে শুধু আধপোড়া
ঝাউগুলো মরাকাঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে, চাঁদ বমি করে বালির উপরে····

শরীরের মধ্যে তুই কবে ভরে রেখেছিলি সোরা
এখন পা ঠোকে অশ্ব ; ধুলো ওঠে, ধুলো উঠে অন্ধকারে চমকানো খদ্যোৎ···
উঠে পড়, গা থেকে সমস্ত বালি ঝেড়ে ফেলে মরা চামড়া, ওঠ—
কেরোসিন বালতি থেকে দড়ির বলগুলো সব
ঠিক ঠিক তুলে আন তোরা।

ভৌ

নাঙ্গা হওয়াই প্রবেশপত্র—নাঙ্গা করে
তাই তোমাকে ঢুকিয়ে দিলাম এই শহরে

ইচ্ছে মতন নাচো এখন মাথার ঘায়ে
বেচতে চলো মনসা এবার ঢাকের দায়ে

কিন্তু তোমার মনসা ঠাকুর কিনবে যাবা
তারাও তো সব আদেখলে, সব মরার বাড়া

সুযোগ পেলেই যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে
স্বচ্ছ আমাব চানের জলকে নোংরা করে

নোংরা কবে নোংরা করে নোংরা করে
নোংরা থুতু ছিটোয় আমার শোবার ঘরে

অবশ্য তা এই এতদূর পৌঁছয় না
একটু উঠেই হাঁপিয়ে পড়ে—উল্টো হাওয়ায়

ছিটকে লাগে ওদের গায়েই—ঘেন্না, ঘেন্না।
ওদের থুতু এই এতদূর ঢুকবেই না।

ঢুকত যদি ? ঢুকেই পড়ত ?—ওরে ব্বাপরে
(আমরা ওসব ফালতু কথায় পাত্তা দিই না)

এই তোমাকে প্রবেশপত্র দিচ্ছি, এবার
উড়বে নাকি ভাসবে নাকি ধুঁকবে রোগে

সেটা তোমার নিজের ব্যাপার, কাপড় খুলে
চৌমাথাতে ভৌমাথাতে পাক মারো গে—

আমরা ও-সব খারাপ জিনিস, অসভ্য কাজ
আবার বলছি দেখতে চাই না শুনতে চাই না

আমরা কেবল তর্ক করব টেবিল চাপড়ে
ভিখিরিদের ভিক্ষে দেওয়া উচিত কিনা ॥

আরব্যরজনী

তাদের উপরে শুয়ে আজ আমি জীবন যাত্রা করি…
তোরাও শো। শুয়ে পড়। তাহলেই একশো মজা, দর্শক আসন প্রতি
শো-এ
পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যত চক্ষু চড়কগাছ, দেখবে জিন পরী
মঞ্চে উঠে কেলি করছে। আমিই বা কম যাই কেন, আমিও দর্শক মাত্র হয়ে
চুপ চাপ বসে পড়ি পিছন সারিতে, পড়ি শুয়ে—
তখুনি আসন উড়ছে, জাদুর ঠাকুর্দা জাদু, বলছে এই আরব্যরজনী
এক্ষুনি আরম্ভ হচ্ছে, ৫ টাকা ৭ টাকা মাত্র, দ্যাখো দ্যাখো এইবার
সহস্র রজনী
একে একে খুলে যাচ্ছে, জাদুর নাতনিও জাদু, জাদু সীতা সাবিত্রী ও সতী
পরপর পরপর আসন বিছিয়ে দিচ্ছে যত পরপুরুষের প্রতি·····
আমরা জীবনযাত্রী, একগাছি দুর্বল পৈতা, দু-হাতে চার হাতে
আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে
ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ কাঁপছি সামান্য কুটোর মতো ধনধান্যে পুষ্পিত জীবনে
যখনই আহ্বান পাব, যাতে উড়ে যেতে পারি
ত্রিলোক উন্মীলিত একটি ফুঁয়ে :

ইতিহাস

আজ আমার মন যাও পথে পথে পুষ্টিসংগ্রহে
আজ আমার প্রাণ এই পথে পথে মৃত্যুনিয়মিত
আজ এমন মেঘ করল মেঘে ঢেকে যায় পুরাকাল
না-দেখে মুখস্থ বলছি আমি সে-অদৃষ্ট বঙ্গলিপি
প্রতি পৃষ্ঠা পিছু এক অঘটন ধাওয়া করে আসে

পথ হারিয়ে চলে যায় দূর অতীত চিন্তার অতীতে
প্রতি পৃষ্ঠা পিছু তার প্রমাদগণনা উল্টে গিয়ে
পরপৃষ্ঠা ধরে বসে পড়ে আমি না-দেখে নির্ভুল
বলছি, আর ভবিতব্য—বাধ্য ছেলে, সিঁথি-কাটা চুল
চুপ করে শুনে যাচ্ছে—প্রতিটি পৃষ্ঠার সমাপনে
এক একটি দুর্বিপাক তাড়া করে আসে, পরিচ্ছেদ
পার হয়ে ঢুকে যায় পরের অধ্যায়ে, ঘন বন
আগুন আবিষ্কার হচ্ছে, অস্ত্র আবিষ্কারে পথ হারিয়ে
পথ নিজে দৌড়চ্ছে, গলি তস্য গলি তস্য গলি গার্ডেনরিচ—
ছুট ছুট ছুট, ধরবে, এই ধরবে ওই ধরল, বাঁকা আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে
বাড়ি ফিরছি খেতে বসছি আরো একটি নরহত্যা করে
না করে উপায় নেই, আমি মারি তাই সে খাওয়ায়
পথে পথে বালবাচ্চা বড় করছে এই খাদ্যগুণ
সে-ও নিজে খাদ্য পায় আমাকে আদেশ দিচ্ছে বলে
যে তাকে আদেশ দেয়, তার হাত শক্ত করুন

রক্তবীজ

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
ভিক্ষে নিতে আমি আসিনি

বরং তোমাকেই ভোগ দিই
নিজের পুত্রকে ঝলসে

মৃত্যু জন্মাও হলাহল
বলির পাঁঠা বলে : কত জল

চুমুকে রসাতল শুষে নিই
চুমুকে জন্মায় জনপদ

ধরণী পদভরে টলোমল
ছুটছে শত কুচো বাচ্চা

বাচ্চা কেটে কেটে দজ্জাও
গর্ভনাশ করা বৈধ

পাগলে কী না বলে, ছাগলে
যা পায় তা-ই খায়, আজীবন

যখন মাথা কাটে পাণ্ডা
মরতে মরতে সে হেসে দেয়

এই তো, এই তার প্রতিবাদ
আসলে এই তার প্রতিবাদ

সামনে ছিটকোয় রক্ত
পিছনে কাঁচাখেকো দেবতা

সামনে শত কুচো বাচ্চা
আমরা বাপ মা কে জানি না

কিন্তু দুর্গতিনাশিনী
এবার শেষ কথা শুনে নাও

আমরা এই ছাগজন্মে
নিজেকে বলি দিতে আসিনি !

এসেছি কামদেব

খালি কেরোসিন টিন হাতে নিয়ে যে-ছেলেটি ফিরে এল বাড়ি
এসেছি কামদেব আমি তার ফর্মা নিয়ে তব কাছে
বিড়ির দোকান দিল যে-ছোঁড়াটা ঘরে যার একপাল বোন
এসেছি কামদেব আমি তার ফর্মা নিয়ে তব কাছে

সোনা, যে-বানায় চা, ছ'টা থেকে রাত্তির এগোরোটা অব্দি
এসেছি কামদেব আমি তার ফর্মা নিয়ে তব কাছে
সাইকেল সারানো চিনু, সেভেনে একসাথে পড়ত,
রাত্রিবেলা মদ খেয়ে ফেরে
এসেছি কামদেব আমি····আর সেই ছোকরা, যেটা কাঁধে লেমনেড নিয়ে
একটিবার ঘুরে তাকিয়েছে
কোন্ দিকে তা বলব না। তাকিয়েছে এই মাত্র।
ওদের বাবার দিব্যি, ওদের মায়ের
এসেছি কামদেব, শালা, নুনভাত ব্যবস্থা করো, ওদের সবার জন্য
মেয়ে দেখে দাও!

একবিংশ

গজমোতি মুক্তা চাই, পরানভরানো মুক্তা ওব
চুরি করে আনা চাই একবিংশ শতাব্দী আসিছে
কারিগর কারিগর পরানবল্লভ মুক্তাখানি
চুরি করে আনো আজি সমুদ্রে নামাও সেনাদল
মধুচোর বধূচোর ছেলেচোর সেনাদলপতি
এক বাঘিনীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে দ্যাখে
কে এক পেটের বাচ্চা, যে আজ্ঞে দুধের বাচ্চা নয়
দমাদ্দম লাথি ছুঁড়ছে উরেব্বাস ঢুকতে দিচ্ছে না!

গন্ধর্ব

এখনো গাছের নীচে শুয়ে আছে গন্ধর্ব দুজন
একদিকে ছিন্ন বেল্ট, অন্যদিকে পুরনো পিস্তল,
পাখি এসে ঠুকরে যায়, মর্চে-গুঁড়ো ঝরিয়ে যখন
উড়ে যায় ফের, দূরে, ছেড়ে আসা মৃত রণস্থল

পাহাড়তলীর কাছে ভেসে ওঠে। এলোমেলো গর্ত আর ঢিবি।
ছোটো ছোটো বুনো ঝোপে ছপটি চালাচ্ছে হাওয়া। ঘুরে উঠছে ধুলো
কারো মনে পড়বে কি হবে ও-দু-জন এসে এখানে গাছের নিচে শুল ?
একটি ঝর্নার ধারা ওদের শরীর ঘেঁষে নেমে যায়, নিচে যে-পৃথিবী

আছে, তার মধ্যে দিয়ে পথ করে ছুটে গেলে তীরে তীরে লাজুক মুখরা
মেয়েরা জল নিতে আসে। পুরুষরা মাঠে যায় রুখুসুখু গ্রামে।
সন্ধে হলে ব্রতকথা : নারায়ণ বসেছেন, লক্ষ্মী তাঁর বামে—
দুপুরে একবাটি পান্তা। রাত্রে জল খেয়ে শুয়ে পড়া।

চাল থেকে নেমে আসে রাত্তিরে বেড়াল।
খোঁজে, কোথায় পাতের এঁটোকাঁটা।
উড়ে যায় নিশিপক্ষী। বন থেকে কান্না ডাক ওঠে গলাচেরা।
বাঁশের খোলের মধ্যে বিস্ফোরক ভরে নিয়ে ওরা ডিঙিয়েছে তার কাঁটা—
এ-রকমই এক রাতে। যে ছিল ওদের মধ্যে জাদুকর্মে সেরা

সে ওদের বলেছিল, নৃত্যগীত ছেড়ে দিয়ে বেছে নাও মৃত্যুনাচগান।
সে তবে কোথায় আজ ? হাওয়া, ঝর্না জল, তোরা
সে আছে কোথায় তা জেনে দে—
একদিকে মাংসের দলা, অন্যদিকে ছিন্নভিন্ন জাদু আচকান—
ধুলো-ধুলো হয়ে গেছে আচমকা ফেটে যাওয়া হাতের গ্রেনেডে।

শুধু এ-দু-জন, এরা, মৃত রণস্থল ছেড়ে এইখানে শুয়েছিল এসে।
রোদ-বর্ষা ঢেকে যায়, পাহাড়তলীর হাওয়া
কিছু দূরে, উঁচুনিচু ঢিবি।
ওদের শরীর থেকে বারুদ স্খলিত হয়ে দিনে দিনে ঝর্নাজলে মেশে...
বল ঝর্নাজল, তুই এদের খবর করে তীরে তীরে নিয়ে পৌঁছে দিবি ?

গর্ভপাত

মাথার ওপর অন্ধ দিদির হাত
ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো, ছেলে
লাল চাদরের ঘোমটা মাথায়, পৌষ মাসের রাত
অন্ধ দিদি, কোথায় আমায় পেলে ?

ড্রেনের জলে লুকোচ্ছিলি, মাথাটা এই ছোট্ট
হাত দু-খানা এই টুকুনি, পা-টাও পুরো হয়নি
কোলে নিলাম, কোলে নিলাম, কোলে নিলাম, তোকে—
ঘুমোও ছেলে, ঘুমোও ঘুমোও, ভয় নেই

কিসের ভয় ? কাদের ভয় ? আমি তোমার থেকে
একশো বছর বড়ো
তোমার মাথা পরেছি আমি প্রথম দিন থেকে
এবার তুমি আমার মাথা পরো

নোংরা জল নোংরা জল, নোংরা কালো জল
নার্সিং হোমের শুকনো তুলো, ড্রেনের নিচে ছুরিকাঁচির আওয়াজ
হাত হচ্ছে—পা হচ্ছে—মাথা আকাশ ফেটে

হারিয়ে গেল আকাশে, শুধু লম্বা দুটো পা
মাটিতে পড়ে · এক পা যায়, দুই পা যায়, তিন পা দূরে এসে

দাঁড়ায়, বলে . 'আবার আমি আসব, এই এসেছি তোর পেটে'

কাঙাল শূন্য হাতে

যে-আসুন, খালি হাতে ফিরব না
মৃত, মৃতন যা পাচ্ছি নেব তাই
ভুলো না ও ভাইকেও দেব, ভাই দেবে তার বোনকে
যেয়ো না বড়ায়ে নেব না মনকে

এসেছি যখন, ফিরব না খালি হাতে
ধুলো ছুঁড়ে দেব মৃত্যুর গায়ে, স্বামী-ছেড়ে-যাওয়া মেয়েটির পায়ে
ও চলে আসুক আমাদের কাছে, আমি আর ভাই বেঁধে দেব ওর ঘর
এসেছে যখন আমরা দু-জন, দু-জনেই ওর বর

পেয়েছি যখন, ফেরাব না হাত খালি
বাগানকে দেব সুন্দরমতো মালী
দিন রাত্তির নেশা করে করে, যত ছেলেপুলে রাস্তায় ঘোরে
সব ধরে ধরে বাড়িতে তুলব, বাড়ি হয়ে যাক খোলা মাঠ আর
মাঠ ঘিরে দিক বন
বনে জঙ্গলে আমরা ঘুরব, প্রতিমুহূর্ত অভূতপূর্ব, আমরা ঘুরব
আমরা আমরা আমি আমি আমি আমি…

আমার সঙ্গে আমিই থাকব ওগো অন্তরযামী ।

শয়তান

থাপ্পড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব শয়তান বেজন্মা কাঁহিকা, এক
থাপ্পড়ে তোমার বাপ চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব জল কেমন জল আমরা
জানি না ভেবেছ অগ্নি রক্ত কেমন রক্ত আমরা ঠিক বুঝতে পারি এই
সকাল থেকে সন্ধে তোমার ভগমান ভগমান কবা বার করছি একটা মাত্র
নেশার জন্য এইভাবে জীবনটা ভাসিয়ে দিচ্ছ মাগনা নাকি এইবার
ঠাকুরকে ঠাকুরসুদ্ধু পাটসুদ্ধু পুরুতসুদ্ধু টান মেরে ছুঁড়ে ফেলব
তারপর তো খেল দেখবে দুমপটাস বাজি ফুটবে কাঁসর বাজাবে বিউগল

ব

পর পর তিনটে ম্যান একে কাটিয়ে ওকে কাটিয়ে একদম বক্সের মধ্যে
জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গল থেকে কিক করব বাইসিকেল কিক করছি—

বিধি

হ্যাঁ খাও ওষুধদুটি, না যেয়ো না সমুদ্রপবন
জলে পতঙ্গের আলো মরে তো মরুক চমৎকৃত
তুমি মুগ্ধ প্রাণ ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করে
শিক্ষা নিলে দিবানিশি এ-মনপবনে মধুজল
মজে তায় হাড়ি-ডোম-কবি-চিত্রী-পরস্বাপহারী
শ্যামসুন্দরের চক্ষে যদি আলো না জাগে, দিবস
তাহলে নিশাই থেকো তুমি, কারো নির্দেশে উঠো না
ইতিপূর্বদেশে, শেষে ভগবান বলে কেউ নেই

হেরো পৃথ্বী, চমৎকৃত, দৃষণে না ডুবাও চক্ষুকে
রুক্ষ চুলগুলি থাক মরুমধ্যে বিছানো শ্যামল
এমন কমলবনে না লুটাও, না করো হে খেদ
হ্যাঁ খাও ওষুধদুটি, খেতে ভালো, সমুদ্রপবনে
ভেজা ভালো দিবানিশি, ঋষিবাক্য বৃথা যায় যাক
ছাদে না ঘুমাও যুবা, ন্যাড়া ছাদ অধঃপতনের
লক্ষ্যে থাকে চিরকাল, আলিসা সরিয়ে নেয় চুপে
না খেদ কোরো না অন্নে, প্রাতঃকালে পোড়ো না ললাট

যা হয় তা হোক অদ্য, অর্ধবাক, কী হেতু ক্রন্দন ?
রন্ধনশালায় জল পড়ে অবিরাম, ধরি ছাতা .
তলায় সংসার জাগে জাগুক না, এই অশ্রু সং—
এই বাক্য নিরুপায়, ছত্রতলে সারা বর্ষাকাল
জ্বর গায়ে বসে থাকব দুটি মাত্র প্রাণী—কানে নাও
ভগবান গৃহস্থের কথা, যদি মানে না-ও থাকে
নেবে তা সমুদ্রবায়ু দেবে গাছ পড়োশির কানে
পথে পথে যাবে ঢেউ, মুখে মুখে ফিরবে ছড়াকার

যে-আলো পতঙ্গ দেয়, মরে যে-প্রণয় চমৎকৃত
মৃত, মৃত, শেষঅবধি তুমি-আমি-সে-সবাই মৃত
ভুলো না ঔষধগুলি, তাই বলি, পতিতোদ্ধারণে
যেয়ো না বড়াই করে, এত অল্পে মরে না জাতক !

এই বৃষ্টি নিরক্ষর, সমুদ্রপবন অশিক্ষিত
এই গ্রীষ্ম, শরৎ এই, রৌদ্রাভাস ভরা এ-ঔষধ
করো সেবা, সহোদর, করো মন বাক উজ্জীবিত
বলো : যা হবার হোক, আমরা এর শেষ দেখে যাব।

হাসপাতালে

স্বপ্নে স্বপ্নে মন্ত্রমুগ্ধ—মৃত্যু পাশে ফেলে
ঘুমিয়ে পড়ছ, জেগে উঠছ, ঘুমিয়ে পড়ছ আজ
আমরা তোমায় দেখতে এলাম, আমরা তোমার ছেলে
পুণ্য হলো, পুণ্য, যুবরাজ

কিন্তু তুমি যুবক নও, যুবক নেই আর
বাইরে শুধু যুবকসহ যুবতী দিকে দিকে
সন্ধেবেলা বৃষ্টি আসে, বৃষ্টিপারাবার
কেউ নেই যে ভালোবাসবে অসুস্থ কবিকে

অসুস্থ ? না মন্ত্রমুগ্ধ ? স্বপ্নমুগ্ধ সে।
স্বপ্নে স্বপ্নে পুরো একটা মানুষ পুড়ে খাক
আমরা তবু স্বপ্ন পড়ছি, মন্ত্র পড়ছি বসে ·
বালাই বালাই, অসুখ তাড়াই, অসুখ ছেড়ে যাক....

বৃষ্টি থেমে আসছে—এবার তরুণ সব ছেলে
আসবে, এসে দেখবে সেই অবাক চমৎকার ·
সদ্য-লেখা কবিতা আর সন্দেশের বাক্স পাশে ফেলে
ঘুমোচ্ছেন, ছেলেমানুষ, বিনয় মজুমদার !

কথামৃত

ঠাকুর, রামকৃষ্ণদেব, ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন
রাখাল, মাস্টার, হাজরা মহেন্দ্রাদি শিষ্য কয়জন
একপ্রকার আছি,
দেখি দূরে মর্মরিত ঝাউবন

জগতে, সাধক যারা, তাঁরা কত মাধুরী পেলেন
তার কোনো হিসেব নাই যার যার নিজের মতো করে....
আমরা মনের কথা, বহুকাল ফেলে রাখি মনে
পাছে কাক জেনে যায়, পক্ষী পাছে মনে করে কিছু
মনে ছাতা ধরে যায়, কে মন কোথায় কার ঘরে
পড়ে থাকে, নাক ডাকায়, কার কাছে কী গালাগাল শোনে
খোঁজ রাখি না,
আমরা ধরি মানে-মানে ঠাকুরের পিছু.....
দেখতে পাই বনের মধ্যে জাঙ্গিয়া পরা রাম-লক্ষ্মণ
সবুজ রং গাছপালা তীর-ধনুক কাঁধে দুই ভাই
চলে যাচ্ছেন....
বললে তো হাসবি তোরা, হাস দেখি, দু-বেলা হাসিয়ে
ফুল দেব চন্দন দেব তোদের হাসিতে। কী এমন
ক্ষতি : মজা : হাঁস : মুরগী : গোরু : বাছুর : খড় : বিচ্‌লি : ঘাস !
কী মানে ? ঠাকুর জানে। ঠাকুর অত্যন্ত বদ লোক।
খবর করবেন সব। বলবেন যা মুখে আসবে তা-ই :
তখন এক ন্যাংটা থাকতো সঙ্গে সঙ্গে—
ধনে হাত দিয়ে
ফচকিমি করতুম, হি হি—
বেরুলো আমার মধ্য দিয়ে
ঐ ঐ ন্যাংটো মূর্তি, হৈ হৈ পরমহংস বালক
পৃথিবী ঈশ্বরচন্দ্র, এই বিশ্ব সমবায় নিবাস
ন্যাংটো পরমহংস মূর্তি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাস....
আমরা কোথায় যাই ? আমরা যাই ঝাউতলা লেন
সেখানে রঙের মেলা, মস্ত করে চড়েছে ভিয়েন
(যে যা পারবি তা-ই দিবি, বখরা নিয়ে ঝগড়া নেই ভাই)
আমরা নিশ্চিত জানি রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে আমাদেরও জোর করে বসিয়ে
ঠাকুর নিজের হাতে ঠিক মিষ্টি মুখ করাবেন।

ব্যাধ

বাদল থামে শ্রাবণসন্ধ্যায়
আকাশে কলকব্জা দেখা যায়

সঙ্গে রাখো বাঁদর মারা লাঠি
কাঁটা বসানো বাঁদর মারা লাঠি

বনের নীচে কালো যন্ত্রঘর
নড়ছে কলকব্জা খড়খড়

সঙ্গে রাখো কাকমারার তীর
বিষমাখানো কাকমারাব তীর

অঙ্গে রাখো অন্য কারো মন
কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা মন

কহেন সখাসচিব গুরুভাই :
খতম করো, খতমে দোষ নাই

শুনেই তীর ছুটল, তীর কাটে
কাকের মাথা, ধর্মক্ষেতে মাঠে

শুনেই লাঠি ঘুরছে, লাঠিগুলি
ফেলছে মাঠে নরবানর খুলি

খেলছে মাঠে আমারই পরিজন
কৃষ্ণপাখি, কৃষ্ণহরিজন

দুঃখে ফাটে বক্ষ, ফাটে হাঁড়ি
মাঠের পারে মড়া ফেলার গাড়ি

গাড়ির থেকে বেরিয়ে সে এবার
ঝেড়ে ফেলছে কৃষ্ণগুরুভার

জঙ্গলে সে ঢুকছে হাঁটি-হাঁটি
মাথায় ঘাস, চোখের কোলে মাটি

করো এবার যোজনা করো তীর
ঘুমিয়ে আছে গাছে কৃষ্ণপীর

ঝুলছে সখাকৃষ্ণ মরা কাক
তোমার মন ধ্বংসে হয়ে যাক

সদলবলে গ্রামের পরে গ্রামে
কুকুর মুখো কাকবানর নামে

নামে বাদল, শ্রাবণ খান খান
আকাশে কলকজ্জা লেলিহান

আকাশে কলকজ্জা লেলিহান

ভুতুমভগবান

এই যে পতনশীল প্রাণ
এ কখন জন্ম নিল, আর
কখন ছাড়িয়ে গেল সীমা
কখন তিনভাগ হল জল
জল হয়ে জন্মাতে যাবার
আগে আমি কখন সাঁতার....
হে কখন, বৃষ্টি পড়ছিলে
বৃষ্টিতে আমি পড়ছিলাম
নীচে, আরো নীচে, মুখে আলো
ভবিষ্যৎ উপরে তাকাল
আর আমি প্রসার করি হাত
হাতে এসে লাগে বহ্নিপাত

প্রতি বহ্নি আজো চলমান
আমি, হে পতনশীল প্রাণ
দেখি, জন্ম নেওয়ার সময়
পতনে আকাশ শিলাময়,

রাত্রি ঘনজল রাত্রি ভারীজল নয়
অন্ধ জাগরুক অন্ধ জাগো উঠে পড়ো
মত্ত দেহভার মত্ত দেহহীন ভয়
রাত্রি ভরে জল রাত্রি কারো কেউ নয়

আছি সেই গোলাপে, যখন
আছি সেই পালকে, যখন
আছি সেই পর্বতে, যখন
সকল বাবা মা ভাই বোন
আকাশে অবিনশ্বর খুলি
তোরা চুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে
জ্বর এল, রাত্রির দেশ থেকে
মনে নেই সাল তারিখ নাম
বরফ বৃষ্টির একযুগ
গাছ ঢাকল বরফের ছাল
ঘুম ভাঙতে উঠতে গেছি যেই
খোলা গোলাপের মধ্যিখানে
গরম, হে ঘুমপাড়ানী মধু
আমাকে স্থাপন করলো ওম
জানলাম খুঁজে খুঁজে খুঁজে
কী আমার মৃত্যুর কারণ

রাত্রি তার গাছ উপড়ে নেয়
গাছেদের উড়তে দ্যাখে পাখি
মা ভল্লুক খুঁজছে বাচ্চাকে
ঘুমিয়ে আছি সমুদ্রে যখন
ফুটছে খুলিভর্তি ঝোল
খেলছিলি বাচ্চারা, ঠাণ্ডা লেগে
কে এল কী বিরাট ঐ ডানা
আমরা সব লুকিয়ে পড়লাম
মনে নেই নাম তারিখ সাল
আর কিছু নেই কিচ্ছু নেই....
পড়ে গেলাম, আমি পড়ে গেলাম
গায়ে লাগল গরম, তোমার
মনোমুগ্ধকর জরায়ুতে
আমি সেই গোলাপে প্রথম
কোন দেশে কোন্ কোন যুগে
কে আমার মৃত্যুর কারণ

রাত্রি ঘনজল রাত্রি ভারীজলময়
অন্ধ ঘুমায়ো না অন্ধ জাগো, উঠে পড়ো
যাত্রী তুমি ওরে যাত্রাপালা গেয়ে যাও
সন্ধ্যা হয় হয় ব্যাঘ্রবাবা দেখা দাও
ক্ষেত্র সকলের ক্ষেত্রে কেউ কারো নয়
গণ্ডগ্রাম থেকে গঞ্জে এসে বনমালী
বিক্রি করি ধান ধান্য ফেলাছড়া করি
হস্তে ফুলমালা মাল্য মারো-রাখো হরি

স্বপ্ন দেন হরি : যে মোরে বিশোয়াস করে
বাচ্চা রূপে আমি আসি হে তাহাদের ঘরে

আমাদের ঘরে ভগবান জন্মাল। আমাদের ঘরে জন্মাল ভগবান।
শক্তপোক্ত, ওজন সঠিক, চারখানা পায়ে খুর
মাথার পিছনে শিং বেরিয়েছে শিং-এর পিছনে কান
ঘোড়ার মতন—গায়ে নাল-ঝোল, আমাদের এই ঘরে
জন্মাল ভগবান।
আমি আর নদী সাক্ষাৎ করলাম। আমি আর নদী করলাম সাক্ষাৎ।
প্রথম বীর্য জলে ভেসে গেল নদী উঠে এল ডাঙাতে
আমি ছেলে চাই ছেলে চাই আমি, ইচ্ছে জানাতে জানাতে
চলেছে চলেছে চলেছে শলাকা নদী ঝাপটায় উন্মাদপাখা
নদীতল থেকে গলন্ত লোহা উঠতে উঠতে রূপান্তরিত কিরণে
আমাদের দেহ ফেটে গেল দেহমিলনে····

আকাশে তখন ঘোড়া ভেসে যায়, ভাসতে ভাসতে থমকে দাঁড়ায়
চন্দ্রে : অমনি ক্ষেপেছে, ক্ষেপে গেছে ঘোড়া, এক-পা ঠুকছে চাঁদের মাথায়
তিন পা উড়ছে শূন্যে :
খোকা হোক, খোকা হোক
খোকা হোক, খোকা হোক
মাথা ফেটে গিয়ে বেরোচ্ছে ভগবান
পায়ের তলায় ভাঙা ডিম—ভাঙা চন্দ্রের মস্তক

সেই ছেলে আজ কেমন বড়টি। মাথায় পরেছে ঘোড়ার কপোটি
ঝকঝক্ করে দাঁত! ভাগ্যিস, নদী ভাগ্যিস হলো আমাদের সাক্ষাৎ!
বাড়ি বাড়ি যায় এখন সে-ছেলে, মায়ের বদলে মাসিকেও পেলে
ছাড়ে না
মাংস খায় না, ঔরস খায়,—ডিম দেখলেই পায়ে পিষে যায়
হওয়ার আগেই যা করার করে, আমাদের মতো আস্ত মানুষ
মারে না·····

কে মারে? কাকে মারে? ক্ষাত্রতেজ এ পথে ওই পথে ব্যর্থ যায়
সত্য, শিব আর শাশ্বতের মাত্র লেজটুকু ঝাপটা দেয়
ঝাপটা দাও, আরো ধাক্কা দাও, আর ধাক্কা আসে

আমি সে-ধাক্কায় ভেঙেছি মুখ, ভেঙে তুলেছি মুখ
'জীবন, সজ্ঞানে, আত্মত্যাগে নয় সর্বগ্রাসে
সর্বভুক্ কবি, সর্বভুক্ ।'
ক্রোধ সংবরণ করো মহামহোপাধ্যায় জীবন
চুম্বকে উতলা করো, বিশ্বজনে মোহিছে চুম্বক
তুমিও মোহিত হয়ে এই তো সেদিন মধুবন
ভ্রমণ করেছ আর ভুলেছ চরমতম শোক
বন্ধু হারিয়েছ আর বন্ধু পেয়ে গ্যাছ পায়ে, পা-য়
একবার ময়ূরাক্ষী একবার মহানন্দায়
স্নান করে উঠেছ আর তারো পর কত সব পদ্মা মেঘনারা
নিজে নিজে চলে এল গ্রামের বাড়িতে আজো বইছে তোমার পথ দিয়ে
এ-বিষয়ে কিছু বলো, সে-বিষয়ে কিছু বলো যে-বিষয়ে খুশি চলো একসঙ্গে
বঁ

কী বলব ? বালভাষা ? বিরক্ত কোরো না যাও, আমি নিজ হৃৎস্পন্দ নিয়ে
ব্যস্ত আছি !

একেলা জগৎ ভুলে বসে আছি কুলুকুলু নদী
বসেছি মধ্যাহ্নকালে সতীবঙ্গ দেখা যায় যদি
ওপারে বসন ছাড়ছে সকল সোমত্ত মেয়েছেলে
ওপারে সিঁদুর মুছছে সকল সোমত্ত মেয়েছেলে
নতুন নতুন থান জড়াচ্ছে সমস্ত মেয়েছেলে
দৈবাৎ দেখেছি সেই সতীবঙ্গদেশে চোখ গেলে
দৈনিক রক্তের স্রোতে উৎক্ষিপ্ত ফুল বিল্বপাতা
আঙুল, কানের অংশ, টুকরো হাত, বাচ্চাদের মাথা
খলখল আনন্দ করছে, এখন আইনসিদ্ধ খুন
সবাই নারী ও শিশু, সকলেই নারীশিশুভ্রূণ
পথে পথে শোকযাত্রা, চলেছে পলায়মান শোক
সবাই সবাইকে বলছে তাহলে কাজের কথা হোক
আমার তো কাজ নেই, ভোলা কবি, ভোর থেকে রাত্তির অবধি
নিজ হৃৎস্পন্দ শুনছি, সামনে রক্তকুলুকুলু নদী····

হৃৎ স্পন্দন করে
এটা রইল তো ওটা রইল না, গৃহদেবতার বরে
অশান্তি রোজ অশান্তি চলে ঘরে ।
আমি সেইসব ঘরে গিয়ে জন্মাই,

ছেলে হই আমি বছর বছর, পেটে প্রকাণ্ড পিলে
শতসহস্র শিশু আমি হাড়গিলে।
ঝাড় খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছি
ঝাড় খেতে খেতে শুরু
অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছি, গুরু।
এখন আর আমি ছাড়ার পাত্র নই
হাত পা এখন শক্ত হয়েছে, দু-বেলা দু-মুঠো না-পেলে
অশান্তি করবই।

যদি অশান্তি করি   প্রতিমুহূর্ত আগুনে হালাল হরি
যদি অশান্তি করে   মুহূর্তে হৃৎস্পন্দন খসে পড়ে
খসে মুহূর্ত, পড়ে মুহূর্ত, ওঠে মুহূর্ত প্রতি
ঘেন্নায় মরে ঘেন্নায় বাঁচে সন্তান সন্ততি

ঘেন্না নয়, লজ্জা নয়, ভয় দেখালে খুলিছে কপাল
আসিছে ওয়াগন ভর্তি চালগম চালগম চাল
বাগান ভর্তি ফুল, সেই ফুল মাত্র দেবতার
না পেলে হিঁচড়ে আনো, এই রাত তোমার আমার
সব চর্ব্য, সব চূষ্য, সব সত্য, সব মিথ্যা সব মিথ্যা সব
সমস্ত সুরক্ষা ফেটে ছিটকে পড় চিরজরদ্গব।

মাটিতেজলেআগুনে ধাবমান
আগুনমাটিজলের মনপ্রাণ
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এই বর্ষা ধরো তাকে
বাতাস নাও আমার বীজ বিলোও যাকে তাকে
শুকিয়ে যাওয়া মেয়েকে দাও ফুলের সম্মান
আমরা নই কোনো ঘরের কারোর সন্তান
আমরা সব জারজ সব জারজ সন্তান
আমরা সব বুদ্ধ সব ভূতুমভগবান

আমরা যা-ই বলি ব্রহ্ম তা-ই, আজ ব্রহ্ম তা-ই   ব্রহ্ম তাই, ব্রহ্ম তা-ই
আমরা যা-ই বলি জীবিত জল, চিরজীবিত জল   জীবিতজল জীবিত জল
আমরা নিঃশ্বাস ফেলেছি, নিঃশ্বাস তুলেছি, ব্যোম   মরুৎব্যোম
আমরা রাস্তায় নেমেছি, যা-ই বলি রাস্তা সব   রাস্তা সব রাস্তা সব
আমরা বাঁকে বাঁকে গাঁজার ঠেক, পাতা পানোৎসব   পা[illegible]ৎসব

আমরা মোড়ে মোড়ে মরণফাঁদ, খোলা মরণফাঁদ
আমরা একশত একশো এক, তাই প্রবেশ অবাধ
প্রবেশ অবাধ প্রবেশ অবাধ
আমরা পাই সব কুমারী মেয়েদের স্বপ্নে পাই স্বপ্নে পাই
আমরা জানি কোন্ ফুলের ঘায়ে আজ মূর্ছা তার কেন মূর্ছা কার
আমরা পান করি সূর্যসার সূর্যসার

আমরা পান করি, আমরা প্রাণ করি মৃত্যুকে মৃত্যু কে ? মৃত্যু কে ?
আমরা নিঃশ্বাস ধরেছি, নিঃশ্বাস সৌরবল
আমরা নিঃশ্বাস, আমরা নিঃশ্বাসে জীবিত হোম
আমরা আইবুড়ো চাকুরে দিদি তার যুবতী বোন
আমরা ঘরে ঘরে পঙ্গু বাপ আর অন্ধ ভাই
আমরা যা-ই বলি ব্রহ্ম তা-ই কালব্রহ্ম তা-ই বালব্রহ্ম তা-ই
আমরা নিজেদের জায়গা চাই ।

কে দেবে জায়গা তোকে ? কার অত সময় এখন
এ-বাড়ি ভাত খেয়েছিস ও-বাড়ি-আঁচাস যখন
বাজে গাল ববম ববম বাজে গাল ববম ববম
'মানুষের মৃত্যু হলে থেকে যায় মানব যখন'
কে বাপের মৃত্যু হলে কে ছেলের চাকরি কখন
বাজে গাল ববম ববম বাজে গাল ববম ববম
দেশকাল চক্রাকারে ঘুরপাক রক্তগরম
মেজাজে বাঁচতে হলে গুলি মার লজ্জাশরম
বাজে গাল ববম ববম বাজে গাল
আগুনের চিন্তা করি আগুনের সময় কখন
আগুনের সময় এখন বলো জয় ববম ববম
বলো জয়....

জয় জয় শবোত্থান, জয় আরো একবার হেলায় আমার চন্দ্রজয়
কী ভাবে সম্ভব হচ্ছি সম্ভব হলাম আজ শরীরে রাক্ষসরক্ত বয়
মাথায় বনবন করছে একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ এই বারোভাতারী মৃত্তিকা
ঠিক জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এর ঔরসে তার ঔরসে তিনবারং ছত্রিশরকম
জয় জয় জন্মযান তিনে নেত্র চারে বেদ পিছনে পিছনে ঘুরছে যম
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়যম যমশূদ্র একাকার জাতপাত ফুটপাতে জ্যোতিষ

কে নর রাক্ষস গণ বৃষ কে বৃশ্চিকরাশি পাঁচে পঞ্চবাণ ছয়ে ঋতু
ছ-দশে রোগবালাই ষাট কোটি ষাট-ষাট্ বন্ধ এই ঋতুরুদ্ধদ্বারে
আজ খুলে গেল ছন্দ, পেট থেকে পড়েই সব খুদে খুদে নগরছাওয়াল
যা পাচ্ছে হাতের সামনে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে তোলা উঠছে দোকানে
দোকানে

গলিতে গলিতে চক্র, সুদর্শন কুদর্শন, এইটাকে লাগিয়ে দে ওইটাকে
মাথায় তোলপাড় জল ৭ সমুদ্র ৭০০ খাল সবকটা খালের ধারে
একটা করে হাত বাঁধা পা বাঁধা

উপুড়, কামড়াচ্ছে মাটি, গোগ্রাসে মৃত্তিকা গিলছে গিলতে গিলতে গুপ্ত
লাশ

এখন আর লাশ ছোঁয় না শৃগালেকুক্কুরে

এই তুমি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, ওই আমি ডিঙিয়ে যাচ্ছে, তুই গেলেন
সে যাচ্ছিস

দিন পরের দিন পরের দিন পরের দিন

তোর-পা-আমার-পা-ওর-পা পায়ের তলায় মাটি মাটির তলায় ফুটছে লোহা
পা মাটি ভেদ করে নামো, পা গলে ফুটন্ত শক্তি, ধাতু সত্য মাথা ক্ষিপ্ত
মাথা এ আকাশকল্প কল্পান্ত পেরিয়ে মাথা
তোলো

না নেই সমস্ত এই, হ্যাঁ আমি সমস্তময়, মস্তকে ঠিকরে পড়ছে
নয়ে নবগ্রহ দশে দিক

ঘিলু বিস্ফুরিত হচ্ছে মগজ মুহূর্তবীর্য গতি কী অকল্পনীয়
এক আকাশ গতি হে ঔরস

এই তারা ফেটে গেল, ওই জন্ম নিচ্ছে তারা, উঠেছে সাগরস্তম্ভ
কোটি কোটি কোটি বর্ষ আলোজলোচ্ছ্বাস

তার মধ্যে তার নীচে কত কত নীচে এই স্নেহ নিম্নগামী সেই তোরা
তোরা সব বাছা আমার সোনা আমার কয়লা আমার
লোহা আমার উদ্ভিদ আমার প্রাণী আমার প্রাণ

সেই প্রথমদিন থেকে একসাথে লড়াই করছি একসাথে খাবার খুঁজছি
পাহাড়ে জঙ্গলে, আর

আকাশে বনবন ঘুরছে ঘড়ি চক্র ঘড়ি মস্ত ঘড়ি অগ্নি ঘড়ি দিগ্বিদিক
যত বার মেরে ফেলবে, জয় জয় সব উত্থান, ততবার বেঁচে উঠব ঠিক

১ম স্বর ॥ আমরা যখন মৃত্যুর মুখে ঘুমিয়ে পড়ি
২য় স্বর ॥ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সমস্ত লেখা পড়তে চাই

৩য় স্বর ॥ আমরা যখন ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াই
৪র্থ স্বর ॥ মৃত্যুকে রেখে মাথায়, যখন প্রকাশ করি
কোরাস ॥ নিজের জীবন, বীজের জীবন—সেই মুহূর্তে
কোরাস ॥ সামনে দাঁড়ায় গুপ্তবিদ্যা ভয়ঙ্করী
—১ম স্বর ॥ মাথা ঝাড়া দেয়, চুলে জ্বলন্ত বাতাস লাগে
—২য় স্বর ॥ চুল ঝাড়া দেয়, ঝড়ে উড়ে আসে গরম ছাই
৩য় স্বর ॥ আমরা প্রবল ভস্মের মুখে লুটিয়ে পড়ি
৪র্থ স্বর ॥ আমরা তখন ভস্মের নীচে লুকোতে যাই

১ম স্বর ॥ তবুও আমরা ছাড়ি না, আমরা ভস্ম খাই
২য় স্বর ॥ আমরা সবাই দুই হাতে ভয়ভস্ম খাই
৩য় স্বর ॥ একমুহূর্তে ঢেলে দিই সব শক্তি জলে
৪র্থ স্বর ॥ পরমুহূর্তে জলজন্মের মন্ত্রবলে
কোরাস ॥ টলতে টলতে মৃত্যুর মুখে উঠে দাঁড়াই
কোরাস ॥ আমরা যখন মৃত্যুর মুখে উঠে দাঁড়াই
—১ম স্বর ॥ তলদেশে দেখি মেঘে জ্বলন্ত চন্দ্রকে
—২য় স্বর ॥ মেঘে মেঘে সব সমস্ত কিছু দেখতে পাই
—৩য় স্বর ॥ এই চাঁদ থেকে ওই চাঁদ ফেটে সেই চাঁদে
—৪র্থ স্বর ॥ লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে
স্বর ॥ আমি মৃত্যুর পরের অংশে লিখতে চাই ॥

ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা ?

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে

করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো

করেছো, অতল ; করেছিলে ; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল—ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে ,
—'পড়ে রইল যে '' পড়েই থাকত—সে-লেখা তুলবে বলে

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে ॥

স্নান

সংকোচে জানাই আজ ; একবার মুগ্ধ হতে চাই ।
তাকিয়েছি দূর থেকে । এতদিন প্রকাশ্যে বলিনি ।
এতদিন সাহস ছিল না কোনো ঝর্নাজলে লুণ্ঠিত হবার—
আজ দেখি, অবগাহনের কাল পেরিয়ে চলেছি দিনে দিনে···

জানি, পুরুষের কাছে দস্যুতাই প্রত্যাশা করেছ ।
তোমাকে ফুলের দেশে নিয়ে যাবে বলে যে-প্রেমিক
ফেলে রেখে গেছে পথে, জানি, তার মিথ্যা বাগদান
হাড়ের মালার মতো এখনো জড়িয়ে রাখো চুলে ।

আজ যদি বলি, সেই মালার কঙ্কালগ্রন্থি আমি
ছিন্ন করবার জন্য অধিকার চাইতে এসেছি ? যদি বলি
আমি সে-পুরুষ, দ্যাখো, যার জন্য তুমি এতকাল
অক্ষত রেখেছ ওই রোমাঞ্চিত যমুনা তোমার ?

শোনো, আমি রাত্রিচর । আমি এই সভ্যতার কাছে
এখনো গোপন করে রেখেছি আমার দগ্ধ ডানা ;
সমস্ত যৌবন ধরে ব্যাধিঘোর কাটেনি আমার । আমি একা
দেখেছি ফুলের জন্ম মৃতের শয্যার পাশে বসে,
জন্মান্ধ মেয়েকে আমি জ্যোৎস্নার ধারণা দেব বলে
এখনো রাত্রির এই মরুভূমি জাগিয়ে রেখেছি ।

দ্যাখো, সেই মরুরাত্রি চোখ থেকে চোখে আজ পাঠাল সংকেত—
যদি বুঝে থাকো তবে একবার মুগ্ধ করো বধির কবিকে ;
সে যদি সংকোচ করে, তবে লোকসমক্ষে দাঁড়িয়ে
তাকে অন্ধ করো, তার দগ্ধ চোখে ঢেলে দাও অসমাপ্ত চুম্বন তোমার··
পৃথিবী দেখুক, এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি
সভ্য পথচারীদের আগুনে স্তম্ভিত করে রেখে
উন্মাদ কবির সঙ্গে স্নান করছ প্রকাশ্য ঝর্নায় !

'আমরা মৃত্যুর আগে—'

মধুর ও মধুর, তুমি নমস্য বলে
কোনো ভক্ত কি পাগল বা কোনো উন্মাদ মধুসেবী
পায়ে মুখ রেখে যদি প্রণিপাত করে
তুমি নমস্য জেনে স্বেচ্ছায় 'নমি' বলে ডাকে যদি
তুমি অপরাধ নিয়ো না, এমন জ্বলমান ঔষধি
ওরা যে কখনো পায়নি ওদের পরিজন নেই ঘরে
কে ওরা মাতাল কে ওরা পাগল কে ঘাতক মধুসেবী
যায় ডুবে যায় কালো মূর্ছায় তুমি সে-মূর্ছাজলে
দাও দাও আরো ঘন মাধুর্য—'মাধু' বলে ডাকে যদি
কোনো আপত্তি কোরো না গভীর, মূর্ছার পথ ধরে
আজকে রাত্রে বুকে উঠে এসো দেবী।

কোজাগর

ঘুমন্ত খড়ের দিকে মাটি ঘেঁষে চলেছে আগুন
দণ্ডিত অশ্বেরা সব আস্তাবলে ঘুমে কি বিভোর ?

পথ যেন অচেতন : ঘুমে হেঁটে শিখরে পৌঁছয়
তলায় অপেক্ষারত খাদ তার বক্ষ খুলে ধরে

তবে আজ খোলো ঘুম খোলো ঘুম, এই চিরঞ্জীব
সরোবর খুলে দাও ফুলের আরম্ভে কোজাগর

পথ শুধু অচেতন-ঢেউ তুলে তলহীনতায়
তার পরলোকগত শেষ পুষ্প সন্ধানে চলেছে

চলেছে আগুন সব কুমারীর প্রতি, চুপিসাড়ে—তবে
ওরাও কি ঘুমজলে ভোর ?

খোলো ঘুম খোলো ঘুম খোলো ঘুম খোলো পৃথিবীর
সব পুষ্প খুলে দাও জয়ের আনন্দে কোজাগর

এ-রাত্রে প্রথমতম চন্দ্রমা নিজের
পূর্ণরাগ উন্মোচন করো নীল মুমূর্ষুব মুখে

বলো সুর, জীবিতের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি, বলো আজ
দিকে দিকে অশ্বেরা স্বাধীন...

ভোর, ১০ই জানুয়ারি

পাখিরা বসেছে। সাদা আলো আসে পাতার ওপরে।
কে যেন শীতের মেয়ে পিঠে করে কুয়াশার ঝুড়ি নিয়ে তার
ফিরে গেল চা-বাগানে। আব কেউ তাকে এই ভোরে
চলে যেতে দেখেছে কি ? না দেখেনি। এই দৃশ্য শুধু বিধাতার।

না হলে কে পাখিদের এত ভোরে পাঠিয়েছে বাগানের কাজে ?
ঝারি দিয়ে ভিজিয়েছে কে-ই বা গাছের পাতা, ঘাস ?
শীতের মেয়েকে একা ঝাপসা ওই পাহাড়ের কাছে
নেমে যেতে তুমিও কি দেখলে না ? আমাকে জানাও, সুবাতাস !

দূর চা-বাগান থেকে আজ তবে সত্যিই কি কুয়াশা সাঁতার
দিয়ে চলে এল হাওয়া ? রোদ এসে পড়ল কি পাতার ওপরে ?
দূরে দূরে জাগে টিলা। এ-দৃশ্য যে শুধু বিধাতার
সে-ই শুধু মেনে নেয় যে উঠে পড়েছে এত ভোরে !

গুটিপোকা

পাথরের মধ্যে আলো
    পাথর পেরিয়ে
        চাপা দাগ

ঘাসে ঘাসে চলে গেছে
থ্যাঁতলানো ঘাসের
রেখাগুলি

উঁচু শিলাস্তর কেটে
দুলতে দুলতে
নেমে এল

দোলক, বলের মতো—
এতদিন চোখে
যা ছিল না

চারিদিকে লাল আভা
গাছে গাছে গান
আর ডানা

শুধু, হাওয়া কেটে কেটে
বেরিয়ে এলাম
গুটিপোকা

এত আলো কেটে কেটে
বেরিয়ে এলাম
গুটিপোকা

পড়ে রইল লাল আভা
গাছে গাছে গান
আর ডানা

হোটেলের ঘরে একজন

তোরা সব উঠে গেলি পাহাড়ে ঝোলানো সরু ব্রীজে—
তোদের ধূসর জামা, ছেঁড়া-ছেঁড়া নীল-সাদা টুপি
ভেসে ভেসে এল তার হোটেলের সারাঘর ভিজে—
প্যাগোডার মতো ছাদ—তার পাশ দিয়ে চুপি চুপি

এমন বিব্রত, সিক্ত ঘরখানি লক্ষ করে তিনজন ঝাউ।
সার বেঁধে উঠে যাওয়া পাইনের সবুজ রিবনে
যে-কটি জলের কণা ছিল, তারা হাওয়া লেগে বাতাসে উধাও···
এমন বাতাস যার কোনোদিন ওঠেনি জীবনে

সে দ্যাখো : আকাশ থেকে নেমে এসে একজন লামা
মুণ্ডিত মাথায় একা বসেছেন তাঁর শুভ্র মঠের শিখরে
রুপোলী ঝলকে জ্বলছে দূরের ঝুলন্ত ব্রীজ, ভাসমান নীল-সাদা জামা
একজন মুগ্ধ শুধু বসে আছে হোটেলের ঘরে।

মহৎ

ও মহৎ, পরিচর্যা করো মনখানি। এই আজ
দিলাম তোমার হাতে সোনারঙ রেকাবি কাঁসার
জগতে দুর্লভ এই বস্তু যেন ভুলেও কখনো
যেয়ো না মার্জনা করতে, নিয়ো না অপর কারো হাতে

একে তো পাগল, তাকে বলো কিনা নৌকো না দোলাতে ?
প্রাণ, কী প্রকারে আমি প্রাণ খুলে দেখাই বলো তো ? ও মহৎ,
তুমি বই কে বা আর নাওয়া খাওয়া করাত ছেলেকে ? কে বা ওর
দিত হাতে খড়ি ? প্রাণ, আমা হেন শিশু যে দুর্লভ !

তোমাকে নিশ্চয় আমি পুত্ররূপে চাইতাম ঠাকুর, কিন্তু তুমি
এই জন্মে কোথাকার কোন্ এক মেয়ে হয়ে এসে
যেভাবে আমার মন কেড়েছ তুলনা হয় না তার।
আজ পুনঃপুন মরি ওই হাতে, পরিচর্যা করো মৃত্যুখানি···

সখা

রসোধারা শেখার আগেই
রূপ
ধরেছে শাল্মলী
তরু
আমি সখার বাহনে

চলেছি
উড্ডীন-প্রায়
ও আমাকে ধরে, আমি ওকে
৩১ তারিখ, রাত্রে ।
বাড়ি আসি ।
ঘুমিয়ে পড়লাম ।
ঘুম ।
১২টা ৪০শে উঠে জল
খেলাম, শাল্মলীতরু
সখার বাহুতে রেখে
মন
বাইরে এসে
দেখি এই পরিপূর্ণ ফাল্গুনসময়ে,
বন্ধু
ছাদেই মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে
ছাদ
হারিয়ে চলেছে ওই হারিয়ে চলল তার দেহতল থেকে

একটি প্রেমের দৃশ্য

যতদূর মনে পড়ে একটি অশ্ব
তার মাটিতে ঠেকে যাওয়া পাকস্থলী
তার নাসার বিস্ফারিত ছিদ্র
তার আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ঘাড়

যতদূর মনে পড়ে তার বাদুড় শরীর
তার ধারালো সুন্দর ঠোঁট
ও, অবশেষে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসা
মাঝখান দিয়ে কাটা জিভ
যতদূর মনে পড়ে একটি কচ্ছপ
আর, বিরাট বর্তুল
পিঠ
যার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে অশ্বটিকে আঁকড়ে ধরেছে
তীব্র আঙুলে সেই বাঙালী মেয়েটি...

বাৎসরিক

নাম লিখেছি একটি তৃণে
আমার মায়ের মৃত্যুদিনে

তিল

তণ্ডুলের পাশ থেকে উঠে
একটি তিল হাওয়ায় হাওয়ায়
সারাদিন ধরে মাথা কুটে
শেষে একটি মুখ খুঁজে পায়
চিবুকের ঠিক পাশে ওর
প্রিয় স্থানটিতে বসে, আর
কবি দ্যাখে : ওই বালিকার
তিলফুলে মরেছে ভ্রমর

ব্যোমভোলা

হিংসো হয় আমার, এখন যার দিকে সে দেখুক, ওই মুখ দু-হাতে ধরেও
আমার
হিংসো হয়
আর কয়েকঘণ্টা পরে, আমার মৃত্যুই হয় যদি, আমি মৃত্যুকে শেখাব
মৃত্যুভয়

কেমন একটা করে, কিছু বুঝতেও পারিনা, শরীর আগুন হয়ে উঠল,
আগুন
প্রদীপ চায়
প্রদীপ কোথায় প্রদীপ, দোলে সমুদ্রে কী তুফান, যাও নৌকো ধরে বাঁচো,
নৌকো
উলটে যায়

তলায় তলায় তলায়, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ, আমার হাত ধরে কে
বাঁচায় ? তার
চুল খোলা
চুল জড়িয়েমড়িয়ে মাথায় এ তো খুলতে পারছি না আমি পাগলছাগল
হয়ে এখন
ব্যোমভোলা !

২০শে নভেম্বর, সকাল

এতদিন জলে আছি। আজ দিন আগুনে কাটুক।

পালকে পালক লাগে। সে আমার লালন পালন।
একবিন্দু জল আমি তাকে বিনা স্পর্শ করব না—

মাথা যেই আসে কোলে, এক বজ্রস্পর্শে নভোমুখ
ফেটে সর্বস্বান্ত হই হাড়পাঁজরা-সর্বস্ব উজবুক !

২০শে নভেম্বর, সন্ধ্যা

তোমার সঙ্গে ঘুমোবো আজ
মাটিতে হোক, আগুনে হোক, জলে
যেখানে বলো ঘুমোবো আজ
যেখানে পারি জায়গা করে নেবো
এখন আমার হুঁশ নেই আর
কোন্ কালীর দিব্যি
ভালো মন্দ চুলোয় যাক গে
মোদ্দা কথা শোনো—
তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না

১৭ই অক্টোবর

মুকুল, এই হাত আমি কেটেই ফেলতাম যদি তুমি এসে
না ধরে রাখতে। এ-হাত তো মাটির হাত, এই আঙুল, এও তো
মাটির আঙুল, জল লাগলে গলে যেত কাদায় কাদায়, পাঁক হয়ে যেত,
তুমি

প্রাণ দিলে তাই আমি প্রাণী নামে পরিচিত আজ, তুমি চক্ষু দিলে
তাই, তাই ঘুমোতে পারলাম। তবে, ঝরো মুকুল, ঝরো
আমি জাতিস্মর বন্ধু নিয়ে পথে পথে কুড়োই তোমাকে

৭ই ডিসেম্বর

যদি-না মৃত্যু বলি—মিথ্যে বলব।

এরকম আচমকা শ্বাস বন্ধ হলে
ফেটে যায় একমুহূর্তে—সিন্ধুগর্ভ

শিশুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে—

শিশু নয়, ছদ্মবেশে বাচ্চা পরী
আমি তার আঙুল ধরে বেরিয়ে পড়ি

বেরিয়ে, একমুহূর্ত মৃত্যু হলে—
নিজেকে বুঝতে পারি পুরুষ বলে

নইলে সমস্তটাই মিথ্যে হতো
কেননা, আমি যে তার ছেলের মতো !

আলোহাওয়া

ধুলোরও সম্মতি আছে ।
পথেরও আপত্তি কিছু নেই । গাছ ?
জানি, সেও রাজি হয়ে যাবে

যদি আমি ঘরের অভাবে
একবার সাহস করে ওই,
ওই একজনকে নিয়ে গাছের, ধুলোর পথে
সারাদিন লুকিয়ে ঘুমোই !

আলোহাওয়া : ২

আলো হাওয়া আলো হাওয়া আলো হাওয়া আলো যা বুঝেছ বলো তাই
হাওয়া আলো হাওয়া জ্বালো হাওয়া ঢালো হাওয়া যা ঢেলেছ বলো তাই
চোখ কী দেখেছে চোখ প্রথমে বোঝেনি কেন বোঝেনি ও চোখ খোলো
পাতা
পাতা যদি খুলি তবে জলে ভেসে যায় দেশ জল থেকে সিঁড়ি ধাপে ধাপে
কে আসে কে আসে হংসমানবী ডানায় বুক সাবধানে আড়াল করে শুধু
তোমাকে দেখতে দেবে বলে আলো হাওয়া আলো জল কেউ ওদিকে
দেখো না… ।

ঘুম

কানে কে মন্ত্র পড়িস্ ?—(কর্ণপিশাচ, কর্ণপিশাচ !)

দুটো সাপ,—শঙ্খ লাগা—সন্ধেবেলায় মাঠের ওপর
আছড়ায়, দাঁড়িয়ে ওঠে—অন্ধকারে—কোমরে ভর

মাঠে সব পাহারাদার : এই দুটো গাছ, ওই দুটো গাছ
ওপাশে আবার দুটো—
(এটা ভারি অদ্ভুত তো !
বারবার দুটোই কেন ? এর মানে কী ? কী চলতে চাস ?)

জানি না, দেখতে পাইনি—সারা মাঠ ধুলোয় আঁধার
দুটো সাপ, ওই দুটো সাপ, ওরা না—কী বলবো আর—

ধুলোতেই ঘুমিয়ে কাদা !

দেবী

অন্ধকারে আমি সেই দেবীকে বিশ্বাস করলাম
কী মধুর আক্রমণ, কত ভাগ্যে হত এই প্রাণ

শয়ন করেছে আজ বাতাসের পারে সন্ধ্যামুখে
সন্ধ্যার শিয়রে মাথা, পা গিয়েছে ভোররাত ছাড়িয়ে

পায়ে যদি পড়ে উষা জলে তবে উঠেছে আঙুল
অস্তে যদি নামো তবে চুলে মাখা বালুরাশি লাল

উড়ন্ত, আকাশ প্রায় কেশর—বৃষ্টির শেষ দেখে
বিশ্বাস করলাম আমি মরব ওর কোলে মাথা রেখে

প্রীতিভোজ

হেসো না দোয়েল, আমি বরাবর বাগানের লোক, আমি
নানারকমের কাজ জানি। যেমন এই, ঘাস তোলা বীজ রাখা
হাতে হাতে ফুলগাছ লাগানো, তুমি হেসো না দোয়েল আমি প্রথমদিনেই
তোমাকে চিনেছি গাছে বসবার সময়—কারণ আমি চিরকাল
গাছেদের লোক। এসবের মধ্যে আমি যাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি
প্রথমদিনেই বললে, 'আমাকে পছন্দ, মালী?' পছন্দ, পছন্দ। আর
কতবার করে বলতে হবে আজ খুদকুঁড়ো যা পেয়েছি কুড়িয়ে বাড়িয়ে
যোগাড় করেছি তুমি চালেডালে যা হোক একটা কিছু শিগগির চাপিয়ে
দাও
আমি গিয়ে বন্ধুদের খেতে বলে আসি··

ফল

আছো এ দিবসপার্শ্বে মুখ 'পরে চিরলতাদোল
লতা না কিরণ এরা, পড়োনি তো এমন মায়ায়
কভু বৃষ্টি এল এরা, কভু মুখে জলজ্যোৎস্না ফেলে
তোমার ঘুমন্ত মুখ জীবিত না মরা দেখল চাঁদ
তোমার সর্বস্বনাশ করে চন্দ্রনাশন লতারা
মুখ 'পরে দোল দেয় দোল এক কিনারে দিবস
যামিনী অনন্যপ্রান্ত দোলা উঠে দু-মেরু দোলক
টক্‌টক্ টক্‌টক্ নিজধ্বনি নেই তো তক্ষক
তাই ফলে ঢুকে আছো। মুখটুকু জাগা মুখ 'পরে
চিরলতা দোল দোল কভু করল মেঘ কভু এরা
মেঘে দ্যাখা দিল চাঁদ একটি ফলের মতো ফল
তুমি মধ্যে আছ তবু দোলে এক দিবস কিনারে
আর প্রান্তে যামিনী হে জাগাও লো তারা কিরণময়
নিশিপ্রান্তে বসে দেখি চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবী উদয়

জড় [শংকরাচার্যের প্রতি]

কী পারে জড়ের মাংস ? হাওয়া এসে ওড়ায় তাঁবুকে···
শরীর গুহায় রেখে চলে গেলে—চিতায় নৃপতি
উঠে বসলেন, আর রাত্রিবেলা তাঁর যত সতী
তোমার ঘোড়ার মুখে অবিশ্রাম চাবুকে চাবুকে
ফেনা তুলে দিতে লাগলো, তখনো কি আঁধার গুহাতে
যে-অঙ্গ নেভানো, তার জড়মাংসে গরম লাগেনি ?
চায়নি কি নখক্ষত ? চায়নি সিঁদুরমাখা বেণী
আছড়ে পড়ুক মুখে ? কাদারক্ত লেগে যাক হাতে ?

শিষ্যরা বলবে না কিছু, গুরুকাঠ আগলে আছে তারা।
তুমিও উপোসী বলে বোঝ—কুমারীবা ঘরে ঘরে
যার পাথরেব অঙ্গে পূজা দেয়—সে অন্য শঙ্কর।
তুমি কি ভিক্ষুক দেহে ফিরে এসে এক বছর পরে
ভাবোনি, সেদিন রাত্রে চাবুকে উড়িয়ে নিল যারা
আজ এই জড়ের মাংসে তারা ফের ঝলসে দিক জ্বর ?

তোমার মৃত্যুর মুখ

তোমার মৃত্যুর মুখ একবার তুলে ধরেছিলে
গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে আমার
কয়েক মুহূর্ত পরে কিছু নেই, শুধু নীল প্রান্তরে কুয়াশা···
আমি কাকে ডাকি আজ ? কাকে বলি একদিন যত আচ্ছন্নতা
রচনা করেছ তুমি আজ এসে সেইসব কুহেলী সম্পূর্ণ করে যাও
কোথাও বাঁশরী বাজে, তবু তুমি কুঞ্জবন ছেড়ে গিয়েছিলে
কে আর খেলবে হোলি ? কে আর ছড়াবে ফাগ, যমুনার ধারে !
পায়ের নূপুর খুলে রেখে দেয় সমস্ত গোপিনী
যদি কোনো শব্দ ওঠে, যদি শুনতে পায় ননদিনী !
শয্যায় পেয়েছো তাকে একরাত্রে। তার ওষ্ঠচুম্বনের কালে
দেখেছো সে পতি নয় মাতা নয় কন্যা নয় পিতা নয় কারো

বিশাল বাষ্পের মতো সে একাকী উঠে যায় শূন্যের চূড়ায়
মুখের গহ্বর থেকে প্রতি পলে ঝলকে ঝলকে
উদগীরণ করে আলো, অতিকায় গ্যাসপিণ্ডময় নীহারিকা
তোমার জরায়ু ছেঁড়া ওই শিশু তোমার শিশুর পিতা ও-ই
তুমি যেন স্বপ্নে দ্যাখো জল ভেদ করে ওঠে কালীয়নাগের দীর্ঘ ফণা
তার উপর বংশীধারী নৃত্যরত রয়েছেন—কবে যেন এই নিধুবন
ত্যাগ করে গিয়েছেন গুণধাম, তবু আজো তাঁর
অলক্ষ্য বাঁশির ধ্বনি জেগে ওঠে কোথায় শূন্যের অন্তরালে
যেখানে পৌঁছয় না শব্দ, যেখানে পৌঁছয় না আলো, যেখানে বেতার
তরঙ্গ পৌঁছয় না শুধু বিকিরণ হারানো তারকা
কালো গহ্বরের মতো জেগে আছে, তিনি তাঁর ভূমিতে পা রেখে
মুহূর্তে জাগান ধ্বনি মুহূর্তে জাগান আলো মুহূর্তে জাগিয়ে দেন মেঘ ও
বাতাস
তোমারও শরীর তেমনি ক্ষতবান করে তুলেছেন একদিন
তুমি কি কৃতজ্ঞ নও ? বলো হে পুরুষ বলো হে রমণী বলো হে পতঙ্গ
বলো কীট
তুমি কি সত্যিই চাও না হঠাৎ ঝলক এসে একবার দেখাক তোমার
জন্মের মুহূর্ত ক্ষিতি মৃত্যুর মুহূর্ত ব্যোম শৃঙ্গার মুহূর্ত অগ্নি, শিব !
পিঙ্গল জটার মধ্যে দুলছে অজস্র সাপ—পৃথিবীর সব পুবনারী
চলেছে মূর্ছার ঘোরে মূর্ছায় মিলিয়ে যাচ্ছে জটার ভেতরে গঙ্গাধারা…
তারাই গোপিনী দল, তারা মেঘ, আর সেই মেঘ ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আজ রাত্রে বৃষ্টি এল, ঢেকে গেল দূরের জঙ্গল
আর এই বৃষ্টির রাত্রে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমি একা আমার মৃত্যুর
স্নিগ্ধ মুখ তুলে ধরি গাছের পিছন থেকে জানালার ওপারে তোমার…

অপচয়

তাকে আমি অপচয় করলাম এভাবে :
প্রথম, বিষাদ সিন্ধু, আগে বইটা পড়াই ছিল না
পড়লাম, সেই সঙ্গে দ্বিতীয়টি, শ্রীমদ্‌ভাগবত
তৃতীয় যা রাজহংস, কয়েকটিকে ছাড়লাম পুকুরে, তাকে আমি
মুগ্ধ করে ফেললাম যে-কটি উপায়ে তার চতুর্থটি নেই

পঞ্চমটি হল গিয়ে ব্র্যাডম্যানের ৩৩৪
ষষ্ঠ প্রফেসর শঙ্কু, সপ্তম কারণ এই শ্রীমান
মানে আমি নিজে, ফলে সোনার তরীর সব ধান
কিছু খেল ঘুঘুপক্ষী, লোকে কিছু নিয়ে গেল কিনে
শ্রীমতী স্বপ্নের কথা কী বলবো বলুন, এই আপনাদের নিয়ে
আর পারা যায় না দিদি, বলুন একী অপচয়
একী অপচয় এলে আজকের দিনে !

স্বৈরিণী

মৈনাক যখন তোমার চুল নিয়ে খেলছিল আমি ঠাকুরকে ডাকছিলাম ।
সে যদি সত্যি কোথাও থাকেই তবে সামনে এসে দাঁড়াক, তার পিঠ চাপড়ে
বলবো : 'ও ভাই কৃষ্ণকানহাইয়া—বাঁশি আমার তৈরি করাই আছে !'
যখন ওর কোলের ওপর নিজেই তুমি লুটিয়ে পড়ছিলে, আমি
উল্টোপাল্টা লোক, আমি সামান্য দর্শক, কী কষ্টে যে না চেঁচিয়ে
চুপ করে থাকছিলাম আমি বর্ষাকে ডাকছিলাম—যদি সত্যি
কোথাও থাকে তবে এক্ষুনি সে আসুক, তার বজ্র আর বৃষ্টি দিয়ে
ঘিরুক তোমাদের   বাচ্চা যেমন পেটের মধ্যে নিজেই নিজের
জায়গা করে নেয়   তেমনি করে আছি আমি ওদের সঙ্গে
আছি আমি তেমনি করে মিশিয়ে দিচ্ছি ওদের সঙ্গে আমারও নিঃশ্বাস
কিন্তু হতচ্ছাড়ি, তোর ঠ্যাং ভাঙব আমি ফের যদি তুই অন্য কোথাও যাস্ !

সূর্য ও বাতাস

সূর্য, বাতাসের কথা ভাবো একবার । সে ছিল তোমার প্রতি ধাবমান
যুগ যুগ ধরে । তবু পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাতে পারেনি । আজ
স্নানার্থে এনেছো তাকে জলধিপ্রভার সামনে, তার রুগ্ন চীরবাস খুলে
দিয়েছো মরণধৌত ঢেউ, বেগবান । সূর্য, তুমি এতদূর পারো ?
সে ছিল কেমন যেন ! যাকে ভালোবাসত তার নামও জানত না । সে
ছিল আকাশযাত্রী। কত

পেখম মেঘের দেশে ভেসে গেছে অযাচিত
কত ছাদ থেকে ছাদ শূন্যে উড়ে গেছে রাঙা পরিধান—
খেয়াল করেনি কিছু। বর্ষাদের
হৃদয় তা জানে।...আজ
এনেছো মরণধৌত ঢেউ তুঙ্গ ঢেউ আর স্নানপূজা সমাপন করে
মেলেছ কী শিখিপাখা! তাই বুঝি মায়া সে কাটাল বুঝি তাই
তার কুশপুত্তলিকা পড়ে রইল ইহকালান্তক নদীতীরে। ওগো তীর,
তীক্ষ্ণধার,

সে সহ্য করেছে কত! কত সে তোমার প্রতি উড়েছে জীবনভোর
অন্য কারোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখেনি। আজ তাকে
অন্তিমে এনেও আরো দগ্ধ করা প্রয়োজন কিনা
তা তোমার মন জানে।
সে কেবল সমুদ্র পৃষ্ঠায়
লিখেছে নিজের কথা। যাকে স্বপ্ন দেখেছিল, কোনোদিন নাম না জানুক—
আকাশগ্রন্থের সামনে সে কেবল বলে দিয়ে গ্যাছে, তাকে
ভালোবাসব মৃত্যুর পরেও...

রাখী

হাতে বেঁধেছো রাখী, এবার
তোমরা ভাইবোন
মুহূর্তের দুর্বলতা
মনে রেখো না মন

তুমি এবার ভগ্নী হলে
আমি তোমার ভাই
আদিম ভাইবোনের কথা
আমরা ভুলে যাই

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
গাছে ডাকছে পাখি
ভুলের কথা ভুলে হঠাৎ
আগুনে হাত রাখি

অসামান্য আগুন, সেই
আগুন অসাধারণ
একটি বার রেখেছ হাত
দুবার রাখা বারণ।

একটি বৃষ্টির সন্ধ্যা

চোখ, চলে গিয়েছিল, অন্যের প্রেমিকা, তার পায়ে।
যখন, অসাবধানে, সামান্যই উঠে গেছে শাড়ি—
বাইরে নেমেছে বৃষ্টি। লণ্ঠন নামানো আছে টেবিলের নীচে, অন্ধকারে
মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে লুকোনো পায়ের ফর্সা আভা··

অন্যায় চোখের নয়। না তাকিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না।
সত্যিই ছিল না ? কেন ?—হুহু করে বৃষ্টিছাট ঢুকে আসে ঘরে
সত্যিই ছিল না ? কেন ?—কাঁটাতারে ঝাঁপায় ফুলগাছ
সত্যিই ছিল না ? কেন ?—অনধিকারীর সামনে থেকে
সমস্ত লুকিয়ে নেয় নকশা-কাটা লেসের ঝালর···

এখন থেমেছে বৃষ্টি। এখন এ-ঘর থেকে উঠে গেছে সেও।
শুধু, ফিরে আসছে হাওয়া। শুধু, এক অক্ষমের চোখের মতন
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে টেবিলের তলার লণ্ঠন।

বিধি

কী উপদেশ দাও হে বিধি, নিজে বা তুমি কী নির্দেশে চলো হে ?
এ-মন মধুপ্রার্থী আজো, কত বংশ ধরে সে করে গান
সে-গানে মন দেয় না শ্রোতা, যে যার মতো লিপ্ত থাকে কলহে
দিন কাটালে ভিক্ষা করে, রাত্রে হও সমুদ্রে শয়ান

এ-সমুদ্র দিনের বেলা কালো সোনার ঘটে
অবরুদ্ধ করেছ, আমি চিরশূদ্র লোক
মৃত্যুকালে দেখি সকল গাছের পারে আলো
চোখের পারে একটি দুটি তারার খোলা চোখ

জীবনে মধু বারণ, তবু মুগ্ধ হওয়া কাজ
সে-কাজ আমি করেছি, গান বেঁধেছি মধুমাখা
মূর্খ সেই কাব্য ছিঁড়ে গ্রন্থহারা প্রমাণ করে আজ
গগন পথে উড়েছে তার পরমহংস পাখা !

ছাত্র

হাত ধরে ধরে নিয়ে গেলে অন্ধকে
তোমার বাবার ছাত্র ছিল সে, এখন সে কার পড়ুয়া ?
যদি সে তাকাতে পারত তাহলে তোমাকে দেখত যে-চোখে
আমি ওর হয়ে প্রায় সেই চোখে তাকিয়েই চোখ নামালাম
তুমি হাত ধরে, তুমি হাত ধরে ধরে
অন্ধকে নিলে বারান্দা পার করে ।

বারান্দা ? না কি বসবার ঘর ? বেতের চেয়ার চারটে
ছোট্ট টেবিল ঘিরেছে—আমরা বসে আছি তিনজন
তুমি কার মেয়ে, তখনো জানি না, আমি রাস্তার ছেলে
ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম—শোনো উদ্ধারকারিণী
আমিও আসলে অন্ধ—কেবল
মুখেই বলতে পারিনি ।

বলছি এখন । আমাকেও একজন
অন্ধ করেছে বন্ধু করবে বলে
চামচ ডুবিয়ে তুলে নিয়েছে সে দুইচোখ থেকে মণি
সেই থেকে চোখে রক্ত ফোঁপায়, রক্ত ফুঁপিয়ে পড়ে
রাস্তায় রাস্তায়

আমি রাস্তার ছেলে
দরজা খুলেই—আমাকে দেখতে পেলে
হাঁফাচ্ছি আমি, অতগুলো সিঁড়ি—অদ্ভুত সব লোক
তখনো জানি না, আজকেই পাব আজকেই ফিরে চোখ
তখনো জানি না, কত রূপ আছে, শত রূপ চোখ ভরে
দেখব আবার, আমিও দেখব, দেখলাম দিদিমণি
সব গোলমাল হয়ে গেল, আর একমুহূর্তে তুমি
কানা হাত, কানা খোঁড়া হাত, খোঁড়া কুষ্ঠের হাত ধরে
আমাকে নিয়েছ, আমাকেও নিলে, তোমার ছাত্র করে।

জানা অজানা

আমার দুর্গতি এই জানাঅজানার ঊষাকালে
একবার গেল, আর খুঁজে খুঁজে হলো হয়রান
বিরাম লভে না, প্রভু, বিরাম হবে না ? ধনপ্রাণ
মারা পড়ে যাবে ? সেকি ! দুর্গতি গভীর চিরকালে
কোন সাহসে চলে যাও পিছু না তাকিয়ে—দুই কূল
পিছা করে তোর ওহে শ্যামসুন্দর, মনে মনে
কী মতলব করিয়াছ এবারকার পূর্ণিমাঝুলনে
কাহারো বাপের সাধ্য নাই, বুঝে ফ্যালে !—বনে ফুল
জানাঅজানার ! দেখে, খুশি আমি যারপরনাই !
আজো উত্তেজনা আছে, জ্যোতিষ্ক আমার উত্তেজনা
অনুভব করো, ধরো গলায় গলায়, বাবাসোনা
বন্ধু করে নাও—এই দুর্গতিরা হচ্ছে দুই ভাই
একটি ভাইয়ের জন্য তিনজন সখী ঊষাকালে
জল আনতে যমুনায় যায় আর গিয়ে কী ফ্যাসাদ !
বন থেকে বেরোন টিয়ে, চাঁদের কপালে তিনি চাঁদ
টি' দিয়ে মিলিয়ে যান—'এ' বেচারী একা একা গিয়ে
কদমতলায় কাঁদে আজ আমার আজ আমার বিয়ে—
হাতি নাচো, ঘোড়া নাচো, আছো যত দুঃখ আছো ভালে
নাচো নেচে নাও আজ তোদের একদিন কী আমার
একদিন,ঝেড়ে ফেলব, ঝেড়ে ফেলছি, দুর্গতিনাশন

আজ আমার হাত পাকড়ে ধরেছেন এ-যৌবনকালে
বোঝো এ-যৌবন কী জিনিষ ! সাংঘাতিক !—হে পুরুষকার
তুমি আর কী সাংঘাতিক—আজ আমার শতজীব, চেয়ে দ্যাখো
আমার শতন
বেরিয়ে পড়ছেন, সঙ্গে আমি, সঙ্গী আমি, সামনে
জানাঅজানার ফুলবন···

বর্ষা

বৃষ্টির সমস্যা এই যে, বৃষ্টিদিন বলে · 'দিদি নাও
আমার জলের তোড় ।' দিদি যদি নেয়, অত রূপ
এক মুখে বলা যায় না—আমি ব্যাটা কবি কোন্ ছার !
গাওয়া যায় না, গীতিরূপ, চাকরবাকর হয়ে গেলে ।
আমি হয়ে গেছিলাম, আবার সম্মান নিয়ে এলে
নতুন বৃষ্টির দিন, নতুন বর্ষার দিদি এল
এসে পড়ল বলে আর পাগল হব না কোনোকালে
পাগলা-করা লোক হব, আমি, দিদি, তোমার কপালে !

পলাশ ও পলাশ

কোথা সূর্য, প্রিয়ংবদ ? কোথা হে সলিলভরা কূপ ?
পাগলের সঙ্গে দুটো কথা বলো । সে তাকিয়ে আছে অস্তাচলে
যে-মেঘ চলেছো দূরে, চলেছ যে-পাখি, তাব ডানার বাতাস
কথা বলো, দুটো কথা, কী কোন্ বিষয় নিয়ে, থাক্ ওসব, বলো
জলহাওয়া ।

সূর্য কার ? সূর্য কার ? পলাশ ও পলাশ, ভুলে গেছি ।
জল বলে, 'আমার' ; গাছ বলে, 'দেব, আমার না হলে
কারো নও তুমি !' তবে আগুন কোথায় থামল ? জ্বলবার আগে সে
কোথায়
ছিল ঘুমে ?—মনে পড়ছে না কিছু, পলাশ ও পলাশ, পড়ো মনে ।

পড়ো হে কিরণ পুড়ো ছন্দ করে ঘরের চুলার পাটকাঠি
প্রভাতে জঠরচিন্তা করে দুই সহোদরজন
উনুনের ধারে বসে। তথা সূর্য, জীবন্মৃত, তথা হে সলিলহারা কূপ
জলে ভরে এসো, আলো ভরে এসো, অন্নসাধনার আয়োজন
যে করে অনেক কষ্টে, অন্তে যে তাকিয়ে থাকে, পলাশ ও পলাশ, খুশি হয়ে
বলো সে-পাগলকে বলো দুটো কথা, সম্মান যাবে না, বলো যথা
অগ্নি বলে প্রয়াতের মুখে, বলে মূর্খ কবি তার
অগোচর পাঠকের প্রাণে :

'সত্যি যদি পরলোক বলে কিছু থাকে, তবে
একদিন সন্ধেবেলা, পায়ে হেঁটে
পৌঁছব সেখানে!'

বসন্তসেনানী

চলো অন্তরালে, এই মালা তার পথিকে শেখাবে
ঢেউ,
    চলো ঢেউয়ে চলো, ঢেউ তার তরীরে শেখাবে
দেয়া,
    শোনো দেয়া ডাকে নাম ধরে সবারে, এবার
পাখি নৌকো ছেড়ে দিই বাতাসে, সমুদ্রদেব দূরে
এপাশ ফেরেন, বটে, ওপাশ ফেরেন, তাঁর বালুকাবেলায়
কুড়াই ঝিনুক আর হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াই তো সবাই
নাচি গাই ঘিরি ঘিরি, সবাই তো ঝাউশাখা, ঝাউসহচরী··· যাও, ওর
অন্তরালে, কথা আছে···

কথক, অবাক মানে লোক!

এত সব রঙ্গ ছিল, আউল বাউল ছিল তোমার নাট্যামে
অতীতে বুঝিনি নটো, এই তো এক্ষুনি মোক্ষম
বুঝলাম, পৃথিবীতে এমনধারা লতাগাছও আছে?
জুড়াল এমন করে, লতা এল হাতপাখা হাতে
হাওয়া দিল যত্ন করে, পাতিল আসন, থালা ঘিরে
সাজাল ব্যঞ্জনবাটি, বলিহারী, কী সোয়াদ তার!

তারপর কত কী হল—গালগপ্পো নাগাল না পায়
দুপুরে এক ঘুম দিই, উঠে দেখি সে ঘুমিয়ে আছে
মোর পার্শ্বে গুটিশুটি, হেঁকে বলি : 'কে আছিস, কে খেলিবি আয়
আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় আমি একশোবার ফিরাইব তায়—'
বলেই ছুটলাম, রাত্রি আমার সহিত ফিরল, ছুটে এল যত অলিকুল
দলবেঁধে নয় জেনো, পৃথক পৃথক এল পৃথা সব শরতে হেমন্তে গ্রীষ্মে
শীতে
দেখিওনি, চিনতামও না—বসন্তসেনানী তারা, বরষাতেও এসে যথাকালে
ঘাট থেকে ছেড়ে দিল তরী, মানে খেয়া,মানে নৌকা আজ
কপাল ফিরিয়ে দিল পথিকের হাতে
তুলে দিয়ে ঢেউ,
আর ঢেউ তার পাখিকে উজাড়
করে দিল স্রোত,
আজ স্রোত বলে : 'চলো, অন্তরালে চলো, পরী
দেয়া ডাকছে আমাদেব নাম ধরে, শুনতে পাচ্ছ না ?
কী হবে অতীত নিয়ে—
চলো, পুনর্বার প্রেমে পড়ি ।'

মালিকা

শুনেছি মালিকাফুল গাছে
আছে, যুবরাজ-বাঁশি আছে

দেখেছি মালিকাময়ী গ্রাম
তীর-চিহ্নে যুবরাজ নাম

সেখানে প্রত্যেক মধুমাসে
কতই বিদেশী পাখি আসে

ভুলে যায় কার কী পালক
যুবরাজ বেখেয়ালী লোক

পালকেরা বলে কানে কানে
মালা গেছে মুরলী সন্ধানে

এ-সময়ে কথা বলতে আছে ?
গাছে গাছে বৃষ্টি নেমে আসে

এ-বৃষ্টিতে বাইরে আছে কারা
যারা ঘর বেঁধে নেবে, তারা

আমরাও বাঁশি ভালোবাসি
যা দেখার তাই দেখে আসি

কী দেখেছ ? কী দেখেছ ? বলো ।
চুপ, চুপ—দু চোখ জুড়ালো :

আয় ঘুম, আয় বৃষ্টি, আয়
মুরলী মিশেছে মালিকায়·

লীলাচঞ্চল

যে আজো অঝোরে বলে 'ভালোবাসো'—এত অসহায় ।
দিনান্তে তোমার জল ছোঁয় মণিমাণিক্য হারায়
পথে যে-চিরনবীন ডিঙ্গা ভাসে দিবাবিভাবরী
জলে যে-পথিক হাঁটে, বলে : দাও, খুলে দাও তরী
সবই কি উপেক্ষাযোগ্য হতে পারে ? দিন অন্তে জল
ছুঁয়ে যে-জীবন পায়, মাণিক্য হারায় পুষ্পদল
ওড়ে সে-বৈরাগী শূন্যে, ফ্যালে পুষ্প পাড়ায় পাড়ায়—
তাও কি খেলার দ্রব্য মনে করো, বলো লীলাচঞ্চল !

ডানা

তীর্থ, এই বৃষ্টিশেষ ডানায় কার
ঘুমের গান ঘুমোলো ?
তীর্থ, এই গোধূলিকাল পুনর্বার
মুকুলগুলি ফেরাবে

তীর্থ, আমি প্রথমদিন বলেছিলাম :
'উচিত নয় এগোনো'
তীর্থ, আমি বারণ করে দিয়েছি : 'নাম
উচ্চারণ কোরো না'

তীর্থ, তবু বৃষ্টিছুট ডানার ধার
ঘর কি পর মানেনি
তীর্থ, সেই গোধূলিকাল পুনর্বার
ডুবে আগুন ধরাল

তীর্থ, জেনো এই সময় পুষ্পচোর
প্রাণেরও ভয় করে না
তীর্থ, এল চৈত্রমাস, হাওয়ায় তোর
ধুলার চুল ছড়ানো

ধুলায় নাচে তা থৈ কোন্ মহেশ্বর
তীর্থ, আমি জানিনা
অকালে এই বৃষ্টি কেন ভাসায় ঘর
তীর্থ, কাকে বোঝাব

বরং ওই মৃত্যুময় ডানায় তার
মুখ রেখেছি আমিও
তীর্থ, আমি আকাশ থেকে আকাশপার
বৃষ্টি উড়ে চলেছি

আলো

তুমি, তুমি, তুমি ঘুমিয়েছ ? আলো ? আমি উঠে গিয়ে
মেঘ সরিয়ে দিই
আমার আনন্দ রক্ত ফিনকি দিয়ে মেঘে মেঘে লাল
কাল বৃষ্টি পড়ছিল, সারাদিন ধরে বৃষ্টি, ধোঁয়া বৃষ্টিজাল
আমি সারারাত্রি জেগে পরিষ্কার করেছি আকাশ
তুমি, তুমি, তুমি ঘুমিয়েছ ? আলো ?
আজ আর তোমার কাছে কিচ্ছু লুকোবো না
তোমাকে গোপনে বলছি—এই আমি জল মাত্র, বায়ু মাত্র,
বুঝতে পারছ, মাত্র প্রাণ—আর প্রাণ পতঙ্গের চেয়ে
বেশি শক্তিশালী নয়। মরবে ফাল্গুন মাসে, এই গর্বে ভোরে উঠে
সে মেঘ সরায়
এই গর্বে, সূর্যমণ্ডলের শেষ গুরুগৃহ থেকে
একজন ছাত্র এসে পৌঁছলো এখানে, তুমি ঘুমিও না আলো—
সে মরবে দোলের দিন—দোল, দোল,—এই গর্বে আনন্দের পথে
উঠে গেছে মেঘ, রক্ত মিশে গেছে মেঘে আর
গর্বে রক্তে বসন কি রাঙা না তোমার ?
ওঠো, এই, আলো, উঠে পড়ো :
সে এসেছে। হ্যাঁ, তোমাকে পাঠ করবে সে।

ঝাউপাতাকে রুগ্ণ কবির চিঠি

ঝাউগাছের পাতা, তোমার মৃত্যুনাম সকালবেলার পাখি
ঝাউগাছের পাতা, তোমার দিবসদীপ সোনারঙের বালু
ঝাউগাছের পাতা, আমায় ডাকলে কেন সন্ধেবেলা ঢেউ
ঝাউগাছের পাতা, তোমার ঘুম পাঠানো মৌমাছিরা ভালো
ঝাউগাছের পাতা, আমার নাম মনে নেই ? ঝর্নাপারে থাকি—
ঝাউগাছের পাতা, আমায় স্বপ্ন দিতে আপত্তি কিসের

ঝাউগাছের পাতা, তোমার ভোরের নাম একটি ঘুমপাখি
ঝাউগাছের পাতা, তোমার জন্ম হল সাগরতীরে আলো
ঝাউগাছের পাতা, এবার ঝর্নাজলে শরীরখানি পাতো
ঝাউগাছের পাতা, দিলাম সকল মুকুল বসন্তকে ঢেউ
ঝাউগাছের পাতা, ছিলাম নৌকাটিরও পথ দেখানো তারা
ঝাউগাছের পাতা, যখন নিশীথময়ী বসনভূষণ হারা
ঝাউগাছের পাতা, তখন ছন্দে তোমায় গান শিখিয়েছিলাম
ঝাউগাছের পাতা, আমি তোমার কাছে চুম্বন চাইব না

ঝাউগাছের পাতা, তোমার জন্মনাম ভোরবেলা কী ভালো
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় গান শোনাল দূরদেশী পথিক
ঝাউগাছের পাতা, তোমার বৃষ্টি এলে চুল ভেজানো চাই
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় তরুণরা সব নতুন লেখা দিক
ঝাউগাছের পাতা, এবার চা খাবে না ? বই নিয়ে বসবে না ?
ঝাউগাছের পাতা, তোমার মিত্রাদিদি ভালো তো শিলচরে ?
ঝাউগাছের পাতা, তোমায় সাগর দিলেন তলহারানো চোখ
ঝাউগাছের পাতা, তোমার নতুন নতুন পুরুষবন্ধু হোক
ঝাউগাছের পাতা, আমি আসতে যেতে কুশল নিয়ে যাই
ঝাউগাছের পাতা, আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো ?

বরষাবন্দনা

এসো বর্ষা শ্যামা পাখিটির
ডানা ধরে এসো, আবরণ
ফেলো মুখ থেকে। ব্রুবাদুর
স্তোত্র শুনি, দু-নয়ন ভরে
স্তোত্র শুনি, সারা মনেপ্রাণে
স্তোত্র ঢালি, দুই কান ধরে
ওঠবোস করি,—গানে গানে
মাত হয়ে রই মহীয়সী
এসো বর্ষা, কী চাহো তা বলো—
আছে প্রাণ, অসমসাহসী !

এসো বর্ষা শ্যামা পাখিটির
ডানা ধরে এসো, চন্দ্রচূড়
হতবাক হল, কালো কেশে
কত তারা মুরছি পড়িছে
সে-খেয়াল নাই পথভোলা
সেতু 'পরে না ঝুঁকো না অত
মাথা ঘুরে পড়ে গেলে নীচে
কী হবে ? (কে ভাবে অতশত !)
দেখিলে না দ্বার আধো খোলা
দ্বারে ছিল নয়ন চঞ্চল
ন্যালাখ্যাপা বাবু পরিমল
ফেলে কড়ি মাখিলে না তেল
সরল বিশ্বাসে বেচে দিলে
দু-টাকায়, তিনটি আপেল

ইতিমধ্যে শ্যামা পাখিটির
পিছু নিল আষাঢ় যুবক
কত কী সম্ভব এ জীবনে
জানিলে না ওগো আহাম্মক
দ্যাখো দিকি এই ত্রিভুবনে
ঘোরে কত প্রাণের ইয়ার
এ-জগতে উপযুক্ত মাল
কোথা পাব গেলে ইহকাল
খুঁজে খুঁজে হই দিশাহারা
হেথা হোথা খসে পড়ে তারা
ঠারে ঠোরে ডাকে বারংবার
শুনি না মনের ভুলে, আর
সেই ফাঁকে আমার শ্রবণে
পশেছো হে পাজী কোথাকার !

আজ দ্যাখো নীল নবঘনে
আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই
শুধু তোর জন্যে আছে রাখা
দুটো সিট, বাঁদিকটা খালি

চোখে দাও ধুলো, গুড়ে বালি
তোর প্রিয়া বসিবে ওখানে
সহি তরিকাসে, ও দিওয়ানে
রূপ তো বাতাও। কানে কানে
রূপ পড়ো রূপ বলো রূপ-
নারানের কূলে উঠিলাম
বলো এ জগৎ স্বপ্ন নয়
নিউ ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়
স্টেট ব্যাংক (রানাঘাট শাখা)
ওয়াচ কোং, নতুন বাজার,
বাণী স্টোর্স, তারক ফার্মেসী
স্কুল কলেজগামী ছেলেমেয়ে
ছুটন্ত অফিসযাত্রী দল
ছবিঘর, মলিনা টকীজ
শেষদিন একান্ত আপন
চলিতেছে অনুরাগের ছোঁয়া
আগামী শুক্রবার থেকে
মিঠুন শ্রীদেবী অভিনীত
ঝিংচাক, ঢিসুম ঢিসুম
ভালোমন্দ ভালো কম বেশী
বনবালা গার্লস হাই স্কুল
বিশুদার কোচিং সেন্টার
প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা
শিবহরি উচ্চ বিদ্যালয়
এখানে টাইপ করা হয়

আপনার ভাগ্য আপনারই
এখানে দুপুরবেলা খুন
এখানে ২৪ ঘণ্টা বনধ
আজ গেছে ফুটো, কাল বাপী
দু-বাঁও তিন বাঁও জল মাপি
আজ একরকম ছন্দ, কাল
আরেকরকম ছন্দতাল
স্তবকে স্তবকে ছন্দ চুর
'কোনো এক গাঁয়ের বধূর

কাহিনী শোনাই শোনো গান
মোড়ে মোড়ে ক্যাসেট দোকান
আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো
মন, দ্বারে দ্বারে থানা পাতো
এখানে মানুষ মারা হয়
এখানে সন্ধের পরে ভয়
এখানে তোমার বন্ধু ভয়
এখানে তোমার বন্ধু জয়
নয়, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়
এ জগৎ···

আমাদের কোথা নিধুবন ?
আমাদের নিধুবন কোথা ?
আমাদের প্রণয়ক্ষমতা
এখানে চুরমার জেগে ওঠে
সেই, চোখে চোখ পড়ে যাওয়া
সেই যে দক্ষিণ থেকে হাওয়া
পড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে জোটে
ফাঁকিবাজ ছেলে, জুটে যায়
বিড়ি বাঁধা রতনের পাশে
ও বাড়ির ঠিকে ঝি কদম
এলো বর্ষা, খুনী মফস্বলে
আলবেলি কিনারে ঝমাঝম !

বাত, অর্শ, ফোড়া, ভগন্দর,
কফ, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ,
অম্ল ও অজীর্ণ, স্তনপাকা,
একশিরা, একজিমা, কার্বাঙ্কল,
হাঁপানী, সন্তানহীনা, টাক,
পাগল, গ্যাস্ট্রিক আলসার
সবকিছুর অব্যর্থ ওষুধ
অমুকের স্বপ্নাদ্য মাদুলি
ঋতুবন্ধে জন্মনিয়ন্ত্রণে
অভিজ্ঞ ডাক্তার, পাকা হাত
সে হাতের সর্বভূতে গতি

ট্রেনে, পথে, বাসে, ইউরিনালে
সে দেবে জোঁকের মুখে নুন
সে-ঔষধ, সে-মহাঔষধ
হাঁটাপথে মাত্র সাত মিনিট
(প্রয়োজনে ডাকযোগে লিখুন)।

আমাদের শতোত্তর নাম
আমাদের কোনো নাম নেই
মার খাব, ভেঙে পড়ব কেন ?
প্রেম করব যমের সামনেই
এই আমাদের কুঞ্জগীতি
এই আমাদের নিধুবন
এই আমাদের কবিকৃতি
এই আমার পড়োশি জীবন
কই কবি ? কবি সে কোথায় ?
যে ধরে সহস্রধারা মন ?
যে ধরে সমস্ত ছন্দ ? ধরে
কনিষ্ঠায় গিরিগোবর্ধন ?

সে-কবিকে খুঁজে পাব বলে
এ-বর্ষায়, এই ঝড়জলে
আজকে আমি এসেছি রাস্তায়
একা মানুষ, কত ঘোরা যায় !
বরং তুমিই যাও নিজে
সে-কবির প্রেম প্রয়োজন
তোমারো সমস্ত চুল ভিজে—
জীবনে তো কত কিছু হয়
বলো ওরে চলো নীপবনে
না, কভু আমার জন্য নয়
আমি তো সে নই, আমি জানি
তুমি সে-কবির জন্য আজ
মুখ ঢাকা পানপাতাখানি
বারেক সরাও, গন্ধরাজ !

এই মালঞ্চে

এই মালঞ্চে মৃত্যু লেখা
ঘুরছে পায়ের তলার মাটি
সবাই ঢলে পড়ল সুরায়—
জাগে কেবল
ঝাউপাতাটি

এই মালঞ্চ নিয়তিময়
ফল ধরেছে মৃত্যুগাছে
বাইরে যাবার রাস্তা কোথায় ?—
শুধোও না ঝাউপাতার কাছে !

মালঞ্চে এই মৃত্যু লেখা
মৃত্যু সোনার পাথর বাটি
যখন খুশি পথ হারাব
সঙ্গে থাকুক
ঝাউপাতাটি !

গান

পবিত্র দুধ, তুমি
কুমারীর বুকে এসে
কী কাণ্ড বাধিয়েছ !

দুই বুক থেকে গান
যে শুষে নিচ্ছে, সে
প্রেমিক না সন্তান ?

এতদিন ধরে তাকে
ছুটিয়ে মেরেছে পথ
পুড়িয়ে মেরেছে বালি

আজ সে পালিয়ে এসে
বুকে মুখ লুকিয়েছে
চুল ভরা ধুলোবালি

বুকে ওর মুখ মাথা
কেশভার নাও ঢেকে
সবার সামনে থেকে—

আজ আর কিছু নেই
কিছু নেই আর—খালি
কুমারীর দুই বুকে
ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী !

বসন্ত উৎসব

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
স্মরণ-অতীত সাঁঝবেলারা সব
এগিয়ে দিতে এল নদীর ধারে—
নদীর ধারে বসন্ত উৎসব

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
পথ চললাম দুর্বাদলের পথে
আমার হাতে চিরঅতীত কাল
রৌদ্র পড়ে সুদূর ভবিষ্যতে

অন্ধ যখন বৃষ্টি আসে আলোয়
সঙ্গে এল বাংলাদেশের নদী
বলল : 'তুমি কোন সময়ে থাক ?
গিয়ে তোমায় ঘরে না পাই যদি ?'

ঘরের পরে আকাশ—ধনুক-বাঁকা
আগুন রঙের সাঁকো !

স্মরণ-অতীত সময় এপার ওপার—
কবি, কখন কোন সময়ে থাক ?

অন্ধ, আমি বৃষ্টি এলাম আলোয়
পথ হারালাম দূর্বাদলের পথে
পেরিয়ে এলাম স্মরণ-অতীত সেতু

আমি এখন রৌদ্র-ভবিষ্যতে

জন্মদিনের কবিতা

অসাধ্য নয়, কিছুই এখন
অসাধ্য নয় তোমার পক্ষে
নদীর উপর নৌকো রাখো
পুরুষ রাখো নারীর বক্ষে

মাঠের শেষে গাছটি রাখো
গাছটিতে হও নিষিদ্ধ ফল
পথিকজনকে দেখাও পথে
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুণীদল

গ্রামের মধ্যে পথ পেতে দাও
পুষ্করিণী, পথের পাশে
নোটনরা সব নাইতে নামুক
কাপড় শুকোক দূর্বা ঘাসে

এসব যদি পারো ঠাকুর
এসো, আমার মাথায় চাপো
চূর্ণী নদী পার করে দিই—
সবার জন্য অন্ন মাপো !

এক

'আমার জন্মের কোনো শেষ নেই'

সূচনা

—কোথায় তোমার অশ্রু ?
—চাঁদের কোটরে
—চাঁদ, সে তো মরা দ্বীপ ? সেখানে তো জল নেই !
তবে জল কে হয় তোমার ?
—সে আমার কন্যা । আমি তার
বাষ্প ও বরফ ।
—তাহলে তোমার কেন চোখ থেকে ঝরে মাটি ?
—কেননা আমার
মা বাবা শৃগাল ছিল । মাটির গর্তেই ছিল বাস ;
দুজনেই মানুষের কামড়ে মরেছে ।
—তার আগে ?
—তার আগে দুজনে ছিল বরফের নিচে সীল মাছ
এস্কিমোরা চর্বি থেকে বার করে নিয়েছিল তেল
এবং আমার দিদি ছিল সব ইগলুর ভিতরে প্রদীপ
নিজের কুমারী স্তন পুড়িয়ে পুড়িয়ে সারারাত
সে ওদের তাপ দিতো, শক্তি দিতো…
—জ্বালানী দিতো না,
—না, ওরা সকলে এসে জ্বালানীর জন্য নিয়ে গেছে
আমার গায়ের সব হাড় ।

—কোথায় তোমার হাড় ?
—এখন চুল্লীতে ।
—গরম বায়ুর চাপ সহ্য করে ?
—করে ।
—তবে বায়ু কে হয় তোমার ?
—সে আমার ছাই হয়ে যাওয়া ফুসফুস ।
—তোমার পায়ের পাতা ?
—খনির তলায় কয়লা, আমার হাতের পাতা গাছ
এবং আমার চোখ দূরে দূরে প্রবাহিত নদী ।
—তবে আমি ? আমি তবে কেউ না তোমার ?
—আগুন, এখনো তুমি আমার সন্তান, তুমি প্রতি রাত্রিবেলা
দিগন্তে আমার ছেলেমেয়ে
এবং অমার নাভি এখনো কঠিনতম ধাতু—যাকে
তুমি শতচেষ্টাতেও পোড়াতে পারো না

তারা কত তারাঘড়ি জল ঘোরে মাথার উপরে
ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে ঘূর্ণী সীমাহীন সময়সীমায়
এক সংখ্যা জন্ম দিলো চকিতে এ শূন্যসংখ্যাময়
ঘরে গোল ছাদঘর বালুবিন্দু বালু রুপোরঙ
গতিরঙ গতিবিন্দু ধনুকবাঁকানো পথবেগে
সমুদ্র এধার থেকে ওধারে সহস্র শিখাবাহু
তুলেছে গর্জনশূন্য মাথার উপরে তল নেই
ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে ফুলকি চাঁদি ফেটে শূন্যসংখ্যাতীরে
এক চাঁদ পড়ে গেল ঘুরে তার দুই পক্ষপুট
ছিন্ন হয়ে ভাসে পক্ষ শত লক্ষ তারা ঘড়িহারা
মিলিয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মতালুর তলায় তল নেই
তারা গুলে যায় তাতে ফুটন্ত এ বাটি থেকে তারা
উপছে পড়ছে আমি সহ্যেরও অতীত কালো জলে
দেখে, এই দেখে জ্ঞান ছেড়ে আসি সমুদ্রসীমায়

বইছে সুদীর্ঘ তমোঘনত্বে অপার একটি শ্বাস
একটি গর্জন থেকে আরম্ভ গর্জন তার গতি
কী সহজ বায়ুবদ্ধমূল পথে গতিবদ্ধ তমো
ঘনত্ব বহন করছে শ্বাস একটি সম্পূর্ণ ওজন
সম্পূর্ণ ওজন শূন্য তার এ ওজনশূন্যতায়
গতি কী সরল সোজা চলন্ত শয়ন ক্রিয়া তার
নয়নে প্রতিফলন দ্যাখে যে-নয়ননিম্নে জল
আরো নিম্ন ধ'রে রয় কেন্দ্র তার এক রশ্মিরেখা
টেনে নিয়ে চলে ওই নেমে যায় নিশীথের পথে
জগন্ময় জলে স্তব্ধ তমোঘন শরীর হে শরীর
এত ক্ষুদ্র হয় কেউ, কী অবাক, তার আমার তার
মধ্যে বইছে শ্বাস উপরে তলায় জলধারা
জল চিন্তা করি যদি একতম নিঃশ্বাসে ওপার
দুই ভাগ হয়ে যায় : ভিতরে অদৃষ্টপূর্বপথে
ডানার গর্জন আসছে, ডানা নেই, কে ওজনহারা
বিরাট পতঙ্গ উড়ে চলেছো স্বয়ংক্রিয় তারা

চলে সে চলন্ত আলো জলের তলায় ঘড়িজল
ঘড়িজল ঘড়ি তার কাঁটাসংখ্যা সীমাসংখ্যা নেই

দশদিশা নেই চলে জলে সে প্রথম আলো ভেসে
এ মহাদশায় কালো করোটি মুণ্ডিত উল্টো ক'রে
বসানো সে শুরু হাঁড়ি হাঁড়ির তলার অংশে আলো
উঠে চলে ঊর্ধ্বে তার শেষ সংখ্যা নেই মাত্র তার
শুরুসংখ্যা গোল ফুটো অন্ধমণি অণ্ডাকার এই
ভারহারা ভার ব্রহ্মভার অণ্ড ওই ডিম্বপথে
ফুটে আছে না এখনো ফোটেনি সে ওই ফুটে ওঠে
ধাপে ধাপে স্ফুটনাংকে যায় ঊর্ধ্বটানে প্রস্ফুটন
ব্লুমিং ব্লুমিং ব্লুম, জ্বলন্ত কুসুমধারা ঘিলু
ছড়ায় দশদিক, ঢোকে আলো মধ্যে জল মধ্যে আলো
জলে ফুটে ওঠে, সেই জলসূর্যআলোপাত্রাধারে
একটি চুমুক মাত্র উৎসর্গে শরীব জন্মপারে

আমার কি শেষ আছে আমার কি শেষ কি আমার
আছো বিন্দুপারে বিন্দু পার হয়ে সমুদ্রজগৎ
উত্থাপন করে মেঘ স্তম্ভ লাল কমলা গৈরিক
রক্ত রজ্জু পাকে পাকে ওঠে কিন্তু উঠে বা কোথায়
পাবে ঊর্ধ্ববিন্দু যথা ঊর্ধ্বই শয়ান সিন্ধুজলে
শায়িত সিন্ধুকে দ্যাখো পাশ থেকে সে দণ্ডায়মান
কিন্তু কোন পাশ চারিপাশ চারিদিক চতুর্দিকে
ছুটে যাচ্ছে দিকবিন্দু পার হয়ে আমাব কি শেষ
আছে শেষ আমারও কি শেষ আছে আমার কি শেষ
নেই নেই নেই নয় না আমার শেষ আমি নয়
নয় আমি ৯ এই পৃথিবী মঙ্গল শুক্র শনি
চন্দ্ররস পান করি সোমরস পানে ৯ দিক
একযোগে ধাবন করে ৯ ৯ দিকে মধ্যে এক
দিক মাত্র থাকে, থাকি, দিগ্বিদিক থেকে সন্ধ্যাময়
আলো এসে পড়ে এই পারে—আমি দেখি দূরত্বের
ওই পারে ফুলে উঠছে স্তম্ভজল, সমুদ্রমেঘের

চকিত সে চিরবস্তু উত্থিত, নিঃশব্দ, ভারী, মেঘ
সকল সমস্ত কালো, দিবস, নিকষ, নিশাকাল,
গড়ায় গড়ায় পিপে ভারী ঘড়ঘড় গরজনে
ভর মহাভর, পুঞ্জ, তলউর্ধ্বহারা উর্ধ্বতল
দিনরাত্রি নেই, দিনরাত্রি কিছু হয়নি, সহসা

ফাঁক, মধ্যে ফাঁক, রন্ধ্রপথ ঝলে উঠে একদলা
আগুন নামলো অগ্নি তলায় হাঁ করে আছি আমি
গলগল গনগনে অগ্নি গলায় নামছে কী আরাম
তলায় তলায় নামছে দলাদলা অগ্নি এ জঠরে
ফুটন্ত টলটলে ধাতু এই চিরপদার্থ জীবন
আনন্দে হারালো আত্ম, হারাআত্ম ভরা নিশা উষা
একমাত্র এক এই জীবন পেয়েছি আজীবন
একমুখে অবিনাশ ধর্মজল উঠেছো প্রকাশি'
আমার ভিতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছো হে চিরঔরসমেঘরাশি

একটি মুহূর্ত যাত্রা করে ব্রাহ্মমুহূর্ত পথের
পূর্বে এক মেঘে যাত্রা করে এক মেঘ সূর্যলোকে
চলে চক্রবৎ সূর্য পূর্বদিকে এক পূর্ব যায়
তার পশ্চিমের পানে পশ্চিম চলে যে-দক্ষিণের
দিকে সে দক্ষিণ কোথা চলে কী উত্তর কী উত্তর
মুহূর্ত উত্তর এক আলো আলোপূর্বমুহূর্তের
পরে যাত্রা করে আরো আগে সূক্ষ্ম আলোবিন্দুতীব
ছুটছে ছুটে যাচ্ছে আমি স্পষ্ট দেখছি চক্ষুপথে
সে আলো পৌঁছবে গতকাল সে আগামীকাল গতে
এসে পৌঁছেছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ সৌরকর
স্মরো হে শরীর : যাত্রামুহূর্তে স্মরণে আসছে সব
প্রতি মেঘমৃত্যু দেখছি শ চক্ষে সহস্র পরপর
প্রতি বিদ্যুতের জন্ম এক ব্রাহ্মমুহূর্ত অন্তর

যাই যদি যেতে পারি এই মহাদেশে ভাসমান
জল যদি যেতে পারি বায়ু পরে বাতাসে গমন
করি যদি দিগঞ্চল পেতে রেখে ধরি এ শরীর
একটি পাতার তলে শুই যদি সাষ্টাঙ্গ আগুন
পেতে যদি দিই ভরা সরোবর হ্রদের তলায়
একটি সকল তারা ঘুরে যদি হ্রদতলদেশ
তুলে আনে ঘুরে তুলে আলোর কুণ্ডল আমা' পরে
যাই তবে জল যাই বায়ু যাবো বাতাস গমনে
একটি পাতার পরে যাবো পাতা সাষ্টাঙ্গ আগুন
জ্বলবার আগে ছিল ঘুমে যাবো আরম্ভে ঘুমের
পরে ঘুম সে-উপরিতল সে তোমারও তলে যদি

না ভাসে প্রথম প্রাণ, তবে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে পান
করি অচঞ্চল ও চঞ্চল হে চঞ্চল হে জলধি

সে আসে, কালো সে, কৃষ্ণতম নীল, তমসাতম সে
ক্রমঅগ্রসরমান বিন্দুসম লহমা সে অতি-
নীল আসে ভেদ ক'রে কৃষ্ণতম এই কৃষ্ণ ভেদ
করে যে আমার প্রতি, সে আমার যমজ, যে যায়
মম মধ্যতল থেকে উঠে তমো প্রতি, আমি তার
যমজ, যমজ আমরা কত মুহূর্তের ছোট-বড় ?
বড় বেশীদূর লুপ্ত যে গহ্বরে ছিলাম, (না ছিল ?)
যে গেছে আমার সামনে থেকে গেছে লুপ্ত লহমায়
তাকে চিনতে পারি গর্ভবাসে গর্ভ খোলা চতুষ্পার্শ্বে
খোলা ডিম ফেলে রেখে কত শতকের আগে পরে
বেরিয়েছি এক নিক্ষেপণে আজো ক্রমধাবমান
খুদে বৃহত্তর সব তর তম এক তমোপারে
চলে, সে চলেছে মোর প্রতি—আরো গতি বৃদ্ধি করো
হে মম যমজ, আমরা কোটি বছরের ছোট বড়

মাত্র এ পলকভ্রম হয় মাত্র পলকের তরে
যে কিছু দিবস রাত্রি নয়, নিজে আলোবিচ্ছুরণ
তাকেই গুণ্ঠিত বোধ করি তার পলের ভিতরে
আমি হে নিমজ্জমান, চক্রাকার ঘূর্ণা সে-রজনী
আমাকে দিবসগামী করে এ সমুদ্রগামী জল
সুরায় ফুটন্ত বোধ হয়, সুরাসমুদ্রের তলা
আমার মাথার খড়্গে ফুটো হয়ে যায়, উচ্ছ্বসিত
সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে তরঙ্গ অজ্ঞান সুড়ঙ্গের
পথে কোথা সুরাধার এ আধারে কোথা বা আশ্রয়
ভাসমান একখণ্ড হিমশৈলশৃঙ্গ পরে উঠে
দেখি চন্দ্রপথ স্বচ্ছ হয়ে গেছে : দূর সুষুপ্তির
একেবারে মধ্যে আলো পড়ে, শূন্য বিন্দুর মতন
চাঁদ উঠে এলো, নিচে সিন্ধু তার খেয়া, যে-সিন্ধুর
জল ঘুরে ঘুরে নামছে ভিতরে সে-চন্দ্রবিন্দুর

চাঁদ সে দণ্ডিত আলো মাথা দিয়ে ঠেলে মোহ্যমান
মেঘে না বেরোয় যবে সমস্ত অপ্রকাশিত গ্রহ

গ্রহানু পেরিয়ে গিয়ে মেঘেঢাকা আমার শরীর
প্রকাশ না করে তবে এক চন্দ্রসংস্করণের
আগে পরে অশরীর আরো লক্ষ চন্দ্র নিয়ে আসে
নীলিমা স্থাপন করে আমাতে এ ৯ ০ ৯
০ ৯ ০ ৯ ০ সাল কাল জন্মমাসে
বাতাসকে বয়ে চলি সমস্ত অপ্রকাশিত জয়
মেঘের তলায় জয় হয়েছিল, মেঘে উঠে চাঁদ
জয়যুক্ত হলো, এই বায়ু যুক্ত জয় যুক্ত আলো
সমান সমগ্র গোল : ফেটে যে-নিঃশ্বাসবায়ু বয়
সে পড়ে তারার অঙ্কে শুয়ে, শুয়ে তারাঅঙ্ক পড়ে
জয়যুক্ত জয়যুক্ত জয়, শূন্য, জয়শূন্য নয়

একটি তারকা দাও জলে আর পুরোমাথামূল
ডুবে যায় পূর্ণ জলে ভারী ও সুগোল মাথা ন্যাড়া
পুবে যায় জ্বলে পূর্ব পশ্চিমাশা উত্তর দক্ষিণ
শুয়ে থাকো লম্বা হয়ে গোল হয়ে গুটোও শিরশ্ছেদ
খুলে যায় খুলি এই প্রকাণ্ড ভূগোল ভ'রে জল
ডুবে জল খায় চূড়া শীর্ষ ফুটো ক'রে ঢুকে আমি
পেয়েছি কর্কটরেখা তার সে সুড়ঙ্গ শেষ হলে
দেখি অষ্টধাতু স্পষ্ট ধাতু সব তরল হে করোটি
যত তারা ধরে আছো সব আমার সব আমার পরে
ভর পায় ভরহারা শতক সহস্র আর এক
এক মূল ধ'রে ওঠে ধাতু সব ধাতুকে আমার
জ্বালিয়েছিলাম এক অতিকায় গোলকে গোলক
খুলি চূর্ণ হয়ে পূর্ণ তারকাজগৎ জ্বলমান
একটি তারকা দিই জলে আর সম্পূর্ণ ভূগোল
ছাপিয়ে কোথায় পড়ছে জল কত নিচে কত অত নিচে কে অতল
মাথা খুলে ধ'রে আছো—একটি তারকা ভর ক'রে
যায় জ্ঞান ফিরে আসে মৃত্যুর মুহূর্তকাল পরে

সকলি জয়ন্ত উল্কা নদীমগ্ন ঘুমে কাল গত
দূর দূরাগত কালো গর্তঘুমে নীল কৃষ্ণ কায়া
ধরে কি ধরে না শবে জীবন আগত দূরজল
এক সিন্ধুবৎ স্তব্ধ, এক শ্বাস ধ'রে সুপ্তজল

আছে যে নিশ্চল নৃত্যালোভ তাতে ঢালো বজ্রচোর
মুহূর্ত জাজ্জল্যমান কেশবায়ু হানে উৎক্ষেপণ
করে দিক, জল হতে ওঠে দিক, উঠে সিন্ধুপথ
ঊর্ধ্বে বাঁকা ধনু ধরে সংবরণ করে উল্কাপাত
সকলি জয়ন্ত নদী মগ্ন কালো গর্ত এই শবে
জীবন প্রবিষ্ট হলো, হু হু ক'রে মুখের ফোয়ারা
উচ্ছ্রিত করেছে শক্তি এত আলো ভরা এ ধরণী বজ্রচোর
অমা হতে ওঠে জল, প্রতি বজ্রে ভাঙ্গে ধনু তোর



অশেষ রাত্রির বৃষ্টি জল মহাশেষ এই জলের ধারায় নামছে শেষ
গাছের মাথায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে গাছ ডুবে গেল সকল ডাঙায়
জল পড়ে জল আজ দুতিন শতাব্দী ভ'রে ভোর নয় ঊষা বা দিবস
নেই মহাশেষ এই জলধারাপাত পড়ো ধারণার প্যারে জলাকার
হিম হিমালয় হিমশৃঙ্গ জল ছুঁই ছুঁই এই ছুঁয়ে দিলো পূর্ণডুবি
ডুবে দেখি সব গাছ জল হয়ে গেছে সব প্রাণী গেছে তল হয়ে সেই
তলায় শুলাম নিজ চোখের তলার ডুবজলে শুয়ে ঘুমোলাম চোখ
খোলা পূর্ণ খোলা ঘোরে ঘোরে ঘোরে বিস্ফারিত অগ্নিজলময় তারাপট
ঘুমোয় কী ঘুমে অন্ত প্রাণ অন্তে ঘুম অন্তে জ্ঞান ফিরে এলে সূর্য এসে
দেখলো দু একটি ডাঙ্গা জল ছেড়ে সবেমাত্র উঠেছে, পতঙ্গপ্রাণী গাছ
এখনো আসেনি পুঞ্জ মেঘ ভাসছে নিম্নে তার বহমান জলশিলাপথে
সমুদ্র জাগিয়ে দিচ্ছে, সমুদ্র ভাসিয়ে তুলছে, আমার শরীর ভবিষ্যতে



একরাত্রে সব তারামুহূর্ত পতন এই শূলে
শূল অগ্র তুলে যায় বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে, করে ভেদ
একরাত্রে সব তারা, নাভিকুণ্ড রেখে দণ্ডমুখে
হ্যাঁ তারা না তারা ঘূর্ণী তারকাসময়ে চক্রাকার
এ পল বিপল অনুপলে প্রতি অনু দিগ্বিদিক
করে আকর্ষণ করে নিক্ষেপ মুহূর্তমুখে শূল
আমার বুকেই দণ্ড উঠে গেছে তারা দণ্ডমুখে
ঘুরে ঘুরে চাপ দণ্ড আমার এই পৃষ্ঠ ভেদ ক'রে
বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে নামে, আমার এই পৃষ্ঠভূমিতলে
দণ্ডমূল ডুবে ধাতুকটাহে ফুটন্ত লৌহধারা
একরাত্রে সব ধাতুমুহূর্ত উত্থান স্তম্ভমুখে

বাতাস পর্যন্ত বেগ পৌঁছই, আমাকে এই বেগ
পৌঁছে দেয় আলো অব্দি আলোর অবধি নেই পাখা
এক পুষ্পপ্রসারণকালে উড়ে চললো, পুষ্পনাভি
কুণ্ডল প্রকাশ করছে গ্যাসপিণ্ডভরা, যদি খোলে
এক পলকের জন্য খোলে ওই একটি পলক
ঝলকিত মৃত্যুপথ মুদ্রার ভিতর দিয়ে নেমে
গিয়েছে তিনধাপ মাত্র মেঘে সিঁড়ি মুদ্রার ভিতরে
কোথা হলো হারা ওই মেঘপুষ্পকেন্দ্র অভিমুখে
পৌঁছে দাও বেগ এই শিবশম্ভু বেগ অসম্ভব
করেছি সম্ভব যদি একযোগে দুই পুষ্পযুগে
অবস্থিত আছি তবে অসম্ভবপরতার পারে
উড়িয়ে দিলাম জটা শিরশ্চ্যুত এই জটাধারা
স্বর অবধি পৌঁছে দেয় আমাকে অবর্ণনীয় বেগ
অ-মণ্ডল ক-মণ্ডল খ-মণ্ডলাকার গর্ভদেশে
সে আলো উদ্ধৃত করে, দেখি সেই আলোকে আমার
গর্ভে ঘুমোচ্ছি আমি, আমার অবধি নেই আর

কী আছে ঘুমের পরে ঘুমে নদী শুরু হলো নদীরও অতীতে
আছি এ বৃহদাকাব নাগমণিতলে ওঠে স্তূপ, জলস্তূপ
ঠেলে তীব্র চাপ ঠেলে ধকধক ধ্বনিপিণ্ডধ্বনিপিণ্ডধ্বনি
ধাক্কা দেয় গায়ে, দাও পিণ্ডকে মুঠোয়, পিণ্ড ফেটে পূর্ণ হৃৎ
বিচ্ছুরিত হলো একখণ্ড নাগমণিস্পন্দ মানস্পন্দ থেকে
সময় প্রথম থেকে গোনা শুরু করো শেষ জলধি আমার
মাথার উপর থেকে হাজার হাজার ফুট সমুদ্র সরিয়ে
উঠে তাকালাম : গাছ, গাছের মাথায় আলো, কী আছে গাছের
পরে নদী সরু হয়ে আরো সরু নদীর অতীত পথে বেঁকে
আসে, এলো, আলো, এই আমার দিকেই, আমি কোথা, অমি কোন
আগুনে উঠেছি দেহ জাগরিত আলোবৃষ্টিজল অগণন

পড়েছি বৃষ্টির মুখে এক বৃষ্টিপতনে শরীর
নেমেছে বৃষ্টির সামনে আর বৃষ্টি ওই হোথা পড়ে
ধরেছি বৃষ্টিরই নিচে কোষবদ্ধ হাত, অঞ্জলির
একদিক থেকে এই দিগন্তসরলরেখা উঠে
ওদিকে মিশেছে জলে মিশে নরপতঙ্গজন্তুর
দলে ভেসে যাই আমি শরীর বিচ্ছিন্ন করতল

ছুটে যায় স্রোতোপরে কোঙ্কবন্ধ নৌকা এক কোথা
জলের ধাক্কায় দুলছে দুলছে ততদিনে ছিন্ন বাহু
কানাকো, সাঁতারপাখনা, জল কেটে চলি হে গভীর
গভীর কর্দমমত্ত ঘেঁটে ঘেঁটে হাত পাখনা হাত
গাছ তুলে পোকা তুলে রাখছে নৌকায়, সে নোঙর
ওঠালো একটানে খড়্গ নাসা থেকে উৎপাটিত হয়ে
দিগন্তে মিলায় নৌকা, হারপুন-মুক্ত এ শরীর
নাক দিয়ে গরম কাদা ছোটে এইখানে, ওঠে স্তর,
আর ওখানে আমি একনিমেষে দিগন্ত কালো করা
তিমির-নৌকায় চলি, সে-তিমি-র পেট জলে ভরা

—

এক যে নিমেষ এক নিমেষের মধ্যে চলে যায়, গিয়ে চক্ষুর তলায়
এক মণি ঘোরে লক্ষ স্থির নেত্র ঘূর্ণামান একলক্ষ পথে অনিমেষ
চক্ষুতলে নেমে যদি একবার দাঁড়াও তো পা কোথায় হাত কিবা মুখ
চলে যায় তারামুখে, মুখ দিয়ে টানে বাত্রিতল ওঠে কাদা গুল্ম কীট
হ্যাঁ তারা জীবিত সব জীবিত তারার তলে পা উড়ে চলেছে পা কোথায়
পায় এক তল, পায়ে সূর্য ঠেকে যায়, সূর্য শিরে পা দাঁড়াও নৃত্য সূর্যে একপায়

—

কানায় কানায় পাত্র টলমল করে তার কানা বা কিনারা কোথা যায়
যায় ভেসে যায় ওই সন্তরণ ক'রে কত বড় ক্ষুদ্র ছোট
বর্তুল বর্তুল পিণ্ড পেটে অগ্নিভরা সব কিরণে কিরণ স্বচ্ছ ঘোলা
এই স্পষ্ট করে ওই চন্দ্রমেঘে ঢেকে ফেলে পূর্ণ বা অর্ধেক পুচ্ছপথ
বাঁকা শুভ্র দাগ টেনে এই ভেসে উঠে ডুবে উঠে শুভ্র কুহেলী ঘুমালে
পাত্রের তলায় শুয়ে আমি ঊর্ধ্বমুখে বই, জাগরণে আমার তলায়
কানায় কানায় পাত্র টলমল করে চির কিনারা কিনারা ডুবে যায়

উপসংহার

অজস্র উন্মাদ আছে। পৃথিবীতে এই জলপথ
চলেছে, তাকিয়ে দ্যাখো : জলে ডুবে রয়েছে পর্বত।

চূড়ামাত্র জেগে আছে। কার লাগি জাগো, ভাই চূড়া ?
দৈবাৎ, স্রোতের টানে আসে যদি ঘুমন্ত শিশুরা !

ক'জন শিশুকে পেলে, এ অবধি ?—এক আর একে দুই
আমি তো ছিলামই, শেষে ভেসে এলি তুই

এলামই যখন, তবে দুজনে একসঙ্গে থাকবো ।
আজ থেকে শূন্য এই চর
আমাদের, আমাদের—হাতে হাতে ওঠো চালাঘর

উঠেছে, তাকিয়ে দ্যাখো, সসাগরা এ পৃথিবী ভরেছে সুরায়
কে কোথা উন্মাদ আছো ! দুজন দুজন করে
ওঠো ও আশ্রম ওই ভেসে চলা চূড়ায় চূড়ায়··

অসঙ্কলিত কবিতা

এসেছি সূর্যাস্ত থেকে

এসেছি সূর্যাস্ত থেকে শুকোনো পাতার পৃথিবীতে ,
যেসব গাছের পাতা একবার ঝরে গিয়ে ফিরে আর আসেনি কখনো
সেসব জ্বালানী গাছে আমি আজ ক্লোরোফিল জাগাতে এসেছি ।
ডাল, তুমি ঝুঁকে পড়ো । টিলা, তুমি মাথা তুলে গেঁথে নাও চাঁদকে শিখরে
না চাঁদ, চাই না আজ আমার দহন হোক জ্যোৎস্নায় বালিতে সারারাত
এই আমি দিলাম ভৌতিক হাওয়া শিমুল গাছের ডালে
দিলাম সিঁদুর আমি বিধবার মেঘনিদ্রাজলে ।
না মেঘ, চাই না আমি তোর স্মৃতিভ্রূণ এসে মারুক আমাকে
প্রতিটি নিষিদ্ধ স্বপ্নে । চাই না দূরের ঘাটে আমাকে ভাসিয়ে দিক এবং
'সাপে কেটেছিল' বলে । আমি জানি, যে আমাকে কেটেছিল
আজো সেই সর্পিণীর দেহ
সৎকার করেনি কেউ । ফেলে গেছে নির্জন শ্মশানে ।
'তুমি কি জীবিত ? বলো তুমি কি জীবিত' বলে যতদিন তাকে আমি
জাগাতে চেয়েছি ঘুম থেকে
তত সে পাথরে লেগে গড়িয়ে গিয়েছে আরো নীচে
অথচ বনের মধ্যে ফিরে এলে তার শনশন শ্বাস
শোনা যায় পাতার ভিতরে । আমি
আজ সে ঘুমের খাদে নেমে যাব : যে-দেশে সূর্যাস্তরাঙা পথ
ঘুরে উঠে গিয়েছে পাহাড়ঘেরা গাঁয়ে, যে-দেশে সর্পিণী এসে
আবার দংশন করবে, আমার শরীরে জ্বালবে পাতা—
আমি আজ সেই দেশ আবিষ্কার করে নেব
ঘুরব সমস্ত রাত ঘোর অন্ধকার গিরিখাতে
আমারই চিতার কাঠ আজ রাত্রে মশাল আমার ।

পরাগমদের দেশে

তুমি পালাবে না, তাই পরাগমদের দেশে এলে
সাদা আর জ্যান্ত তারা ফুলে উঠেছিল ওই পাহাড়ের পিছনে আবার
পীতবর্ণ জলকণা বাতাসবিন্দুর সঙ্গে মিশে
ক্রমে ঝাপসা করে দিল দূরে দূরে বাঁধা নৌকাগুলি

তুমি পালাবে না, তাই পরাগামদের দেশে এসেছ, এখন
একবার তাকিয়ে দ্যাখো ভেজা পাথরের গায়ে শোয়ানো শত্রুর তলোয়ার
কারা ওকে শুইয়ে গেছে ? ওপারে আগুনকুণ্ড পাতার ফাঁক দিয়ে চকমকি
শত্রুদল ঘন হয়ে বসেছে গাছের নীচে কী এক গভীর জটলায়

বলো, তবে বলো আর কিছু কি করার নেই ? স্যাঁতস্যাঁতে পাথরের গায়ে
পুরনো অস্ত্রের মতো ওর কি এখনো শুধু ঘুমোনো উচিত ?
পরাগামদের দেশে তুমি যদি একবার এসেছ, তাহলে
ডেকে তুলবে না ওকে ? ধুয়ে কি দেবে না তুমি ফোয়ারার জলে অস্ত্রদেহ ?

আরো ঝাপসা হয়ে এল দূরে দূরে বাঁধা নৌকাগুলি
যে-পীত জলের মধ্যে, তাকে নাও, কুয়াশার থেকে নাও শ্বেত
অস্ত্রকে নিষিক্ত করো তারপর, দ্যাখো সাদা জ্যান্ত ওই তারা
লাফিয়ে চড়েছে ফের পাহাড়ের কাঁধে, তার সব রুদ্ধদল

খুলেছে সহস্র মুখ, ভিতরে অদ্ভুত মদ জ্বলে ।
তুমি পালিও না, তুমি অস্ত্রটিকে মন্ত্রপূত করে দাও যাতে
তারাশরীরের প্রতি সে ধাবিত হয়, যাতে পরাগজরায়ু
দেয় বিদ্ধ করে, তুমি, তুমি তার ভার নেবে বলো ।

ভূত

নিকষ রাত্রির পাতা মাথায় ছোঁয়াই : তুমি মরো ।
তুমি আজ রাত্রি থেকে গাছের উপরে হও ভূত—
শূন্যে পা ঝুলিয়ে বসো । শ্যাওড়া বনে আবার অদ্ভুত
হাসি শোনা যাক, যাতে ভয় পেয়ে পাতার মর্মরও
থেমে যায় কিছুক্ষণ । সাঁঝে যে-পোয়াতী চুল খুলে
ছাঁচতলায় এসেছিল, সেও ভিরমি যাক কেঁপে কেঁপে—
ওঝার সমস্ত সরষে সহ্য করো দাঁতে দাঁত চেপে,
মেনে নাও । দেখো, যেন দাগ না লাগে ভিতরমুকুলে ।

কি জানো ব্রাহ্মণী, তুমি কখনো গর্ভের কোনো বীজে
দাওনি সারের যত্ন। কোনোদিন দ্যাখোনি ওরারা
চারদিকে ওৎ পেতে আছে। রোদে পুড়ে পুড়ে জলে ভিজে
তোমার পুরুষ রাত্রে ফিরে দ্যাখে ধরেনি উনুন—
ছেলে কাঁদছে না। ঘরে কিছু নেই পশুগন্ধ ছাড়া :
হেঁসেলে বাঘিনী চাটছে পাতা থেকে রক্ত আর নুন।

অস্ত

রথ চলে গেছে, তার কাঠের বিরাট গোল চাকা
খুলে এসেছিল, আর এখনো নিজের চাবপাশে
লাল আভা নিয়ে ঘুরছে ঝুঁকে পড়া পশ্চিম আকাশে।
অতটা আগুন নিয়ে এতক্ষণ একা একা থাকা
ওর পক্ষে অসম্ভব। দূরে দূরে পাহাড়ী ঢালুতে
গাছের তির্যক ছায়া। বিকেলের ভোজে গিরগিটি
খোয়ার ওপাশে মগ্ন। ঘাড় ঘোরালো বিদেশী পাখিটি।
ওদিকে একটি মুদ্রা নীচে জ্বলছে সমুদ্র বালুতে....

কতটা পুরনো ওটা ?—তলোয়ার হাতে ওলন্দাজ
দস্যুরা লাফিয়ে পড়ল। জ্বলে উঠছে দু-দুটো জাহাজ।
তারই একটাতে ছিল ? অতখানি আগুন, মোহর
তুমিও পারোনি সইতে ! ও কী করে পারবে ? আজ ওর
ঘুমোনোর দিন। তবু তোমাকে খুঁজতে যাবে বলে
দ্যাখো ও ডুবতে যাচ্ছে খলখল অন্ধকার জলে.....

হত্যা

খারাপ লাগে। আমার খুব খারাপ লাগে
পায়ের নীচে লুকোনো এই সরীসৃপ
কী করে তুমি এদের কাছে থাকল আর শুল্ক চাও ?

দাঁড়াও। এই ঘিরে দিলাম খড়ির দাগে
তুমি ঘাটের সিঁড়িতে বসো, ধরিত্রী
স্নান করিয়ে বাচ্চাটার তুলোর মতো চুল মোছাও।

ওরা তো আসে রাত্রি হলে, সন্ধ্যায় না—
জল তখন ফুলে ওঠেই প্রচণ্ড ;
ওদের এত তৈরি হাত, কত সহজে করুণ দুটি

কুমারী রাগ বানিয়ে ফেলে ভাবা যায় না :
সঙ্গীদের শুধোয় 'দেখ্, পছন্দ ?'
'এ তো স্বাতীর বন্ধু আর একে চিনতো অরুন্ধতী !'

আসলে ওরা রাগের চাপা অন্তরা-য়
পেঁচিয়ে নেয় শরীর, ক্রমে অসংখ্য
স্বরের নীচে চালিয়ে দেয় পাতলা আর আঠালো জিভ।

তা সত্ত্বেও এটা তেমন অন্তরায়
হবে না ; কেউ বলতে পারে চশমখোর,
কেউ অসৎ। ওই যে ওরা তোমাকে নিতে পাঠাল জীপ

ফিরিয়ে দিলে ? ধন্যবাদ। সন্ধ্যা হোক।
জানি, তুমিও বৃষ্টি থেকে নিঃসৃতা—
তোমাকে যদি দেখাতে হয় দেখাবো শেষ উচ্ছেদই।

'কিন্তু তুমি সঙ্গে নিলে কোন্ দাহক ?'
'দাহক কিনা এখন বুঝে নিচ্ছি তা—'
'তাহলে মারো !'—'দাঁড়াও, আগে জলের থেকে উঠতে দি !'

'উঠতে দেবে ? তাহলে এই বাষ্প দিয়ে
ঝাপসা করে রাখছো কেন অর্থকে ?'
'আস্তে। ওই উঠছে মাথা—উল্টো করা পেন্ডুলাম'....

নামতে শুরু করেছে চাঁদ ব্রীজ পেরিয়ে,
দুলছে লতা। বাড়িতে ফিরে থকথকে
রক্ত আর মাংসকুচি আটকে থাকা চেন ধুলাম।

ভয়

ফিরে এলো শ্মশান যাত্রীরা।
ঝড়ে ডুবে গিয়েছে আমার
নৌকাটি, এখন তুলে এনে
কিছু হবে ? আমি তা জানি না।

ফিরে ফিরে শৈসব রাত্রিরা
তোকে এসে জ্বালাবে না আর—
তবু তুই দেহ দেখিয়ে নে
যদি ফেরে স্বামী পুত্রহীনা।

ফিরে সে আসবেই, জানি আমি।
বলবে, 'যে শুধু পেটে ধরে
সেই জানে দশমাস কী হয় !'

বলে সেই ষড়ভূজা ভয়
টেনে নেবে বিরাট উদরে
একইসঙ্গে সন্তান আর স্বামী :

ভালোবাসা

ভেঙে যেতে পারে বলে ভাবতাম। গেলও তা। আজ অবশেষে
সে-রোমাঞ্চকণা থেকে মনে মনে ভিক্ষা করে আনি
কয়েকটি নিমেষ, যারা এই জীর্ণ উদ্ভিদ শরীরে ফিরে এসে
গহন পত্রালী কিছু জ্বেলে দেবে। আমি যত দেবতাকে জানি

তাদের সবার পাখা যদি জ্বলে, তাও এত পিপাসাকরুণ
অগ্নিচূড়া জ্বালবে না কোনো দিকে। আমি সেই রোমাঞ্চগুলিকে
ধ্যান করি প্রতিরাত্রে। সুষুপ্তির ভিতরের দিকে
তাদের পুরনো জায়গা। তাদের শরীর থেকে খুন

ঝলকে ঝলকে এই চূর্ণদেহে উঠে আসে, মিলিয়ে যাবার
আগে যে কয়েকটি পাতা রাঙা করে দিয়ে চলে যায়
তারা কিছুক্ষণ মুখ তুলে ধরে জল থেকে, তারপর আবার
স্রোত এসে মুছে দেয় সে-ক্ষণরোমাঞ্চটুকু মৃদু এক পাপের লজ্জায়।

স্বর্গ

যে শিশু ঘুমের থেকে আর কোনোদিন উঠবে না
তুমি তার ঘুমে গিয়ে ঢুকে পড়ো, যদি পারো তবে একমুঠো
তন্দ্রা তুলে আনো হাতে—সেখানে অদ্ভুত সব রঙিন গাছেরা দাঁড়িয়েছে
আর নীচে বসে আছে লাল নীল সবুজ দেবতা
তাদের মাথায় গোঁজা পালকের কাছে এসে থেমে গেল নীল প্রজাপতি
গাছের পিছন থেকে উঠে আসে শীতের বাতাস
মাটিতে রঙের ধুলো, তার উপর অলসলুণ্ঠিতা কুমারীরা
দ্যাখো, যে শীতের হাওয়া তাদের শরীর ধুয়ে ধুয়ে
গাছের উপরে গিয়ে জমা হয় সাদা বাষ্পে
কিন্তু শুধু এটুকু দেখেই তুমি তন্দ্রাকে ছেড়ো না
রাত্রি জাগো, রাত্রি জাগো,—মগজ পেষণ করে করে
ঢেলে যাও তপ্ত ক্বাথ সারারাত তন্দ্রার উপর

তবে একদিন দেখবে শিশুটি ঘুমের থেকে উঠে এসে গাছের তলায়
খেলছে আবার,—তার মাথায় লাল-নীল সব পালকের খুব কাছ দিয়ে
উড়ে যাচ্ছে, নানা রঙ গ্রহবালিকারা·····

আদিজননীকে

উল্কার জ্বলন্ত চুল ঝলসে নেমে এসেছে আকাশে
সময় সে-বিন্দু থেকে শুরু হলো। তারও আগে অন্ধ গিরিখাতে
পিচ্ছিল লালার মধ্যে শুয়ে আছি কতকাল সে-চেতনা ছিল না আমার
দূর থেকে ধাতুপিণ্ড বিদীর্ণ হবার শব্দ ভেসে আসে শুধু···

আজকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি চাঁদ বয়ে চলেছে নদীতে
কিনারে দাঁড়িয়ে আছে হরিণেরা। তাদের শিং-এর বাঁকা ডাল
স্রোতের উপরে কাঁপছে। শালের জঙ্গল থেকে ফিরে এলো হাওয়া।
আমাকে যেদিন তুমি প্রথম এ-নদী থেকে তুলেছ দু-হাতে
হাওয়া কি সেদিন থেকে শুরু হলো ? আকাশে জলের কণা উঠে গিয়ে
সেদিনই কি শুরু হলো মেঘ ?

আজকে আবার এই উল্কার জ্বলন্ত চুল ঝাপটা দিয়ে যেতে মনে পড়ে
তোমার শয্যায় ঢুকে আমি একদিন খেয়েছি তোমার অশ্রু সারারাত—
মনে পড়ে একরাত্রে বালির চড়ায় এক নীলবর্ণ শিশুর মতন
বিষাক্ত স্তনের মুখ শুষে আমি মেরেছি তোমাকে।

মাটিতে চালাবো তীর

মাটিতে চালাবো তীর ঠাকুর্দা তোমার মুখে জল
ফোয়ারার মতো এসে পড়বে মাটির তলা থেকে
আমার ধনুক থেকে তীর কোনো মাটিতে ফাটল
ধরাতে পারেনি আজো। দূর থেকে শুধু উর্বরতা দেখে দেখে

তবে কি তোমারই মতো এই জন্ম যাবে অপুত্রক ?
এখন হয়ত জল ওঠাতেও পারি কিন্তু আমার ধনুক যদি কাল
নরম শ্যাওলার মতো নুয়ে পড়ে ? যদি শূন্যে উঠে গিয়ে লেলিহান শোক
কেবল নিজেরই দিকে ফিরে ফিরে আসতে চায়, তবে কতকাল

আমি সে-পুন্নাম একা সহ্য করে যেতে পারব ? যদি আজো না চালাই তীর
এখনো ঋতুকে আমি যদি না জাগাই বিদ্ধ করে
কে তবে অশৌচ নেবে ? অন্নহীন বায়ুহীন জলহীন দশটি রাত্রির
পরেও কি দেখবো না আমি সামনে ছড়ানো জল
দূরে ঝাপসা হয়ে গ্যাছে কূল

কেবল দিগন্ত থেকে একটি পোড়ানো মালসা ভেসে আসছে স্রোত ধরে ধরে

কবর

তোমার পায়ের কাছে এইবারে নেমেছে মড়ক
অজস্র শবের গাড়ি বেরিয়েছে নগরীর পথে
পাখির পতন হলো তোমার সমুখে ডানা ভেঙে
গোপনে বনের মধ্যে ফুলে ওঠে প্রতিটি কবর

ফেরাব সময় নেই, মাকড়সা আমার মাতামহী
টাঙালে তোমার জাল এ-চূড়ার থেকে ও-চূড়ায়
তোমাকে শোয়াবো কবে বালির গহ্বরে, এই ভেবে
একাকী মশাল হাতে কবর পাহারা দিই আমি।

পদ্ম

সে-চোখে দেখিনি তাকে। সারারাত্রি অন্ধকার ঘরে হাতপাখা।
আমাকে বিশ্বাস করো—দু-হাত অবশ হয়ে এসেছিল বলে
আমি একবার মাত্র সাবধানে নামিয়ে রেখেছিলাম কোলে।
কার কোল তা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। শুধু কাজলশলাকা
হাতে ভেসে এলো, সেটা মনে আছে। ভোর রাত্রে যখন নদীতে
ডুব দিতে গেলাম, অমনি চাপা উন্মাদের মতো সেই খরস্রোতা

আমার জটার মধ্যে ঢুকে এলো : তুই ? তুই, এমন দাহ্যতা
কবে পেয়েছিস ? কবে ?—বলেছি জটায় তাকে আঁকড়ে নিতে নিতে····

পাড়ে শুয়ে আছি একা। বোঝা যায় না দূরে আবছা আলো ফুটছে কিনা
বাতাস করেছিলাম, সারারাত , গায়ে ব্যথা। হাতে এসে ঠেকে
হঠাৎ পাঁচটি পদ্ম। এরা কারা ? এরা কি আমার জটা থেকে
খসে পড়েছিল কোনো দুর্বল মুহূর্তে জলস্রোত ? —তা যদি না
হয় তবে যেখানে তোমার বাহু কাজলের ছোপে এত কালো
কেন আজ পাঁচটি পদ্মের শিখা সেদিকেই লুকিয়ে তাকাল ?

চাঁদ

রাত্রি কি জলে ফেলে গেছে তার ভ্রূণ ?
ভাঙা আধখানা থালার মতন তার
অসম্পূর্ণ শরীরের থেকে খুন
যত ঝরে, ঢেউ ভেঙে যায় ততবার।

নদীর ওপারে ঘিরে থাকা সব গাছে
স্রাব লেগেছিল, চকচক করে পাতা
যে-মেঘেরা ছিল এ-বনের কাছে কাছে
তারা ছুঁতে গেল তিনপাহাড়ের মাথা

সেই ফাঁক দিয়ে কে এল গাছের শিখরে
ও কি তবে সেই কাঙালের ভাঙা থালা ?
গাছে নয়—ওই—ওই তো জলের ভিতরে—
বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে ডালপালা

চাঁদ যদি বলো, ভুল হবে, ও কেবল
খসে-যাওয়া কোনো ব্যর্থ জরায়ু ফুল
শরীর হয়নি—তবু ওর দিকে জল
বাড়িয়ে দিয়েছে ঘূর্ণির মতো চুল

কুমারী রাত্রি, তোর ফেলে-যাওয়া ছেলে
যেন আর কেউ না দ্যাখে ভোরবেলায়
পাহাড়ের থেকে মেঘগুলি ফিরে এলে
যেন ওর দেহ নিঃশেষে ঢেকে যায় !

পুরুষ

বোলো না নিশ্চল দেশ, বোলো না সে কোনোদিন জ্যোৎস্নায় মূর্ছিত একা পড়েছিল নীল তেপান্তরে। বোলো না ঘৃণার কথা আর আমাকে, আমি সব ভাঙা শুকনো মরা ভালবাসা জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে জড়ো করে রেখেছি স্তূপের মতো। আজ তুমি তার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দ্যাখো, তার শিখা দূর বাগানের মধ্যে ফোটাবে জ্বলন্ত গাছ,আমারও কয়েকটি ডাল, সামান্য কয়েকগুচ্ছ পাতা কোনোদিন বেড়ে উঠেছিল, বোঝা যাবে। এমন কি হাওয়া দিলে জোরে—তুমি ভয় পেয়ে যেতে পারো, যদি বা পাশের গাছে লেগে যায় দৈবাৎ আগুন ! বোলো না নিশ্চল দেশ, আজ ঘোর অন্ধকারে নদীয়া উদাস হয়ে এল—নদীয়া হিংস্র হয়ে এল আজ আবার দশ বছর পর। রক্ত ঠেলে ঠেলে নৌকা ফিরে আসছে নদীপথে—তোমার যে বড়ছেলে কাল রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, আজ ভোরে তার দেহ বাঁশের দোলায় কেন নিয়ে আসবে মুদ্দোফরাসেরা ? আমার ভাইয়েরা কেন ভোঁতা ছুরি তুলে নেবে ? খেলবার ছলে কেন একে অপরের দেহ ফেলে যাবে ভাগাড়ে, লাইনের পাশে, অন্ধকার খানার তলায় ? এক খণ্ড কাটা হাত পাওয়া যাবে আস্তাকুঁড়ের নীচে, তার উপর বাঁধা আছে সরু লাল সুতো। যে পরিয়ে দিয়েছিল সে একা ছাদের ঘরে সমস্ত বর্ষণ আটকে রেখেছে শরীরে। কে রয়েছ বৃষ্টিপান করে নিতে পারো ? বোলো না নিশ্চল দেশ, বোলো না কখনো কেউ জ্যোৎস্নায় মূর্ছিত একা পড়েছিল নীল তেপান্তরে। যে-তুমি আমার বৈরি, সেও জানো, যে-তুমি সুহৃদ জানো সেও—সে এক পুরুষ দেশ। আর আমি কত ঋণ তার কাছে করে যেতে পারি ? যে থাকে ছাদের ঘরে, যার বেঁধে দেওয়া সুতো ঠাণ্ডা ফোলা হাতের ওপরে এঁটে বসে গেছে মর্গবিছানায়, রক্তে ভেসে যাওয়া জেলঘরে—যদি কেউ তার কাছে গিয়ে বলে আমার শরীরে আজ অন্নজল নেই ? তাহলে সবাই কেন জ্যোৎস্নায় মূর্ছিত ভেবে তেপান্তরে ফেলে যাবে তাকে ?

বোলো না নিরন্ন দেশ। নিরন্ন পুরুষ বলো। বলো, যে, সহস্রবর্ষ সে নিজেকে
অনাহারে রেখেছে কেবল নির্দেশ পাবার জন্যে। কোনোদিকে তাকিয়ো না,
আমার পায়ের কাছে কতদিন জড়ো করা আছে এই স্তূপ—একবার সাহস করে
আগুন লাগাও—তাহলেই এক কোণে প'ড়ে থাকা মরা শুকনো ফাঁপা গোল
কাঠ, তারও মুখ ফেটে গিয়ে গড়াবে ঔরসধারা পৃথিবীর মাঠে মাঠে ছুটে যাবে
বর্ষাবেগ যে আছে ছাদের ঘরে তারও দেহে জ্বালাবে ফসল....

এবার নির্দেশ দাও—এবার সেচের কাজ শুরু করো ভুলে যাও তেপান্তরে
কতদিন কে ছিল মূর্ছিত!

শক্তি

নিজের কর্তিত মাথা একহাতে নিয়ে অন্য হাতে
ধরে আছো ঝলসিত বিদ্যুৎ-শোণিতস্রাবী খাঁড়া;
কবন্ধ গলার থেকে ফিনকি দিয়ে ওঠে রাত্রিবেগ
নিঃশেষে পান করো তুমি, আমি সেই স্ফারিত মুখের
ভিতরে তাকিয়ে দেখি চরাচরহারা শূন্যতায়
অন্ধকার মেঘে মেঘে ফুটে আছে জ্যোতিষ্কশিশুরা!

সে কবে শরীর থেকে

সে কবে শরীর থেকে উড়ে গিয়েছিল হাঁস মেঘের গহ্বরে। বাঁকানো পাখায় তার
ধাক্কা লেগে শতছিন্ন সাদা কাশফুল, বিকেলে নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে এল।
তখন বিকেলে মরা আলো ধীরে ধীরে শুতে আসে ওই উঁচু ঝর্নার কিনারে। তখন
পাহাড় থেকে ফিরছে পশুর দল, তাদের গলার ঘণ্টা যত বেজে ওঠে আর তাদের
খুরের ধুলো যত ঝাপসা করে উপত্যকা—তত অপরাহ্ণ বেলা ভরে দিতে চেয়ে
সব তাপজ্বরে আক্রান্ত শিমুল বাতাসে লাফিয়ে পড়ে। বাতাসেরা দেখতে পায়

অন্ধকারে তোমার মুকুল ক্রমশ মাটির দিকে নুয়ে পড়ে। ওকে বলে ফলভার? তোমাদের সতেজ স্তনটি একথা বোঝে না হয়ত যেখানে সে সরু নদী, যেখানে সে সমতলে নেমে এসে পার হতে দেয় মাথায় ধানের বোঝা কৃষাণীকে, গরুর গাড়ির চাকা যেখানে যেখানে তার ঘাটের কাদায় রেখেছে গভীর দাগ, যেখানে খড়ের চূড়া দেখা দেয় দূরের উঠোনে—সেখানে অজান্তে সেও রেখে যাবে পলি। এই কথা না বুঝেই সেদিন শরীর থেকে মেঘের গহ্বরে উড়ে গিয়েছিল হাঁস। তারপরে কখনো বাতাস বুঝি অন্ধকারে তোমার মুকুল ঝরাতে চাইল না আর। বাঁকানো পাখায় লেগে সাদা কাশফুল শতছিন্ন দেহ নিয়ে দাঁড়াতে এল না আর নদীর দু-ধারে। শুধু আমি মুক্ততম গাছ—নদীর নির্জন বাঁকে নিজেকে রেখেছি বিশীর্ণ শরীর নিয়ে—যদি পলি ফেলে যাও—যদি বা কখনো এসে প্রতিটি ফুলের মুখে রাঙাঙ্কুর জ্বালাও আবার' যদি বা শিকড় ছিঁড়ে সমস্ত পলাশবন ছিটকে উঠে পোড়ায় আকাশ। আমি দাঁড়িয়েছি তাই। শরীরে একবার যার বিদ্যুৎ লেগেছে সেকি শুধু পোড়া কালো পালকের ছাই লুকোবে ডানার নীচে চিরকাল? সে কি তবে কোনোদিন তার দগ্ধ পালকের গায়ে নদীর দু-ধার থেকে লাগিয়ে নেবে না সাদা কাশ?

সোনা

সব কি বোঝানো যায়? এত সোজা? না আমি প্রত্যেকদিন অত
বোঝাতে পারবো না কেন চাঁদ এসে আটকে যায় চূড়ার ত্রিভুজে
কেন বা ভোরের দিকে দু একটা কিশোর গ্রহ কিছুই না-বুঝে
তোমার ঘরের চালে খসে পড়ে। কেনই বা বাতাসে উদ্যত
শিখা আঁকড়ে ধ'রে তুমি কেঁদে বলো: 'দ্যাখো দ্যাখো আমার কী লাঞ্ছনা!'
একে কি লাঞ্ছনা বলে? আমি জানি ওই দূর অন্ধকার বনে
আধপোড়া শরীর দুটো প'ড়ে আছে কাঁটাবাবলার এককোণে
এক্ষুনি শকুন এসে ঠুকরে খাবে। কেন খাবে সেকথা জানো না?

জানো সব, তবু কিছু স্বীকার করবে না। কিন্তু ওই স্বর্গজাত
গ্রহেরাও তোমারই সংকেত পেয়ে নেমে এসেছিল, আর, এত,
এত জলস্থলে সোনা খোলা আছে গরীবের জন্য, বোঝেনি তা!
এখন তুমিও বুঝতে চাইছো না কখনো না কখনো অজ্ঞাত
লাঙল তোমাকে পাবে, নিয়ে যাবে ঘরে, শেষে কনকদুহিতা
একদিন তো আগুনে হাঁটবে, সেদিন সমস্ত সোনা পুড়ে যাবে না তো!

ছাউনি

ছাউনি কি পড়েছে ফের ? পতাকার রঙগুলি চেনা নয় । ছাউনি কি আবার
পড়েছে দূরের মাঠে ? যদি চিন্তা করা যায় তবে উটগুলি বাঁধা রয়েছে খুঁটিতে,
হেলানো গাড়ির ছই সুমুখের মাঠে ।
যদি চিন্তা করা যায় তবে চমৎকার ভোজ । পুরো একটা ভেড়া এনে রাখলো টেবিলে
ঝাঁঝালো মশলার গন্ধ-শক্ত রুটি ছিঁড়ে ফেলা দাঁতে
কালো বোরখার নিচে ঝকঝকে একঝলক চামড়ার আভাস
যদি চিন্তা করা যায় রাত্রিবেলা ভরাপেটে সামান্য বিশ্রাম—তবে
ছাউনি কি পড়েছে সত্যি ? নিমেষ ফেলেছি কটা, গোনা যায়, তার মধ্যে
মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু
খুঁটি ছিঁড়ে গরম ধুলোর মধ্যে বাতাসী কার্পেট·····
সেই থেকে আশ্রয়ের খোঁজে আমি কখনো বালির মধ্যে হানা দিই
কখনো বা জলশূন্য হ্রদের কাদায়
কাঁটাগাছ চিবোয় উটেরা
জিভ ফালাফালা হয়ে রক্ত নামে । ঘোড়াটার ফোলে পেট, মুখে গ্যাঁজলা, শ্বাস
পিঠের তলায় বালি, পা দাপায়, জবাকুসুমের লাল ধারা
নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে—এদিকে সে খোশমেজাজে চলেছে পশ্চিমে
থকথকে পুকুরে নেমে নখ দিয়ে সরাই কাদা—বড় গোছের
দু-একটা শামুক পাওয়া গেলে
আজ রাতে খানা হবে জোর !
জোর খানা ! ইয়া আল্লা ! ঝালগন্ধ রসুইঘরের—
ছাউনি কি পড়েছে ফের ? সিরাজী রূপোর কলসী উপছে পড়ছে—ঢেলে দাও
আমার গলায়······
গলায় কী বিষ, বিষ ! উঠে এলো । বমি এতো নোনতা আর লাল ।
ঘোড়াটা দাপিয়েছিল বিকেলে পা, পিঠের তলায় বালি, আঁচ·····
ঐ তো পড়েছে ছাউনি ! ঐ তো উটেরা বাঁধা । হেলানো গাড়ির ছই থেকে
নেমে এলো কালো বোরখা, নোনতা আর লাল বোরখা, ঝেঁকে উঠছে বমি
মুখের এতটা কাছে মেঘেরা নামলে কি ?
কিছু না তেমন । শুধু, রাত্রিবেলা ভরাপেটে সামান্য বিশ্রাম
নোনতা বিশ্রাম, লাল, কালো বোরখার মধ্যে
একঝলক ফরসার আভাস······

জোঁক

আলো তো জ্বলেনি আজ ! আসার কী মানে তবে ? কালভার্টের হাতখানেক
তলাতেই জল
শরীতে পিচের রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে । নিচে, সামনের পাথরটায়
মাথাটুকু জাগিয়ে জলঢোঁড়া
নিয়েছে সামান্য ঠেক, কিছুটা চকচকে ত্বক বোঝা যায় । অনেক তলায় গিয়ে
বাকিটা বোধহয় কালনাগ
আলো তো জ্বলেনি আজ । টেবিলে কাঁচের লম্ফ, খাতার উপরে
ঝুঁকে আছে গোল চশমা, মাটিতে লুটোচ্ছে ম্যাক্সি, সন্তদের দোতলার ঘর
কাঁচের স্বচ্ছতা নিয়ে এইমাত্র খুলে এলো গোটা বাড়িটার থেকে
ধীরে ধীরে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত স্টেশন,
একমাত্র প্রহরিণী জ্বেলে রাখছে টেবিলে কাঁচের লম্ফ । কী করতে আসব তবে ?
কালভার্টের হাতখানেক তলাতেই জল
ধুলো ঝেড়ে বসলাম, শাড়িতে গাছের থেকে ঝরে পড়া কাঠপিঁপড়ে টোকা মেরে
ফেলে দিতে গিয়ে
ওঠালাম নিজের আঙুলে—জলের উপরে খাড়া
নলখাগড়া টাওয়ারের মাথায়
কয়েক মুহূর্ত থামলো ছোটো হেলিকপটার-ফড়িং
গাছের মগডাল থেকে বেঁকে গিয়ে জলে পড়ছে বাচ্চাটার থুতু
হাতের শালপাতা ঠোঙা ভরে এসো রৌদ্রতেজ কচুরি তরকারি
গাড়িতে বোঝাই সুরকি নিয়ে এসো গপ্পোবাজ বাপব্যাটা দু ভাই
বসুন গো দিদিমণি কোন দেশের হইছেন আপনেরা
দেশ মানে সারে মাপা নিসা, দেশ মানে চারদিনের
নাগাড় বৃষ্টিতে
ভরে গেছে উঠোন, রাত্তিরে ঘুম ভেঙে
জেগে আছে গরুবাছুর, মুরগীরা, খুর ও পায়ের পাতা ডুবে গেছে জলে
পিছনের ডোবাটা সাগর
তখন তো চারধারে জোঁক, ভাতের থালার পাশে, খাটের পায়ায় —
শাড়ি অল্প তুলে নিয়ে পার হবার কালে
কখন চতুর জোঁক আটকে গেছে পায়ের ভরন্ত ডিমে—
ঘন না-এমন রোম । নরম, কৃষ্ণাভ । ভেজা ভেজা স্বাস্থ্যবান ফরসার উপরে
লেগে আছে মোটা রেশমী সুতো
টেনে ছিঁড়ে ফেলার প্রয়োজনে—সেই প্রথম, অতটা দেখলাম
পরদিন সন্ধ্যের পরে ওষ্ঠকে বুকের থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছি, রক্তপানরত

শিশুর দুকবে
তখনো মৃত্যুর ফেনা, খয়েরী বৃন্তের মুখ ভিজে আছে তখনো লালায়….
প্রায় লাফ দিয়ে
জোঁক ফিরে গেছে জলে, চার বছরে ওর দেহ শুকিয়ে শুকিয়ে কালো তার
কিছুই রোচে না মুখে, শ্যাওলার মধ্যেই থাকে সারাদিন
ছেড়ে দিয়েছে রাত্তিরের খাওয়া
আলো তো জ্বলেনি তবে কী করতে আসবে ভাই ডাক্তার জীবন ? এ কালভার্টের
তলাতে যে-জল
সেখানে পাথুরে ঠেক ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে মাথাটুকু জাগানো: জলঢোঁড়া
কচুরীপানার নিচে—কিছুটা চকচকে ত্বক দেখা যাচ্ছে, অনেক তলায় গিয়ে
বাকিটা বোধহয় কালনাগ
এবার বাতাস নিতে ভেসে উঠবে জোঁক—শুধুমাত্র সেইকথা ভেবে
মুছে যাও কিছুক্ষণ টেবিলে কাঁচের লক্ষ, খাতার উপর থেকে গোলচশমা মুছে যাও
মাটিতে লুটানো ম্যাক্সি
মুছে যাও কিছুক্ষণ সন্তুদের দোতলার ঘর· · ·

কঙ্কাল

বেশ হয়েছে ধুলো খাওয়া, বেশ হয়েছে ফুলিয়া আসেনি তবু বাস বললো
যাবো না—খারাপ ।
একদিকে ইঁটপাতা গলি গাছের ভেতর দিয়ে বেঁকে গিয়ে সুড়ঙ্গে হারানো,
বৃষ্টিটারও দেখা নেই, বরং সূর্যের থেকে ফোঁটা ফোঁটা মোম
গালের উপরে পড়ে ফোস্কা তুলে দিলো ওর । একবাস লোকের কেউ
আগুনটা চাইছে, কেউ
কানে পৈতে দাঁড়িয়েছে খালের পাশটায়
বেশ হয়েছে ধুলো খাওয়া, বেশ হয়েছে চোখের পাতা ফেলে দেওয়া ধুলোর ভেতর
আর খোঁজো খোঁজো—না পেলে অচ্ছুৎ !
ছুট্ লাগাও প্রেতচ্ছায়া, ভালো চাও তো ছুট্ লাগাও, দশতলা বাড়ির নিচে দাঁড়াও
হাত পেতে—

নইলে আঁশতলার ঐ শিমুল গাছটার নিচে কম্বল বিছানা করো
আগুন করো ছোটোমোটো—'সাধুবাবা, জলপড়া দেবেন ?'
আছে তো কলকের ছাই, চুলে নোংরো। ভোরের দিকে বৃষ্টি হলে
এক পশলা দিতাম তোমাকে
হাত ভরে দিতাম, আর আঁচল ভরেও, শেষে ছোটবেলাকার ফ্রক
তাতেও যতটা ধরে দেওয়া যেত,
সন্ধেবেলা কানুদের গোয়ালের পিছনে
ফের লুকোতাম নয় ! ওরা খুঁজে পাচ্ছে না—একবার দেখাবি, চিনু ?
ব্যস্, একবার ?
নাকের পাটায় ফুল, মুখে ঘাম, কেউ আসবে না, চিনু,
ঠিক একবার
মোর্—পেয়েছি এই তো
এইখানে লুকিয়েছিলো—মোর্
ছুট্ লাগাও প্রেতচ্ছায়া, কম্বল গুটিয়ে নিয়ে ছুট্ লাগাও, চুলে নোংরো
খাওয়া নেই ছুট লাগাও রাস্তার একপাশে
ইঁটপাতা গলিতে পড়ো, গাছের নিচ দিয়ে বেঁকে সুড়ঙ্গে হারাও
মরুক গে একবাস লোক, দিও না আগুন চাইলে, কারো মুখে
রোদ লাগলে সার্সি নামিও না !
থেমো না, বসতি ছেড়ে পালাও—না হলে
ফের বাস বলতে পারে যাবে না—খারাপ,
ইঁটের রাস্তাও ফের সুড়ঙ্গে হারাতে পারে—চোখের পাতাও
একবার ফেলে দিলে ধুলোর ভেতরে
ফের খোঁজো খোঁজো—না পেলে অচ্ছুৎ !
থেমো না, প্রত্যেকদিন বিকেলে বসতি ছেড়ে পালাও কঙ্কাল আর
রাত্রি হলে কালভার্টের নিচে
কাঠের আগুন করো, ফুঁ দিলে কোটরে জল, ফুঁ দিলে কোটরে
জ্বালা—থেমো না, ঝোলার থেকে বার করে আনো
নিজের পুরানো মাংস, নিজেরই পুরানো চামড়া ।
কি, করেছ ?
এবার ঝলসাও……

করোটি

পাথর ফাটানো জল, আর জল আটকানো পাথর
এই দুটো ধরে আছি, দুই হাতে শুধু এ-দুটোই
মাঝে মাঝে ওপাশের ছাত থেকে ভেসে আসে এর ফুল, ওর

খোঁপার একটা কাঁটা, আঙুল, চোখের মণি, ক্রমশ করোটি···
খোঁজে আমাকেই, হাসে খলখল : কোথায় রে, কই ?
কত ছোটো দেখে গেছি, কাছে আয়, দেখি আজ হয়েছিস
কেমন বড়টি·····

উড়ন্ত

উড়ে গিয়ে দেখলাম আরো কিছু দূরত্বে স্ফুরিত
একটি নতুন গ্রহ । বর্ণালীরা তার থেকে বেরিয়ে
ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ; তবে যাই, আরেকটু উড়ি তো···

উড়েছি, হঠাৎ দেখি চোখ নেই, মাথাও না, হৃৎপিণ্ড, ধমনী কোনকালে
ঝরে গেছে : দু-পাশে গ্যাসীয় কণা, ছোট বড় নক্ষত্র পেরিয়ে
ছুটে যাচ্ছি একটি রেডিও ঢেউ, মিশে যাব মৃত কোনো
গ্রহের কঙ্কালে ·

আবার তারের যন্ত্র

দু দুটো রাত্রির চাপে
তোকে চাই
পিষে নিতে পাথরে পাথরে

আধভাঙা উঁচু নিচু
পাহাড়, তলায়
ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে স্রোত

শালবন ফুঁড়ে ওঠা
টিলার উপরে
ফেলে গেছি আমার ধনুক

চারপাশে ঘাস শ্যাওলা
দু একটা পোকা
গা বেয়ে উঠছে ধনুকের

দু দুটো রাত্রির চাপে
তোকে চাই
পিষে নিতে পাথরে পাথরে

একদিকে রাত্রি আর
অন্যদিকে শিলা
ধরে যেই আঘাত জাগাব

অমনি এতদিন পর
ফের দেখি
দোতলার উঁচু ঘর থেকে

আবার তারের যন্ত্র
শূন্যে গিয়ে
চোখ তুলে না-তাকানো ফুল·

জার

হাওয়া আসে, কাঁটাগুল্মগুলি সব
জলপারে আলো

রেলিং পেরিয়ে এল সাদা, ঝকঝকে
চকিত শাটল কক

লনে ঘেরা বাড়ি, কাঁটাগাছ
হাওয়া, হাওয়া আসে

আমাদের সরীসৃপ, নিচু সরীসৃপ
আবার গা-ঘষটে চলো

গলা ঘোরাতেই লাল, হলদে কি বেগুনী,
লাফ দাও ঝোপে

ঝোপের ভেতরে খাদ্য, পিঁপড়ে, গুবরে পোকা,
ছোটখাট মথ

ঝোপের ভেতরে ঘর
উঁচু তাক, নীচু

সেখানে পরপর জার
নিস্তব্ধ, কাঁচের

ঠাণ্ডা, টলটলে, তেল রং
তরলে ঘুমোচ্ছে চোখ

তোমার জীবন্ত চোখ, মৃত চোখ,
সাদা চোখ, কালো.....

কোটর

যদি চোখ তুলে নিই
কী থাকে ? কোটর ।
সমস্ত ভুলের কথা ভুলে যা, ও তোর
পিছে পিছে আসছে, যক্ষিণী ।

একদিন সমস্ত ধাক্কা
কালো চিমনি, তার পাশে এসে
থেমে গেছে ; আজ অবশেষে
ও চিমনি, আমাকে তুই খা ।

কালো, গোল । সরুমুখে
উঁকি মারে অপ্রতিভ জ্যোতি
ভিতরটা স্যাঁতস্যাঁতে, ঠাণ্ডা । এই ছেদযতি
এত যত্নে গড়ে তুলছো কে ?

শ্বাসরোধী, স্তব্ধ, চাপা
আবহাওয়া ; না বায়ু, না জল ;
কিছু নেই ; মুছে ফেলো যা আছে কাজল—
সামনে কী ? ছেঁড়া হাত, ছেঁড়া মাথা, পা !

এসব দেখাস নে, তুই, ক্ষতি !
তার চেয়ে বড়ো-র ছোটো-র
চোখ তুলে নিস্ যদি
কী রইল ? কোটর ।

বরফ

ঝকঝকে সাদা পিঠ, বরফের। যে-মেরুপ্রদেশ
কখনো দ্যাখেনি কেউ, আমি তার কাছে গিয়ে দেখি
খানিকটা জীবন্ত আছে তলাকার স্তর, বুঝি এখনো ওদেশ

সবটা শিলীভূত নয়। আরো নীচে শুয়ে আছে অনাবিষ্কৃত
দুজন নারীপুরুষ। আঁটা চোখ। ডাকলে ওরা উঠে দাঁড়াবে কি ?
যেই ডাক দিতে গেছি, অমনি আমিও শব, চোখ আঁটা,
তুষার শাসিত।

শবের রক্ষক

এতদিন ধরে ছিল সে আমার শবের রক্ষক। আজ ছুটি হল তার।
'কোথায় হারানো চোখ ?'—তাকে বলি। সে আমাকে এনে দেয় কাঁচের
মার্বেল। 'কোথায় হারানো লিঙ্গ ?'—বলি ফের। সে আমাকে এনে দেয়
লোহার পেরেক। 'কোথায় বা দাঁত ?' সে তার হাতের থেকে ফেলে দেয়
ভাঙাচোরা অজস্র ঝিনুক। এতদিন ধরে ছিল সে আমার শবের রক্ষক।
আজ তার ছুটি হল। এ-দুর্গে থাকে না কেউ, তবু এর পাথুরে দেওয়ালে
মশাল অর্ধেক গাঁথা। লম্বা ছায়া দুলে যায় লোহার টেবিলে। পোড়ানো
মাটির পাত্রে পড়ে আছে শুকনো খেজুর। তোমরা কি ফিরে এলে ? বলো,
বলো মৃতগণ, বলো এ দুর্গের জন্য কী এনেছ তোমরা প্রত্যেকে ?—'আমি
সাগরের থেকে নুন।' —'আমি দূর দ্বীপ থেকে এনেছি প্রাচীন ফল।' —'আমি
তেল।' —'আমি হাড়।' —'আর আমি মশলা ও পানীয়।' —তবে তুই ? হাড়ের
মুকুট পরা মেয়ে, তুই কিছু আনিস নি ? —'আমার জরায়ু আমি মাথায় কলস
করে আনলাম, এ-দুর্গের সমস্ত মৃতকে আবার জন্মাতে দেবো বলে।' সে-মুহূর্তে
হাওয়া লেগে নিবেছে মশাল আর দুর্গের ভিতরে জ্যোৎস্না লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে
ভরা বুক ঘষে তার কর্কশ দেওয়ালে। রাত্রি এসে শুয়ে পড়ে পরিখার নীচে, তার

বুকের চূড়ায় এত ক্ষণ মুঠো করে ধরা ছিল কুয়াশাপশম—এইমাত্র সরিয়ে দিল সে। শবের রক্ষক তুমি মুক্তি পাও মুক্তি পাও আজ। আমি আর শব নই, আমি সব নিরুদ্ধ আয়ুর জলস্রোত খুলে দেবো রাত্রির ভিতরে, ওরা পরিখা ভাসিয়ে নিয়ে যাক···

অন্য দেশের কবিতা

আরো জলে, আরো সুবজ পাথরে, আমার ছাউনি পেতে রেখেছিলাম
আমার চিৎকারের রক্ত ধুয়ে ফেলেছিলাম যত্ন করে
তোমার হাড় আর পাথরের তৈরি গয়নাগুলো ভেজা পাথরের গায়ে শুকোচ্ছিল
আর রাত্রি, একটা নীল-কালো ছাল বিছিয়ে রাখত জলে
তখন, এ-দেশে থাকতাম না তো !
তুমি যে পশুর চামড়াগুলো দিয়েছিলে কোমরে জড়াবার জন্য
আমি সেগুলো মাথায় দিয়ে ঘুম যেতাম দ্বীপের বালিতে
দূরে তিমিমাছ নাক দিয়ে জল ছাড়ত, ভোরবেলা রোদ লাগাতে
জল থেকে একে একে গা তুলত সব প্রবালের চর—
একদিন ঘুরতে ঘুরতে মার্কোপোলো এসে নোঙর করলেন তার জাহাজে
একদিন কলম্বাসও—
কে প্রথমে কে পরে, তোমার মনে আছে কি ? —আর একবার
বহু বছরের নির্জন দ্বীপান্তর শেষ করে ফেরার সময়
ক্রুশো, রবিনসন ; আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন দু-ঘণ্টা
আমাদের সঙ্গেই খেলেন আগুনে ঝলসানো লম্বা লম্বা মাছ
গায়ে একটাও হাড়গোড় নেই সেগুলোর—বললেন 'চমৎকার'
আমি লক্ষ করেছিলাম, খুব ঘন লতায় ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে
ভোরবেলা যে-রকম রোদ্দুর এসে পড়ে—তোমার সঙ্গে
কথা বলার সময় ওঁর বাদামী দাড়ির ভেতর চনমন করে উঠছিল
তেমনি একটা হাসি—
তখন, এ-দেশে থাকতাম না তো !

আজ রাত্রিতে কেন আবার ফিরে আসছে সেই পাথরের পেতে রাখা ছাউনি
অন্ধকারের মধ্যে কেন ঝিলিক দিচ্ছে হাড় আর পালকের গয়নারা ?
এখানে তো প্রজাপতিগুলি অন্ধকার আর ধাতুরা সর্দির মতো স্যাঁতস্যাঁতে

ঘুমের গা থেকে গরম ভাপ উঠছে সবসময়
চিৎকারের দাগ যদি ধুতে যাই নদীতে, তবে
জলে উঠতে শুরু করবে লাল রক্তের ধোঁয়া !

কিন্তু পালিয়ে গেলে তো হবে না !
পাথরগুলো তুলে আনব আর গরম করব
গরম করব আর লাগাব শান
দেখতে দেখতে ওদের নির্জীব ডগাগুলো
হয়ে উঠবে চোখা আর চকচকে

আর তারপর
তোমার কি মনে আছে একদিন অন্ধকারে তোমার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটা মাতাল ভালুক
আর আমি ঠিক এইরকম একটা চোখা পাথর দিয়ে
তাকে একবারে কীরকম শুইয়ে দিয়েছিলাম, বালিতে ?

দিদি

বাঁধের ওপার থেকে অবশেষে ফিরে এলো আমাদের দিদি
বাজ লেগে পুড়ে যাওয়া গায়ে দাঁত মেলে আছে ক্ষতেরা কঠোর
ছেলেকে আনেনি সঙ্গে, মেয়েটা শাড়ির খুঁট আঁকড়ে আছে ওর—
মা বলে, 'গতরখাকী, এই অবেলায় তোকে পরবার কী দিই !'
ধান ? সে তো দেবতার । অন্য দেবতারা থাকে ওপারে বাঁধের—
আমার জামাইবাবু মাছ মারত ঘুরে ঘুরে রাত্রির নৌকায়
এদিকে তিন ভাই আজ ঝুড়ি করে ফসলের বদলে ওঠায়
শুধু খোয়া । তুই চলে গিয়ে বল্ কত ক্ষতি হলো আবাদের !

তাই বলে গায়ে যদি বাজ লাগে কেউ বাড়ি আসবে না ? দিদি, এ
কীসব ভাবছিস তুই ! আমার জামাইবাবু এককোঁচে বিঁধিয়ে
তুলত কামটমাছ—আজ সেই অস্তরটাকে খুঁজে আনা চাই
জল থেকে । আমরা তিন ভাই, আমরা দশভাই, দশলক্ষ ভাই

থালা পেতে বসে আছি—তুই দিবি। নইলে আর ভরসা করব কাকে ?
এদের সকলকে তুই, সত্যি বল, মানুষ করিসনি কোলে কাঁখে ?

দেবী

ফিরে এসো রাঙাপাতা, তোমার পায়ের নীচে পুড়ে গেছে দীর্ঘতম দেশ। তোমাকে শুইয়ে ফেলে কোনোরাত্রে বুকে উঠে পড়েছে দানব। আজ তার খোলা শব বাগানের ধার ঘেঁষে শুকোয় দুপুরবেলা। কখন শেয়াল এসে টেনে নেবে আধখানা, কখন শকুন ছোঁ মেরে তুলবে চোখ তারই অপেক্ষায় দিন বড় হয়ে ওঠে। সত্যি করে বলো, তবে তুমি কি হাওয়ায় ওড়া বালি ? তুমি কি দরিদ্রতম হাত পেতে কোনোদিন নিয়েছো তণ্ডুল ? কখনো কি লাল পুষ্করিণী তার পেটের তলায় আদরে তোমাকে নেয়নি ? আর তুমি কোনোরাত্রে থাকনি কি জলের তলায় একা ? শ্যাওলা কাঁপার ভয়ে সারারাত ঘুমোতে না পেরে কারো কাদামাখা মুখ স্মৃতি ঠেলে তোলনি প্রদীপে ? নীলতম মরা মাছ একদিন তোমার চুলের বন্যায় তাড়িত একা ভেসে চলে গিয়েছিল জলেডোবা গ্রাম থেকে গ্রামে…তোমার দেহের নীচে আজো বালি ? তুমি একা সমস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছো। তোমার শ্রোণীর হাড় বুকে তুলে নিয়েছে দানব আর দূরে খুলে গেছে গর্ভদ্বার: একফালি আলো আর উঠেছে ঘোরানো সিঁড়ি ঝলসানো শ্বেতপাথরের। জ্যোৎস্নায় জ্বলেছে দুর্গ। হাবসী খোজার মুখ ভেসে ওঠে জাফরির পিছনে। কারো কি নূপুর বাজলো ? কে চলেছে এতরাত্রে ? কার ঘরে সমস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে দাবানল ? বারান্দায় ঢুলছে প্রহরী। কে সেই ব্রতের জলে ঢেলেছে জহর ? তবু জল নীল নয়। শিখার হলুদ শেষে লাল চুল ছড়ায় আকাশে। আর বনে বনান্তরে তুমি ছুটে যাও দাবানল। তোমার পায়ের নীচে আগুনে ছটফট করে সেই দানবের দেহ—সেই শেষ দেবতার দেহ তোমার রাস্তায় এসে বুক পেতে শুয়ে পড়ে। আর তুমি, উন্মাদিনী, কোনো দিকে না চেয়ে, দৈবাৎ, পা তুলে থমকে যাও তার বুকে। সমস্ত আক্রান্ত গাছ পাতায় আগুন নিয়ে দেখতে পায় নিমেষে তোমার বর্ণ কী প্রচণ্ডভাবে বদলে গেছে : চুল কালো, বাহু কালো, ভয়ঙ্কর উরু কালো, ঘোরতম স্তন সেও কালো—কেবল লজ্জিত জিহ্বা লাল !

শোধ

তুমি যে আমার ছাল চেঁছে নিলে আঙুলে, নখরে, ছুরিকায়
আর কাটা জায়গায় মাখালে যে রান্নার লবণ
তুমি শুধু একা নয়, তোমাদের দু ভাই, তিন বোন
সবাই যে আমাকে দিয়ে আঁচ দিলো ঘরের আখায়—
তুলে নিলো কাঠকয়লা, আমি কিছু বলেছি একবারও ?
শুধু পথে প'ড়ে আছি মরা শামুকের ভাঙা খোল
ফের যদি ছুঁতে যাও অন্য কোনো গাছের বাকল
পায়ে ঢুকে যাবো সোজা—যাতে তুমি দাঁড়াতে না পারো।

চর্বিরা কুঞ্চিত হচ্ছে। মাংসেরা আমাকে
চেপে ধরছে বারবার। ভিতরে কী ঘনতর পুঁজে
ভরেছে আঙুর ফল। রূপোরস গলানো লাভায়
আমি যেন গেঁজে উঠছি, রক্তবাহী প্রধান শিরাকে
চিনে বার করছি আমি—আর তার মাদক আভায়
পথ করে উঠে যাচ্ছি তোমার হৃৎপিণ্ড খুঁজে খুঁজে…

সবুজ দেবতা

সবুজ দেবতা, এসো ঘুমোই মাথার নীচে খড়ের বালিশ
ঘুমোই পোকারা এসো উদ্ভিদের নীচে আজ খুলে গেছে নীল
তরুণ গুল্মের দল ঘিরে নিল লুকোনো অরণ্যবীথিগুলি
আজকে জন্তুরা যদি মাথা রেখে শুয়ে পড়ে জানুতে আমার
তাহলে ওদের দাঁতে লুকোনো মাংসের টুকরো আমি বার করে দিতে পারি
কোমল খরগোশ, তোর সাদা আমি এই প্রথম বুঝতে পারলাম
রোমের নরম আমি বিছিয়ে রেখেছি সব গাছের তলায়
উড়ে এসো মেঘ ভেঙে দেবতা সবুজ আর পাখার পালক
আবার নতুন করে রঙ করে নাও, এই খড়ের বালিশ
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি গাছের গুঁড়ির পাশে এক ভোরবেলা
তাকে আমি আজ এই দেহের ভিতরে এনে পেতে রাখলাম, তুমি শোও।

অপোগণ্ড

দিনান্তে তোমার খাদ্য একটুকরো পরমাণু বোমা
ফাটে, কিন্তু দেখা যায় না, তুমি দিলে সহাস্য ফুৎকার
সাধের ফোয়ারা ছুটল টাটকা তাজা রক্ত গলাফাটা
আর আমরা শতপুত্র হরি লুটে করি লুটোপুটি
কে নিবি কে নিবি আয়—এই রক্ত আমাদের রুটি
তোমার পানীয় হলো ভোরবেলায় এক গেলাস পারা
কনুই পর্যন্ত হাতা গোটানো শ্যামল দীর্ঘ হাত
খুলে একে দিয়ে দিলে, ওকে দিলে রোগা শক্ত উরু
খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরছ, বাড়িতে কে প্রার্থী বসে আছে ?
ডানচোখটা চাই ? আচ্ছা বেশ—কিন্তু বাঁচোখটা সকালে
নিতে আসবে আরেকজন, আগে থেকে কথা দেওয়া আছে—
কথা নিতে আসি আমরা, সকাল নেই সন্ধে নেই আসি
ঘরে কিংবা ক্লাসঘরে এলোমেলো যত অমৃতের
ছেলেমেয়ে একথালায় তোমার সঙ্গেই বসে যাই
কেউ পাগল, কেউ ছাগল, কেউ আমরা বনের ধুতুরা
হৃৎপিণ্ড ভাগ করে দাও—সেই মাংস আমাদের সুরা
সুরায় উদ্দীপ্ত আমি তেড়ে ফুঁড়ে তোমারে শুধাই
বুড়ো, আজ সবাইকে ধ্বংসের অতলে নিতে চাও
তুমি কি অন্যের কথা ভাবো, না কি ভাবো না কখনো
এই করতে করতে যদি, বলতে নেই, কিছু একটা হয়
তখন কোথায় যাবে এইসব ভাস্কর, তারাপদ ?
তখন কি না খেয়ে মরবে এতগুলো অপোগণ্ড জয় ?

কুষ্ঠ

ধোঁয়া দিতে বারণ কোরো না। এখন মৌচাক ছেড়ে চলে যাক সমস্ত মৌমাছি। এখন ক্রোধের কাল। দেহের সমস্ত কুষ্ঠ ফেটে গিয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে যাক রসমাখামাখি হুল নিয়ে। এখন ক্রোধের কাল। প্রথম অস্ত্রের জন্ম কবে হয়েছিল মনে করো। মনে করো, কে প্রথম ভূমিতলে পড়ে থাকা নিরীহ পাথর তুলে নিয়েছিল আর চুরমার মাথা নিয়ে ঘাসে উল্টে পড়েছিল ধাবিত হরিণ। ঘাসের উপর তার ব্যর্থ খুর আছড়ানো মনে করো-মনে করো, আজ আবার ক্রোধের কাল ফিরে এলো, এসময় ধোঁয়া দিতে বারণ কোরো না…

বারণ করবো না বলছ ? কিন্তু আমি না যদি বারণ করি তবে তো সমস্ত মধু মৌচাকের মধ্যে জমে জমে শেষকালে স্তনের মতো পেকে উঠবে ফোড়া ? তখন অজস্র বৃন্ত ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু মুখ লাগাবার মতো কোনো শিশু নেই…তুমি মনে করে বলো আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে কেউ এসেছিল এর আগে ? আমার প্রসব কেউ দেখেছিল গুহামুখ থেকে উঁকি দিয়ে ? তার কি মাথায় টুপি ? তার কি একটা কান গাধার মতো ? তার কি একটা পায়ে খুর ? আমার প্রসব তবে সে-ই দেখেছিল, তখন গুহার বাইরে ভেঙে পড়ল ডাল। তখন ক্ষ্যাপাটে ঝড় জঙ্গলের ঝাঁকড়া মাথা ঝাঁকিয়ে তুলেছে। দানবী মায়ের ফোলা পেট ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। লোহার থামের মতো দুখানা পায়ের মাঝখানে রক্তলালা মেখে আমি পড়ে আছি—লাল মাংস, সারাগায়ে লোম। তখনো ধাত্রীর জন্ম সম্ভব হয় নি পৃথিবীতে। শরীরে জন্মের রস মুছিয়ে দেবার কেউ ছিল না তখন। সে কারণে এখনো শরীরে সেই লালারক্ত মাখামাখি রয়েছে আমার। জড়পুত্তলির মতো পড়ে থাকি বিছানায়, হাসপাতালে, বন্ধুর বাড়িতে, চা-খানায়। আমার জমাট কুষ্ঠ কেউ মুখ দিয়ে শুষে নেয় নি কখনো। তবু আমি বাধা দেবো— তবু আমি এখনো ক্রোধের কাল স্পর্শ করবো না। তুমি মনে করে দ্যাখো, যে-পাথর ধাবমান হরিণের মাথার শোণিত-ঘিলু মেখে পড়েছিল ভূমিতলে বহুকাল, একদিন তার কাছে এসে দাঁড়ালো উলঙ্গ-প্রায় গরিলামানুষ। তুলে নিল হাতে আর তারপর ধারালো ডগায় ক্রমশ গুহার গায়ে ফুটে উঠলো ছুটন্ত হরিণ। আমি বাধা দেবো, আমি—যার ডালে রয়েছে মৌচাক এমন গাছের নিচে আগুন জ্বালালে কেউ নিজের শরীর দিয়ে আটকে দেবো ধোঁয়া। আমার সহস্র চোখ সহস্র গাছের ডালে উড়ে গিয়ে গড়ে দেবে নতুন মৌচাক। যা থেকে মৌমাছিদল ছুটে যাবে দিকে দিকে—যত ফুল একা আছে, রেণুসংযোগের ব্যর্থতায় যত ফল অসমাপ্ত থেকে গেছে আজো তাদের সবাইকে বলবে কখনো ক্রোধের কাল স্বীকার কোরো না। কখনো ভেবো না আর প্রসবের লালারক্ত রয়ে গেছে শরীরে এখনো। বরং ধাত্রীর কথা মনে করো, কুষ্ঠেরও ভেতর থেকে মধু তুলে নেবার ক্ষমতা যে তোমার মধ্যে এসে ভরে দিয়ে যাবে একদিন……

নর্তক

কালো পাথরের পাশাপাশি আরো ঘন সাদা পাথরের
ধাপ উঠে গেছে স্তরে স্তরে আর তুষার এলাকা দু-দিকে
তার শেষ মুখে শঙ্কু-আকৃতি চূড়ার উপরে এসে
নিকটবর্তী আকাশের যত বড় মেঘ ছোট মেঘ
ধাক্কা দিতেই ফেটে গেল শূন্যের ওই ঢাকা

মেঘ ফেটে গিয়ে দেখা গেল থাম, বড় বড় সারিসারি
ঝকঝকে সাদা পাথরের টানা শানে
লাফিয়ে পড়েই দ্রুত ভেঙে যায় ছোট ছোট গোল আলো
আর চারিদিকে জেগে ওঠে দ্রুত নূপুর, নূপুর জাগছে
সাদা মার্বেল চৌচির করে কালো পাথরের নর্তক

উঠে এল, ধোঁয়া-কালো কাঠিন্য, সুঠাম দীর্ঘ ঘনতা
জেগে ওঠে দোলে নিটোল স্তব্ধ পেশীতে
বাহু আর কাঁধে ; জানুর দৃঢ়তা কাঁপছে
খুব ধীরে ধীরে ঘুরে যায় মূর্তিটি
ক্রমশই কালো চওড়া প্রবল পিঠ
বড় হতে থাকে, ক্রমশ চওড়া হতে হতে অবশেষে
হঠাৎ-ঝলকে পাথুরে দেওয়াল ফাটিয়ে
উঠে এল শিখা লকলকে শিখা, দাউদাউ—
তিন মুহূর্ত, তারপরই মুছে গেছে
আগুন নিবতে ছাই নেই আর পাথুরে দেওয়াল নেই
শুধু দুই দিকে ছড়ানো শূন্য, শুধু দশ দিকে ছড়ানো
বিরাট একটা কালো দশ দিক, মাঝে মাঝে বিন্দুরা
টুপটুপ করে জ্বলছে, ওই তো নিকটে একটা বর্তুল
আলোর গোলক, মাঝারি মতন, ছুটন্ত, গ্যাসভরা—
হঠাৎ একটা অতিকায় গোল পিণ্ড
এগিয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে....
হাহা ঝড় ওঠে, আগ্নেয় ঝড়, প্রচণ্ড টান, ঝাঁকুনি
অতিকায় বড় গোলকটা ওই দূর দিয়ে যেতে যেতে
ছিঁড়ে নিয়ে এসে ফেলে গেল ফের আরেকটা গোল বল
বলটা ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে ছোট বড় সব জ্বলন্ত লাল টুকরো··

দুইদিকে সেই ছড়ানো শূন্য, সেই দশদিকে ছড়ানো

কই ?

ক্ষীণতর নদী, বটগাছটাকে ডানদিকে রেখে দিয়ে
একটু গেলেই ছোট মন্দির, সিদ্ধেশ্বরীতলা
বউরা চলেছে দলে দলে সব নীলপাড় সাদা শাড়ি
কারো বা গরদ, হাতে ছোট থালা—আজ মঙ্গলবার

দরজার কাছে পাড়ার ছেলেরা, বিলু আর পল্টু,
মন্দির থেকে বেরোবার পথে সাদা চুল রাঙা দিদু
ওদের দুটিকে চিনি সন্দেশ আধখানা করে দেন
ছোট্ট রাস্তা, শান্ত ও নির্জন,
রাত্রি হয়েছে, একটু আগেই একজন পথচারী

একা হেঁটে যায়, হঠাৎ একটা কালো ও লম্বা ছায়া
ছুটে বেরিয়ে এল ওপাশের গলি থেকে
চাপা চিৎকার, দুপদাপ চোরা দৌড়,
লোকটা এখনো নড়ছে একটু—দাও গো
ওর মুখে কেউ জল দাও—
পিচের উপরে ঘন লাল, চটচটে

রক্তের ধারা বয়ে গেছে, গিয়ে মিশেছে নোংরা ড্রেনে····
সাইরেন দিয়ে চলে গেল দুটো পুলিশের গাড়ি, আর
থানার ওপাশে গড়িয়ে পড়ল একটি তরুণ শরীর
ছোট্ট একটা ফুটো তার পিঠে ওর মা-কে আমি চিনি···
সমস্ত দেহ নগ্ন এবং হাত দুটো রিং-এ ঝোলানো
চুলগুলো ভিজে গিয়েছে রক্তে ডান চোখ ফুলে উঠে
ঢেকে গেছে পুরো, এছাড়াও গায়ে বহু দাগ টানা টানা
আরেকটা দেহ শূন্যে ঝুলছে ২৫শে জুলাই ভোরে
কে গো ? কৃষ্ণান চেট্টি ?

কার কাছে আসি ? আমি কার কাছে আসি ?
এ-বাড়িতে এত লোক, তাও আমি কান রাখি সারাক্ষণ
কখন একটু শব্দ উঠল দরজায়

অথবা কখন পড়া ছেড়ে উঠে এসে
রেলিঙের কাছে দাঁড়ালে একটু, অথবা আস্তে ও-পাশের ঘরে গেলে

তখনই ও-ঘর থেকে ভেসে এল চা করার ছোট শব্দ
চামচের ধ্বনি, স্টোভের আওয়াজ, কাপডিশগুলি নামিয়ে রাখার গান
কার হাত ফসকে পড়ে গেল যেন বিস্কুটভরা টিন
দরজার কাছে রিনিঠিনি ছোট ভাইকে চাপা ধমক
এত লোক এত লোক এ-বাড়িতে, আমি কার কাছে আসি ?

সন্ধ্যাতের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে আগুন
দৌড়ে পালাল তিনজন মজদুর
পাহাড় ফাটছে, ডিনামাইটের হাওয়া—
ধোঁয়া ঘিরে এল, ধুলোয় ধুলোয় কিছু দেখা যায় না
একটা পাথর উঠে গেল শূন্যে—

আর সে পাথর শূন্যে উঠেই হলুদাভ-লাল গোলা
গনগনে লাল উড়ে যায় একি লালগ্রহ মঙ্গল ?
ধোঁয়ার মতন আকাশ, বাঁকানো চওড়া বিরাট খাল
সামনের দিকে বহুদূর গিয়ে ঘুরে গেছে ধু ধু শুকনো,
কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঝোপ, দু-একটা উদ্ভিদ
উদ্ভিদগুলো মাঝে মাঝে বুকে হেঁটে
সরে সরে যায় একে অপরের দিকে
স্থির এঁটে বসে, তারপর দুটি থেকে

একদিন জেগে উঠে মাথা তোলে তৃতীয় একটি উদ্ভিদ
আরো কিছুদূরে তেলের মতন টলটলে লাল তরল
তাতে ভাসমান গোল মতো দুটি অতি ছোট ছোট প্রাণী
ভাসতে ভাসতে পরস্পরের দেহে এসে আটকাল....
নগ্ন সুঠাম যুবকটি—তার ঘন গতিশীল শরীরের তলা থেকে
মেয়েটি কাঁপছে দমকে দমকে 'মারো, মেরে ফ্যালো, মারো না !'
পৃথিবী দুলছে বিস্ফোরণের আগে....

মাটি কেঁপে ওঠে, গুরুগুরু ধ্বনি, পাহাড়ের মাথা থেকে
চূড়ো উড়ে গেল, গলগল করে ধোঁয়া
পালাও পালাও, পাথর ও পোড়া গন্ধক

লাফিয়ে পড়ছে শহরের কালো আকাশে এবং মাটি ফেটে যায়
ফুঁড়ে ওঠে জল, গরম বাষ্প, ফোয়ারা····

শান্ত, স্তব্ধ চুরমার বাড়ি, ভেঙে পড়ে যাওয়া থাম
এখানে ওখানে মৃতদেহ আর লাভা গন্ধকে ঢাকা
সারাটা শহর, উপড়ানো গাছ, উড়ে আসা কড়ি বরগা,
ওইখানে বুঝি মাটি ফেটে গিয়ে বুজে গিয়েছিল তখনই
একটা মানুষ অর্ধেক ডুবে স্থির চেয়ে আসে সামনে···

বড় বড় গাছ ঘিরে আছে দিঘি, সিঁড়িতে একটি কলসী
কে যেন আগুন জল ঝরা গায়ে তার স্নান শেষ করে
উঠে এল পাড়ে—কটিমাত্রও বস্ত্রাবৃতা নয়—
এই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন ফুটন্ত ভাস্কর্য
দেখবার আর কেউ নেই শুধু পথ ভুল করে হঠাৎ এসে পড়া হাওয়া
কী লজ্জা বলে ফের পালিয়েছে গাছে গাছে ঝিঁরিঝিরি···

রোয়াকে ছেলেটি একা ঘুমোচ্ছে, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা
ওদিকে লতানো বিতান উঠেছে পাঁচিলের গায়ে গায়ে
উপরের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, সারি সারি খোলা জানলা
উঁচু উঁচু ক্রেন, জালঘেরা লিফট
নেমে যায় আরো কালোর ভেতর, ভারি ভারি হেলমেট,
নীবন্ধ্র কালো দেওয়ালের দেহ থেকে
ঝরে পড়ে কালো, গুঁড়ো গুঁড়ো আর কখনো বিরাট চাঁই
'তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই'
কাকে চাই ? কাকে ? কাউকেই নয় । বাজে কথা ছেড়ে দিলে
প্রকৃত বাতাস কারো কাছে নেই, বাতাসের ভান আছে—
আর আছে কোটরে ওৎ পাতা গ্যাস, নিঃশ্বাস চেপে ধরা,
এরই মাঝখানে হেলমেটে আলো, কয়লা ফাটার শব্দ,
হঠাৎ কোথায় বিরাট আওয়াজ, পাতাল
নেমে যায় বুঝি আরো পাতালের কাছে
কলকল করে ঘিরে আসে জল, কালো জল, এত কালো·····

জলের কিনারে সরু বেঞ্চ আর সন্ধ্যার পরে দুজনে
দু-একটি লোক, টানা গাছগুলি, তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে

সারিসারি ট্রাম চলে গেল আলো জ্বালা
ছেলেটির খোলা জামার বোতাম নিয়ে
খেলা করে ওই মেয়েটি চপল, ঝিরিঝিরি চুল কপালে····

যা দিয়েছ তা তো কোণের চেয়ারে সারাদিন
যা দিয়েছ এই তাকে কিছু বই, ছোট নাটকের দল
বাড়ির কাছে একা-লাইব্রেরী, পুকুর পেরোনো রাস্তা
যা দিয়েছ তা তো স্টিমারের জেটি, মৃদুল কোথায় মাসীমা
সেই হুট করে কিছু না জানিয়ে ভোরবেলা গৌতম

যা দিয়েছ তা তো রাতে ঘুম ভেঙে তোলপাড় করা বৃষ্টি
আকাশ ভরিয়ে মায়া গাইছেন রিমিকিঝিমিকি ঝরে·····
ধু ধু বালি আর বালির উপরে আরো আঁধিঝড় তুলে
ওই দূর থেকে এগিয়ে আসছে তিন বেদুইন সওয়ার
কিন্তু এরা কে ? আমাদের এই ছোট্ট শহরে
মরু কোথা থেকে এল ?

পরক্ষণেই মরু নেই শুধু চারিদিকে নীল জল
দুখানি জাহাজ বড় পালতোলা দুলছে অনেক দূরে
না । অনেক কাছে । লাল চুল দাড়ি, বেলটে লাগানো পিস্তল
বিরাট একটা কামানের মুখ ওরা ঘোরাতেই গোলা
ছিটকে এসেছে, ফেটে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে—এই তো ।
এই তো আমার বাড়ি ও শহর ! এই তো পৃথিবী গ্যাসীয়, তরল, কঠিন—
দুলে ওঠা জল, আগুন, তুষার, অ্যামিবা ও ডাইনোসর
ঠিক ঠিক বাঁধা—কেউ ঘুমন্ত, কেউ জেগে আছে আর
ওই দূরে দূরে লাল সাদা গ্রহ বুধ কি শুক্র, মঙ্গল·····

আর ঠিক এর কেন্দ্রকে ভেদ করে
দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো পাথরের নর্তক
তাকে ঘিরে আছে দলবেঁধে যত বড়মেঘ ছোটমেঘ
তারই মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে শত শত ঝাড়লণ্ঠন
দশদিক ভরা কালোর ভেতর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে····

জীবনপুরাণ

সাঁতরে কূলে ওঠে আজ অন্ধকার জ্ঞান ও মহিষ
ফুলে ওঠে অন্ধকারে ও মহিষ জ্ঞান নিরন্তর
ও তোরা ঘুমন্ত যারা ঘুমে যদি কথাটি কহিস
তোদের গুঁতিয়ে দিতে হে মহিষ বদ্ধপরিকর
অন্ধ মনোবাঞ্ছারাম মনপূজা চতুরাশ্বমেধ
এসো পরিজন বন্ধু চক্ষু পেতে বসে মোহাঞ্জন
ওঠো জাগো ডিগবাজিতে মিটিয়ে নাও সাধআহ্লাদ খেদ
বিষ্ণু শতখান হর্ষে দেখাও পেঁদিয়ে বৃন্দাবন
অঘোর সংসারী তার পিঠে পায় বেত্র সুমধুর
হাতে পায় মাসমাইনে বনে ঘাস খায় অন্তর্যামী
মনোবাঞ্ছা গুনগুনায়, সারাদিন ভবঘুরঘুর
বাজারে থাপ্পড় খেয়ে বাড়ি ফিরে 'সব ব্যাটা হারামী'
একগর্তে পুত্র কন্যা, এক গর্তে ভয় দেখানো জুজু
তাদের হাতের খড়ি শ্লেটে লেখে : মুক্তি কয় প্রকার
তাদের গলার দড়ি কানে করে ফুসুগুজুগুজু
অভাবে স্বভাব নষ্ট করে দাও হে ঘরসংসার

ফাল্গুনে আবীর সত্য, চৈত্রে সত্য সর্বনাশ
বৈশাখে জয়ন্তী সত্য, জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্মঅবকাশ
আষাঢ়ে মেঘদূত সত্য (ধন্য সেই কবিগান)
শ্রাবণে দ্বাবিংশ সত্য সত্য সত্য তিরোধান
ভাদ্রে কুক্কুরী সত্য আর সত্য পক্কতাল
বান্দরে কদলী সত্য গৃহে সত্য কূট-কচাল
যজ্ঞভূমে ঘৃত সত্য তীর্থে সত্য পথশ্রম
ব্যাধিতে বৈদ্যাই সত্য চিতাপার্শ্বে সত্য ডোম
জীবে মৃত্যুভয় সত্য জন্মে সত্য জন্মদ্বার
নারীতে কটাক্ষ সত্য তেহাইতে চক্রধার
শিশুতে পীযূষ সত্য সংগমে মিলনস্থান
মিল সত্য বর্ণে বর্ণে, বর্ণে জাগে মহাপ্রাণ
প্রাণ জাগল প্রাণ ঘুমোল, প্রাণপক্ষী মেলল চোখ
সর্বজনে দৃষ্টি রাখল প্রাণ, বড় দুষ্টু লোক
দুষ্ট করে অপচো-নষ্ট, দুষ্ট গড়ে বারংবার
একটি সংসার ভেঙে একান্নটি পরিবার

কলহ কোন্দল নিন্দে লাগানি ভাঙানি ঝগড়াঝাটি
এই নিয়ে জীবধর্ম স্বগৃহপালন কোলে কাঁখে
অধর্মের জীব বলে : খাও দাও ভালোমন্দ পাকে
একবার দুবার পড়ো, গা ঝেড়ে দাঁড়াও, গঙ্গামাটি
অঙ্গে মাখো মাখো করে লাগাও, পিছলে যাও, সাঁৎ—
খাইয়ো না চাইয়ো না ফিরে, চলো বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচলো
যমুনা গঙ্গা সব দেখতে দেখতে চলো হে সাঙাৎ
তরীখানি বেয়ে···

হেরো, ছাত্রীটি, সালোয়ার পরিহিতা
কী ঠামে যে হেলে আছে কলেজের থামে, হে শাসক
চক্ষু, উপভোগ করো, ওই সে সখার সঙ্গে হেসে
ভেঙে পড়ছে, কেড়ে নিচ্ছে খাতা, ছুট্টে চোখের নিমেষে
ওই সে মিলাল ক্লাসঘরে···

চলো সংবাদবাহক
এক জায়গায় দাঁড়িয়ো না, দাঁড়িয়ে পড়লেই বাক্য বৃথা···
জীবধর্মে লক্ষ রাখো অধর্মের জীব, তুমি ঠিক মতো যদি
মনে ফূর্তি রাখতে পার, জেনে রেখ, তুমি জনগণমন অধি····

বলো দেখি কে বুঝেছে এই জনগণমন
আগে নাই পিছে নাই একা সে একশোজন
এক ভিখু কাপ্তেন এক ভিখু দরিয়া
এক ভিখু ডরপুক এক ভিখু মরীয়া
এক ভিখু মরীয়া ও এক ভিখু মরে নাই
এক দুই তিন চার কোনো ভিখু ঘরে নাই
ছাতাচোর জুতোচোর চোরেরও অধম সে
ধরে দম ছাড়ে দম মৃত্যু ও ধ্বংসে
থেকে থেকে ডুব মারে, ডুবে ডুবে জল খায়
মদের পাত্র তোলো—পাত্রে সে ছলকায়
আকালে সে কানকাটা মড়কে সে মহারাজ
চাপড়ে বিরাশি সিকা কাপড়ে জরির কাজ
কাজে সে তুখোড় বড়, গতিক সে অগতির
রোটি সে ডাল ভিখু পকেট সে ল্যাঙোটির
ফোকট-সে খায় ভিখু ফোকট-সে বড় হয়
এক দুই তিন চার এক ভিখু একা নয়

ওঁ একাক্ষর মন্ত্র, যম দু-অক্ষর....চন্দ্রযান
তুলে নেয় যবে আমরা দু-কানে আঙুল দিয়ে যাই
নিজ নিজ পথ ধরে, দিন এনে যারা দিন খাই
দু-চোখে আগুন জ্বেলে বলি, ভাই করো অবধান
একবারের বেশি কিন্তু বাঁচবার নিয়ম নেই ভবে....
ওঁ একাক্ষর মন্ত্র, যম দু-অক্ষর, তিন অক্ষরে
রমণী—স্বর্গের দ্বার, যে ছোঁয় সে মোক্ষলাভ করে
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মোক্ষ—বলো দূত, যক্ষের কী হবে ?
এত মোক্ষ কী করবে সে ?

চন্দ্রযান যবে তুলে নেয়

আমাকে তোমাকে তোকে, নিরীহ গৃহপালিত এই
মুখচোরা প্রাণীগণ বুঝি যে উপায় কিছু নেই
এই ভেসে যাওয়া, একে ভাগ্য মানি । ন্যায় কি অন্যায়
হিসেব থাকে না কিছু, ভালো মন্দ দড়িকলসী জলে
সবসুদ্ধ ভেসে পড়ে গান বাঁধবো গান বাঁধবো বলে
রোমহর্ষে পৌঁছে যায় : যম দু অক্ষর, তিন অক্ষর রমণী, রত্ন, একাক্ষর

ওঁ—

অন্যদিকে বহমান এ জগৎ চার অক্ষর : বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধ-শিকনি .

পালে পালে মূর্খ প্রজনন

কত মূর্খের সংগমে একটি জ্ঞানীর জন্ম হয় ?
জ্ঞানদাস বলে এই খবর আমি ছাড়া কেউ জানত না
কত চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে স্থাপন করেছি বিদ্যালয়
দেশে দেশে আর দশে দশে কত যোগ দিলে একশো হয়
জনে জনে গিয়ে বুঝিয়েছি, আমিই দিয়েছি সান্ত্বনা
শোকে ও দুঃখে—বলে গেছি : কেন রে তোদের অঙ্কে ভয়
কত গজে হয় একমাইল এক গজ যদি তিন ফুটে
বলেছি সাপের বাচ্চাকেও যেই বেরিয়েছে ডিম ফুটে
বাচ্চারাও তো কমতি নয়, পাচ্ছে সস্তা হাতে গরম—
দুই গজ থেকে দু-নৌকায় কোন্ চাল যায় তিন ঘোড়ায়
কার ক্যামেরার সামনে কোন বলগা হরিণ শিং ঘোরায়
সব ধাঁধা আজ মুখস্থ সব দাদা আজ ধান্দাবাজ
কিলবিল করে শুঁড় বেরোয় জ্ঞাতিগুষ্টির জ্ঞাতপাতের
কী থেকে কী হয় বোঝে সবাই, সকলেরই মাথা ঠাণ্ডা আজ

ওর বেশি আছে, আমার কম, দাও দাও দাও, আমার কম
হ্যাংলা প্যাংলা পেটমোটা সব্বাই এসে হাত পাতে
এ-দুনিয়া এই মেহফিলে মনস্কামনা কতরকম
ভবি কিছুতেই ভুলবে না—তবু ও পূর্ণ, ওগো পরম
কবি গাহিছেন মিথ্যে নয় এত জন্মের পরিশ্রম
জ্ঞান জন্মায় এই পাঁকে : প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।

সাঁতরে কূলে ওঠে আজ অন্ধকার জ্ঞান ও মহিষ
ফুলে ওঠে অন্ধকারে ও মহিষ জ্ঞান গর্ভজল
জল সাঁতরে রক্ত সাঁতরে আমি তীরে উঠি জগন্ময়ী
জলনিম্নে এলোকেশ উচাটন করে⋯দিগঞ্চল
ফুলে ওঠে রুষ্টাকাশ মাথা থেকে মণিপাত করে
সেই বজ্র কার ভাই ? সেই বজ্র ঘাতক বা কার ?
ভূ পৃথিবী ভেদ করে, জগন্ময়ী, তোর শিরে পড়ে
সেই বাজ, পিণ্ড পিণ্ড তালগোল পাকানো আকার
সৃষ্টি জলে ভেসে ভেসে ওঠে—তার কেউ কীট, কেউ
পতঙ্গ, কেউ বা মাছ, মানবশিশু, দু পায়ে জড়ানো
কালো ঘাস, কেশগুচ্ছ, তাকে আকর্ষণ করছে ঢেউ
মুখে পাতা, হাতে ছোট্ট গাছ, ডুবছে—যাও ওকে তুলে আনো
জল থেকে রক্ত থেকে আনো ওকে তুলে এই আশ্রয়ে, ডাঙায়⋯
চোর যায়, দস্যু যায়, লম্পট, মদাপ যায়, পঙ্গু, খঞ্জ এমন কি অন্ধেও
ছুটে যায় একবস্ত্রে সর্বস্বপণ করে জলরক্তজলেই ঝাঁপায়⋯
সাঁতরে চলে জন্ম জন্ম, কে ভাই কে পিতাপুত্র চন্দ্রসূর্যে ও মহিষ জ্ঞান
লুপ্তপ্রায়⋯⋯

চলন্ত চলন্ত সূর্য, আনন্দে আনন্দ জপ
উড্ডীন কল্পিত পক্ষ, ব্রহ্মপক্ষী ঢাকছে সব
পুত্রার্থে জাগ্রত সূর্য মনোমধ্যে স্বতশ্চল
মনোমৎস্য জলে উড়ছ শূন্যে ডুবছে ভূমণ্ডল
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ দীন বন্ধু জগৎপতি
বন্ধু ঘুরছে ত্রিসংসারে আনন্দে সে ছন্নমতি
স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী ভার্যা ঢুলছে শয্যা 'পরে
তুমি কর্ম সাঙ্গ করো, আমি আসব তোমাব পরে
অগ্নিধর্ম বড় ধর্ম পদ্মপত্রে থুতুবিন্দু
এদিক নাড়ছ ওদিক নাড়ছ, কিছুতেই পড়ছে না কিন্তু

চলন্ত চলন্ত সূর্য, আনন্দে সে দ্বিজোত্তম
একবার আনমনে চলো, অমনি পিছলে আলুর দম
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ, পুরুতঠাকুর, বালগোপাল
যে পাচ্ছে সে যোগ্য প্রার্থী, যে পাচ্ছে না—মন্দভাল
তাই বলি রে যণ্ডমূর্খ সব ছেড়ে আনন্দ কর্
শূন্যে পৃথ্বী বিঁধতে পারে ছন্দোবদ্ধ ধনুঃশর

ধনু করো শরক্ষেপ, হ্রীং ক্লীং, ভুরুমধ্যে লাগো
লেহি লেহি হলকা যায় স্বামী ছেড়ে অপর পুরুষে
ঝিরি ঝিরি দাহ তার নাকের পাটায় ওঠে ফুঁসে
ওঠা নামা করে বক্ষ, হ্রীং ক্লীং, শ্বাস, বৃন্ত, জাগো—
পুষ্পদান করো, এতে গন্ধপুষ্পে ভরো ভরো শাখা
বলো অয়ি, হিংসাময়ী, আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি ?
এই হচ্ছে পঞ্চশর, য়েহি হ্যায় আসলি কাটারি—
খুন না দেখে ছাড়বে না সে, বেশিক্ষণ ধনু ধরে রাখা
অসম্ভব, হ্রীং ক্লীং....

থাকে, তার ভুরুমধ্যে থাকে
স্বপ্নাদেশ, দৈবাদেশ—কেউ জানে না সে কখন কাকে
সম্পদ বিলিয়ে দেবে, কাকে দেবে ঝাপটাবার ডানা
কাকে উড়তে আজ্ঞা দেবে—স্ত্রী চরিত্রে অন্ধকার জানা !
সেই স্ত্রী শিল্পের সাধ্বী । বহু ভুক্ত । তুচ্ছ সৎ-অসৎ
সব তৃণজ্ঞান করে তুমি জলেস্থলে জ্বলতে থাকো—
ওরা কুটো আঁকড়ে থাক । আঁকড়ে থাক সাধু মধ্যপথ,
তুমি যাও, চোখ রাঙাও, পথ 'পরে বিষ্ঠা করে রাখো ।

হেথা বিষ্ঠা হোথা বিষ্ঠা, বিষ্ঠা পিছে-অগ্রে থাকে
জুতা নষ্ট যাত্রা নষ্ট ভাগ্য পড়ে চক্রপাকে
জাতি সত্য রক্ত সত্য আরো সত্য জাতিরক্ত
যূপকাষ্ঠ মুছতে হচ্ছে তন্ বিরক্ত মন বিরক্ত
কাব্যে কুহুকেকা সত্য, বিশ্বে সত্য বিশ্বন্যাকা
পার্টিতে ঝাণ্ডাই সত্য, মোড়ে সত্য মেয়ে দেখা
রাজা সত্য প্রজা সত্য আরো সত্য প্রজাবলি
আজকে যদি রাধা সত্য কালকে সত্য চন্দ্রাবলী
চন্দ্র-লক্ষে চকোর সত্য পক্ষে পেলে ঊর্ধ্বগতি

পক্ষ থেকে জ্যোৎস্না পড়ে তোমার প্রতি আমার প্রতি
চকোর অর্থে কবি এখন, মূর্ছিত যে চন্দ্রশীর্ষে
কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার মধ্যে ঘুরছে ফিরছে
আশ্বিনে মা দুর্গা সত্য, কার্তিকে তো কার্তিকেয়
(অঘ্রানে কী জানি না ভাই) পৌষে পিঠা সামলে খেও
মাঘে শ্রীপঞ্চমী সত্য, সত্য সরস্বতী কন্যে
নিজের মনে কবি রইলো, দেবী আকুল কবির জন্যে
তারায় তারায় সুরস্পর্শ, বাহন হংসেবিমান ছোটে
অন্তরীক্ষ ভাগ হয়ে যায়, শূন্যে একটি বৃক্ষ ওঠে
ধন্য ধন্য আমরা দেখছি দোঁহার প্রণয় বৃক্ষতলে
সবার উপর প্রণয় সত্য প্রণয় সত্য সর্বতলে

আজো, মনোবাঞ্ছারাম, হৃদয়ে প্রণয়চিন্তা আসে
ভোলা লোক গোলা লোক পাপী তাপী হেলাফেলা লোক
বলে : 'গীতিআলেখ্যটি আজ ভেসে চলুক না আকাশে
আমরা তাকিয়ে থাকব, বেঁচে থাকা তবেই তো সার্থক।'
বলো, মনোবাঞ্ছারাম, এমন তরণীখানি কার ?
ছিল যদি কোথা ছিল ? চোখে তো পড়েনি কোনোকালে ?
এত বেলা বৃষ্টি ছিল, এত বেলা বাদল অন্ধকার
পড়ো তবে, আলো পড়ো, দীনদুঃখী আমাদের ভালে
আমরা তো পালিয়ে যাইনি, ঘুরে বেড়িয়েছি ফ্যা ফ্যা করে
তবু তো পালিয়ে যাইনি, ভোগ করেছি শাস্তির মেয়াদ
জল তুলেছি, খোয়া ভেঙেছি, বাঁশি বাজিয়েছি নিশিভোরে
করেছি টিকিট ব্ল্যাক, চাঁদের কপালে দিইছি চাঁদ
গামছা গেঞ্জি শর্টপ্যান্ট, পিঠে বাঁক গিয়েছি ভোলে বাবার থান
মাল তুলেছি মাল ফেলেছি, বনবাদাড়ে ছুটেছি সাইকেলে
মেরেছি পকেট কত, কত খেয়েছি পাবলিক-পেটান
জান কয়লা করে গেছি আমরা সোনার টুকরো ছেলে
আজ বলছি ধরে দাও, এসবের মূল্য ধরে দাও
প্রণয়ে পতিত আমরা, দেশে দেশে ধুলোয় পতিত
যে তুমি বন্দের জাদু, টাকা চালাও, হরিনামে জগৎ মাতাও
ফিরে দাও এইবার অসাধ্যের ভবিষ্যৎ, ধরে দাও সাধ্যের অতীত

সাধ সত্য সাধ্য সত্য সত্য বইছে স্বপ্নবৎ
সাঁতরে চলে অন্ধকারে অন্ধ অন্ধ ভবিষ্যৎ

সাঁতরে সাঁতরে সাঁতরে যখন জল থেকে সে উঠে দাঁড়ায়
সিংহচর্ম কোমরে তার, শুল্ম ঝুলছে গায়ে মাথায়
গরম কাদা সরিয়ে উঠল, কপালে এক ফাটা গর্ত
গর্ত থেকে গড়িয়ে পড়ছে বালিপাথর মাটি রক্ত
পড়ছে, ভূমি স্পর্শ করছে, ভূমি ধরছে উর্বরতা
ঐ সে মাথা তুলল এবার কাঁধের উপর সাপের জটা
সমস্ত গা-য় যুদ্ধচিহ্ন, সমস্ত গা-য় অসংখ্য দাগ
এইবার সে বেরিয়ে পড়বে, মিটিয়ে নেবে পুরনো রাগ
তার আগে সে পূজা করছে অগ্নি বায়ু জল ও রাত্রি
পূজা করছে নিজের পায়েও, প্রণাম প্রণাম সময়যাত্রী
'কাল ধন্য অকাল ধন্য, ধন্য বংশবৃদ্ধি করা
মরতে মরতে জীব ধন্য, জীবে ধন্য বসুন্ধরা
মৃত্যুমধ্যে আমি ধন্য অগ্নিমধ্যে জলমধ্যে
বিশ্বই আমাতে ধন্য—মদ উঠে যা ব্রহ্মরন্ধ্রে'—
এই বলে সে নিজের মাথা নিজের হাতে আনছে খুলে
খুলির ঢাকা সরিয়ে পাত্র আকাশপথে ধরছে তুলে
পাত্র মধ্যে চন্দ্রসূর্য ধন্য ধন্য সাঁতার কাটা
ভাসছে ডুবছে সৌরজগৎ, জন্মদাত্রী, জন্মদাতা···

ক্ষত্রিয় আগুন

পথে যা পেয়েছো তাই ক্ষত্রিয় আগুন পথে ফেলে যাও ধুলোমাখা ধূলি
শ্যামের উজ্জ্বল শ্যাম রঙরূপ ধরে সেই নিশি অপরূপা
মাটিতে তোমাকে শয্যা করে যদি ঘুমোয় তো ঘুমোক, আজ
এক নিশি দুই রাত্রি তিন বিভাবরী চার যামিনী পঞ্চম
ভৈরবী ভোরের আগে ক্ষত্রিয় আগুন তুমি পড়ো না বিভ্রমে, এই
দমকে দামিনী জলে বারংবার রাগিণীমোচনে জন্ম
হও, জন্ম হোক, জন্ম হই····

সময়তীরে

এলাম সময়তীরে, কার পাশে শুয়েছ নিশীথ ?
বায়ু এসে তুলে নেয় তাকে, জল ধুয়ে নিয়ে যায়

সীমায়, সময়তীরে, যার পাশে ঘুমোও নিশীথ
তার পাশে একরাত্রি না হয় আমিও ঘুমোলাম

রইলাম কেনা হয়ে একশো একশো রাত্রি পার
যমুনা হঠাৎ বদ্ধ হলো দাস যায় ভূলুণ্ঠনে

ভূ-মধ্যে ফুটন্ত জল যায় দাস ঘুমিয়ে সাঁতার
কাটে জল, কাটে জল, অকস্মাৎ সমস্ত স্ফটিক

একপাত্রে স্তব্ধ হয়, হাড়পাঁজরা হাড় বাঁকাচোরা
সেও তো স্ফটিকমধ্যে ধৃত আজ, শুধু তার শ্বাস

নেই থেমে নেই এই উত্তিষ্ঠত জাগ্রত উত্থান
ভেদশক্তি নিয়ে ওঠো সবটুকু কাঠিন্য স্ফটিক

কাটিয়ে সময়তীরে ওঠো হে নিশীথ, যার পাশে
শুয়ে ছিলে তুমি, আজ তার পাশে ঘুমোক পথিক

হাত

দু-ধারে দুই অন্ধকার, মধ্যিখানে চড়া
মধ্যে পাতা একটি হাত
হাতে বসুন্ধরা

হাতের উপর লক্ষ রেখা, রেখায় ছোটে জল
জলে ভাসছে গাছের পাতা
পাতায় উঠি চল

শিরায় ভরা পাতার পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠ ভরা খাদ

খাদের নীচে ? শূন্য দেখি, শূন্য জলতলে
হাতের পাতা চলেছে ভেসে চলেছে, শুধু চাঁদ
স্পষ্ট তার শিরোরেখায় জ্বলে....

জন্ম

ঝরে পড়ে রাত্রি মোম, আমি তাকে ধরে রাখি ফুলে
উঠেছে বাঁকানো চাঁদ, মুছে গ্যাছে লোকের বসতি
পর্বতচূড়ার গায়ে মিশে গেলে অন্ধকার কাক, মনে পড়ে
আমার পিতার শব একদিন বহন করেছি বনপথে

রাত্রি মোম, জানো কিছু ? জানো, মৃত্যু ছিল এক নারী ?
বনে সেও শুয়ে ছিল আমার যাওয়ার পথ ঢেকে ;
তাকে বাধা দিতে গিয়ে, তাকে তুলে নিতে গিয়ে, শোনো—
আমার জন্ম হলো আবার ফুলের পাত্রে এসে !